জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন
মুহাম্মদ কুরবান আলী
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
মেহেরুননেছা

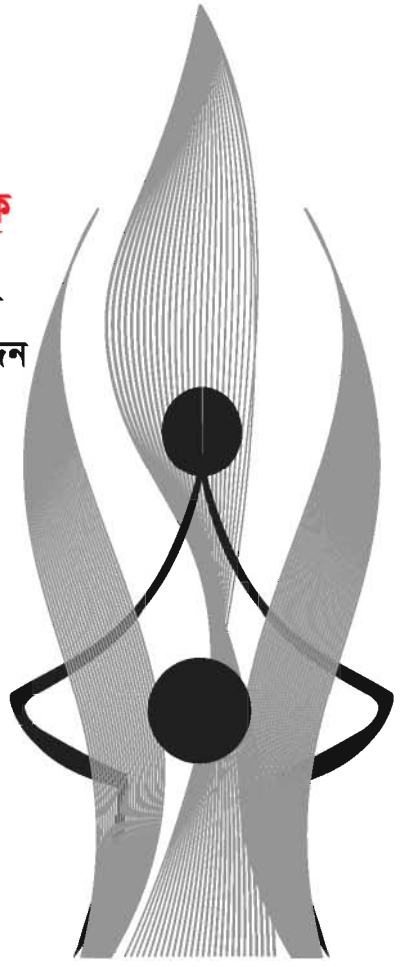

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আরিফুল ইসলাম

সমন্বয়কারী

জুলেখা শারমিন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয় । শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য 'শিক্ষক সংস্করণ', যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য 'শিক্ষক নির্দেশিকা' এবং 'শিক্ষক সহায়িকা' প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য রয়েছে **ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা** শীর্ষক শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক সংস্করণে পাঠের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন এবং পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক সংস্করণে শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশের বিষয়গুলি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিখন পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিখন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সংস্করণসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয় সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। পাঠদান কার্যক্রমের মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জনের লক্ষে শিক্ষককে সহায়তাদানের জন্যই শিক্ষক সংস্করণ প্রণীত হয়েছে।

১. শিক্ষক প্রতিটি পাঠের প্রস্তুতি গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট পাঠটি কয়েকবার গভীর মনোযোগসহ পড়বেন।

২. শিক্ষক সংস্করণের পাঠসংশ্লিষ্ট নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।

৩. শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সালাম ও কুশল বিনিময় করবেন। প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে দু'জন করে শিক্ষার্থীর খোঁজখবর নিবেন।

৪. পাঠ শিরোনাম "....." বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।

৫. শ্রেণিকক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ, আনন্দদায়ক, নান্দনিক ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলবেন।

৬. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন ও সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

৭. পঠন-পাঠন আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন। এসব উপকরণ ছুটি বা অবসর সময়ে তৈরি ও সংগ্রহ করে স্কুলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

৮. পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি/চার্ট যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ছবিটি দেখতে বলবেন।

৯. উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সম্পৃক্ত করবেন।

১০. ছোট ছোট ও সহজ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে নিজের কথায় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।

১১. পাঠের মূল বিষয় বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।

১২. শিক্ষক কেন্দ্রিক বক্তৃতাদান পদ্ধতি যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু প্রদর্শন ও পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন।

১৩. প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

১৪. মূল্যায়নে শিক্ষক নির্দেশিকার অনুশীলনী প্রশ্নাবলীর বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করবেন।

১৫. ভুল উত্তর দেয়ার কারণে শিক্ষার্থীদেরকে কখনও তিরস্কার করবেন না বা শাস্তি দেবেন না।

১৬. সঠিক উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের "ধন্যবাদ" জানিয়ে প্রশংসা করা আবশ্যক।

১৭. বিষয়বস্তু ভিত্তিক সমগ্রপাঠ শেষ করার পর কমপক্ষে ৭টি পাঠ পুনরালোচনার জন্য রাখবেন।

১৮. শিখন-শেখানো কার্যাবলির সকল পর্যায়ে মৌখিক, লিখিত, পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিবেন।

১৯. শিক্ষার্থীদেরকে দেয়া পরিকল্পিত কাজ শিক্ষক পর্যবেক্ষন করবেন এবং সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন।

২০. বিদ্যালয়ের নিকট পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পাঠগুলোর শিখন-শেখানো কার্যাবলি যথাসম্ভব শ্রেণিকক্ষের বাইরে পরিচালনা করবেন।

২১. শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	আকাইদ - বিশ্বাস	১-৩৬
২	ইবাদত	৩৭-১১৭
৩	আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ	১১৮-১৬৭
৪	কুরআন মজিদ শিক্ষা	১৬৮-২০৫
৫	মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য নবিগণের পরিচয়	২০৬-২৬৭

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ اَلْعَقَائِدُ বিশ্বাস

আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

আমরা জানি, কাঠমিস্ত্রি কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল, খাটসহ আরও অনেক কিছু তৈরি করে। রাজমিস্ত্রি ইটের ওপর ইট সাজিয়ে দালানকোঠা তৈরি করে। বড় বড় ইমারত তৈরি করে। এসব কোনো কিছুই নিজে নিজে তৈরি হয় না। কেউ সৃষ্টি না করলে কোনো কিছুই সৃষ্টি হয় না।

আমাদের মাথার ওপর সুন্দর সুনীল আকাশ, মিটিমিটি তারা, গ্রহ–উপগ্রহ, পৃথিবী থেকে তের লক্ষ গুণ বড় প্রখর সূর্য নিজে নিজেই কি সৃষ্টি হয়ে গেছে? না, সবকিছুরই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি কে? তিনি মহান আল্লাহ।

সবার আগে আমাদের প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা ও ইমান আনা। কেননা মহান আল্লাহ আছেন এ সম্পর্কে যদি আমাদের পূর্ণ ইমান না থাকে, তা হলে কী করে আল্লাহর আদেশ মতো চলব? এর সাথে সাথে প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে জানা। আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

আল্লাহ সবকিছু দেখেন, শোনেন এবং সব কিছুর খবর রাখেন এর ওপর আমাদের দৃঢ় ইমান থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান না থাকলে ইসলামের সরল সহজ পথে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এরপর আমাদের জানতে হবে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করার সঠিক পথ কোনটি। কী, কী কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন, যা আমরা করব। আর কোন কোন কাজ অপছন্দ করেন, যা থেকে আমরা দূরে থাকব। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর আইন ও বিধানের

জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য ফরজ। আল্লাহর বিধান আছে কুরআন মজিদে। কুরআন মজিদ আমাদের পড়তে হবে। বুঝতে হবে। আদেশগুলো পালন করতে হবে। নিষেধ থেকে দূরে থাকতে হবে।

আমাদের আরও জানতে হবে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী পথে চলার পরিণাম কী? আর তাঁর আদেশ মেনে চলার পুরস্কারই বা কী? এ উদ্দেশ্যে আমাদের কবর, কেয়ামত, হাশর, মিযান, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানা ও ইমান থাকা অপরিহার্য। এ আলোচনায় যেসব বিষয় জানতে ও বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, তারই নাম হচ্ছে ইমান। ইমান অর্থ বিশ্বাস স্থাপন। যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ব, তাঁর গুণাবলি, তাঁর বিধান এবং তাঁর পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে জানে এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে তাকে বলা হয় মুমিন। আর ইমানের ফল হলো মানুষকে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা।

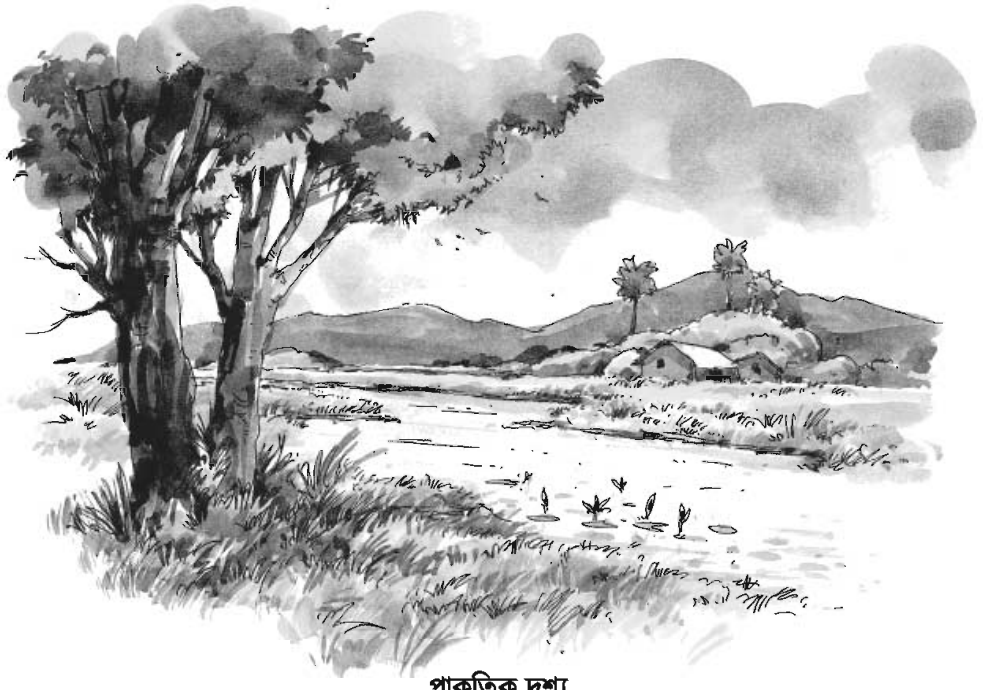

প্রাকৃতিক দৃশ্য

দলীয় কাজ : আল্লাহর পরিচয় জানার জন্য যেসব বিষয়ের জ্ঞান থাকা জরুরি শিক্ষার্থীরা দলে বসে পরস্পর আলাপ আলোচনা করে একটি তালিকা তৈরি করবে। এরপর মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে বড় বড় করে লিখবে।

আমরা জানলাম আনুগত্যের জন্য ইমানের প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহর গুণাবলি

তাঁর দেওয়া বিধান ও আখিরাতের জীবন সম্পর্কে আমরা কীভাবে জানব?

আমাদের চারদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য সৃষ্টি, যা তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন। এসব নিদর্শন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এসব কিছুই একই স্রষ্টার সৃষ্টি।

কত সুন্দর আমাদের এই দেশ। কত সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী। সবুজ ফসলের মাঠ। মাঠভরা সোনালি ধান। বন, বাগান, গাছ–গাছালি। কুল কুল শব্দে বয়ে যায় নদী। ওপরে নীল আকাশ। রাতে তারা ঝলমল করে। কোনো সময় শীত। কোনো সময় গরম। কোনো সময় ঝরে বৃষ্টি। এ সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। এসব নিদর্শনের ভেতরে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় গুণের প্রকাশ। তাঁর হেকমত, তাঁর জ্ঞান, তাঁর কুদরত, তাঁর দয়া, তাঁর লালনপালন, এক কথায় তাঁর সব গুণের পরিচয়। এসব নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। এসব সৃষ্টি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ সব কিছুই একই স্রষ্টার সৃষ্টি।

এ ছাড়া আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানি করে মানুষেরই মধ্য থেকে এমনসব মহামানব সৃষ্টি করেছেন, যাঁদেরকে তিনি দিয়েছেন নিজের গুণাবলি সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান। মানুষ যাতে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে তার নিয়মই তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন। আখিরাতের জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিয়েছেন। এরপর তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন অপর মানুষের নিকট এসব পৌঁছে দিতে। এরাই হচ্ছেন আল্লাহর নবি–রসুল। তাঁদেরকে জ্ঞানদানের জন্য আল্লাহ যে মাধ্যম ব্যবহার করেছেন, তার নাম হচ্ছে ওহি। আর যে কিতাবে তাঁদেরকে এ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাকে বলা হয় আল্লাহর কিতাব। কুরআন মজিদ আল্লাহর কিতাব।

ছবি: আল কুরআন

কাজ : আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা। তাঁর দশটি সৃষ্টির একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা তৈরি করে পোস্টার পেপারে মার্কার দিয়ে লিখবে।

আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি

আল্লাহ তায়ালার গুণে নিজেকে গুণান্বিত করতে পারলে চরিত্র ভালো হয়। ভালো মানুষ হওয়া যায়। যেমন আল্লাহ দয়ালু। তিনি সবাইকে দয়া করেন। আমরাও সবাইকে দয়া করব। আল্লাহ 'রব'। তিনি সকল সৃষ্টিকে লালনপালন করেন। আমরাও তাঁর সৃষ্টিকে যথাসাধ্য লালনপালন করব। আল্লাহ 'রাজ্জাক'। তিনি সবার খাদ্য দেন। আমরাও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেব। তাই ইসলামে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

তাখাল্লাকু বিআখলাকিল্লাহ تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ

অর্থ : তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।

আল্লাহর গুণ সম্পর্কে জানা থাকলে আল্লাহর আদেশ মতো চলা সহজ হয়। অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।

আল্লাহ সব কিছু দেখেন
সব কথা শোনেন,
সব কিছুর খবর রাখেন।

এ কথাগুলো জানা থাকলে এবং এ কথাগুলোর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকলে কারও পক্ষে অন্যায় করা সম্ভব নয়। ঠিকভাবে সে আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে পারে।

কুরআন মজিদে মহান আল্লাহর অনেক গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো থেকে কয়েকটি গুণের কথা আমরা জানব।

আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা

আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের নামই হচ্ছে ইসলাম। এই আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে জানা ও ইমান আনা। আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে পূর্বের পাঠে আমরা জেনেছি। এখন আমরা আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে জানব।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব। আমাদের পালনকর্তা। আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবকিছু লালনপালন করেন। গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু, সবারই খাদ্যের প্রয়োজন

গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়–পর্বত, বাড়িঘরসহ প্রাকৃতিক দৃশ্য

হয়। লালন-পালনের দরকার পড়ে। সবার খাদ্য এক রকম নয়। আমরা ভাত, মাছ, গোশত, ফলমূল খাই। পশুপাখি খায় ঘাস, পোকামাকড় ইত্যাদি। কিন্তু গাছপালা এসব কিছু খেতে পারে না। গাছপালার মুখ নেই। তারা মাটি থেকে শিকড় দিয়ে পানি শুষে নেয়। আর বাতাস থেকে নেয় কার্বন–ডাই অক্সাইড। এ দিয়ে তারা খাদ্য তৈরি করে।

আমরা সব সময় শ্বাস নিই এবং শ্বাস ফেলি। শ্বাস–প্রশ্বাস ছাড়া কোনো জীব বাঁচে না। শ্বাস ফেলার সময় এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বের হয়। এই বায়ুর নাম কার্বন–ডাই অক্সাইড। গাছ এই বায়ু গ্রহণ করে খাদ্য তৈরির উপাদান হিসেবে। আর আমাদের জন্য ছাড়ে অক্সিজেন। শ্বাস নেওয়ার সময় আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি। অক্সিজেন ছাড়া কোনো জীব বাঁচতে পারে না। এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় আল্লাহর মহিমা কত বড়। আমাদের জন্য যা বিষ, গাছপালার জন্য তা খাদ্য তৈরির উপাদান। গাছপালার মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন পাই, ফলমূল ও খাদ্য পাই। কতভাবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের লালন-পালন করেন।

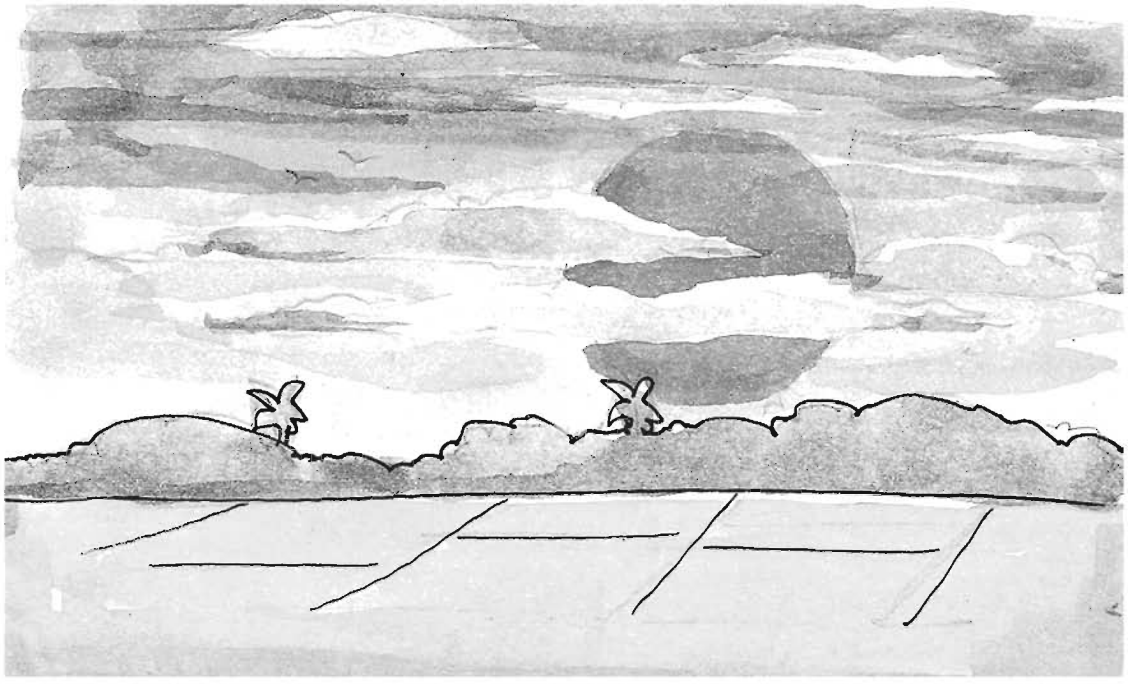

সূর্যোদয়ের দৃশ্য

আমরা জানি পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারে না। পানি ছাড়া গাছপালাও বাঁচে না। প্রতিদিন আমাদের প্রচুর পানি ব্যবহার করতে হয়। এ পানি আমরা কোথা থেকে পাই?

প্রতিদিন সূর্যের তাপে নদীনালা, খালবিল ও সাগরের পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এই জলীয় বাষ্প বাতাসে ভেসে বেড়ায়। পরে ঠান্ডা হলে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। এই পানির কিছু অংশ মাটির নিচে জমা হয়। আর কিছু অংশ নদীনালা, খালবিল, পুকুর ও সাগরে গিয়ে পড়ে।

মাটির নিচে জমা পানি কূপ ও নলকূপের মাধ্যমে আমরা পাই। এ পানি বিশুদ্ধ পানি। বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। নদনদী, খালবিল এবং পুকুরের পানিও আমরা ব্যবহার করি। এসবের পানি যাতে বিশুদ্ধ থাকে আমরা সেদিকে খেয়াল রাখব।

ভাবতে অবাক লাগে, পরম করুণাময় আল্লাহ পানিচক্রের মাধ্যমে কেমন করে আমাদের প্রতিনিয়ত বিশুদ্ধ পানির জোগান দিয়ে চলেছেন। এ পানি, বৃষ্টি, নদীনালা, সাগর ও মহাসাগর সবই আল্লাহর দান।

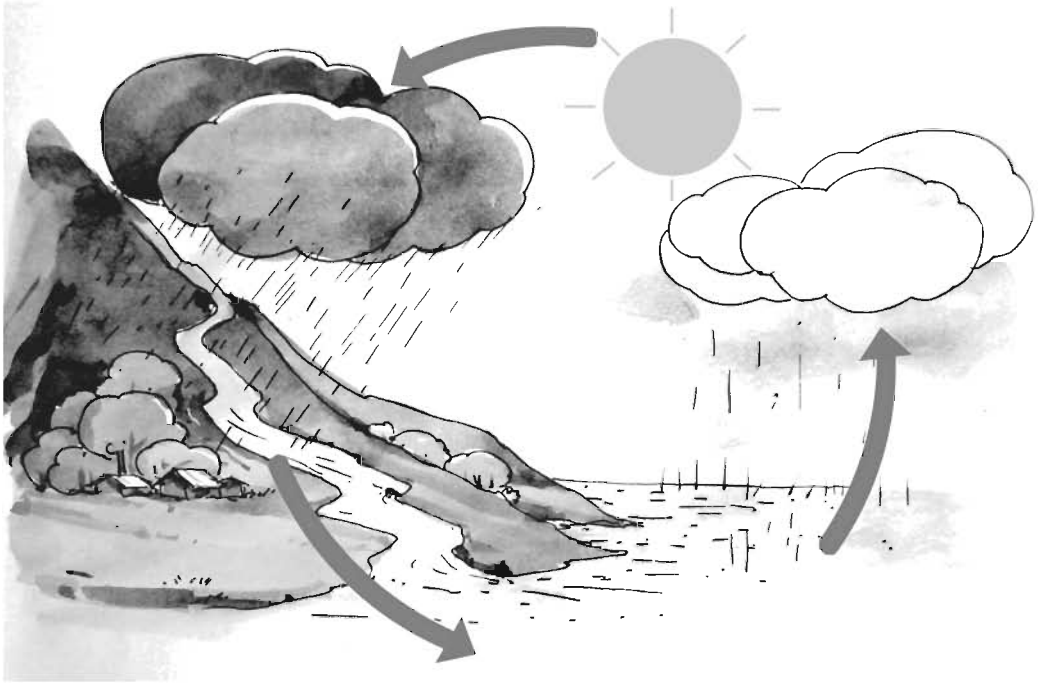

চিত্র: পানিচক্র

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা যে পানি পান করো সে সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? এ পানি মেঘ থেকে তোমরাই নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি'। সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত: ৬৮

আলো, বাতাস, পানি সবই আল্লাহ তায়ালার দান। আল্লাহই খাদ্য দেন। ছোট থেকে বড় করেন। সবার প্রয়োজন পূরণ করেন। অসংখ্য তাঁর অনুগ্রহ। তাঁর নিয়ামত গণনা করে শেষ করা যায় না। তাঁর নিয়ামত লাভ করেই আমরা বেঁচে আছি। তিনিই সারা বিশ্ব লালন পালন করছেন। তিনিই নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা।

চন্দ্র-সূর্য, পশু-পাখি, জীব-জন্তু , আলো-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, সাগর–মহাসাগর, আসমান-জমিন সবকিছু তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সব সৃষ্টিকে তিনি মানুষের আজ্ঞাবহ করে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর আদেশ মতো তাঁর সব নিয়ামত ভোগ করব। আর একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করব। তাঁরই শোকর আদায় করব।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ: সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর যিনি সারা বিশ্বের পালনকর্তা।

আল্লাহ আমাদের একমাত্র রব। আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ' এরপর অবিচলিত থাকে। তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় পেয় না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের কথা দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও"। (সূরা: হা–মিম সাজদাহ, আয়াত: ৩০)

কাজ: শিক্ষার্থীরা পানিচক্রের একটি ছবি আঁকবে।

আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (اَللّٰهُ غَفُوْرٌ)

মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় অন্যায় করে ফেলে। পাপ কর্ম করে বসে। তখন যদি সে অনুতপ্ত হয়, ভুল স্বীকার করে, পাপ কাজ থেকে ফিরে আসে। আল্লাহ তায়ালার কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায় তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা : যুমার, আয়াত–৫৩)

আমাদের ভুল হলে সাথে সাথে আল্লাহর তায়ালার কাছে ক্ষমা চাইব। আল্লাহ আমাদের মাফ করে দেবেন। এরপর আমরা সাবধান থাকব, যেন আর কোনো ভুল না হয়।

আল্লাহ অতি সহনশীল (اَللّٰهُ حَلِيْمٌ)

আমরা অনেক সময় অপরাধ করি। আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করি। আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে শাস্তি দেন না। আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের অপরাধের জন্য সাথে সাথে শাস্তি দিতেন তাহলে আমরা কেউ বাঁচতে পারতাম না। আল্লাহ অতি সহনশীল। তিনি সহনশীলতা পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ (ওয়াল্লাহু আলীমুন হালীম)

অর্থ : আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, অতি সহনশীল। (সূরা নিসা, আয়াত ১২)।

আল্লাহ সর্বশ্রোতা (اَللّٰهُ سَمِيْعٌ)

আল্লাহ সব শোনেন। আমরা প্রকাশ্যে যা বলি, তা তিনি শোনেন। গোপনে যা বলি তাও তিনি শোনেন। আমরা মনে মনে যা বলি তাও তিনি শোনেন। তাঁর কাছে গোপন কিছুই নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۔ (ইন্নাল্লাহা সামীউন আলিম)

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন , সব জানেন। (সূরা বাকারা, আয়াত– ১৮১)।

আমরা অন্যায় কিছু বলব না। কারণ আল্লাহ তায়ালা শোনেন। আমরা কাউকে গালি দেব না, কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব না। মিথ্যা কথা বলব না। ওয়াদা ভঙ্গ করব না। কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দেব না। কারণ মহান আল্লাহ সব জানেন, সব শোনেন।

আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা (اَللّٰهُ بَصِيْرٌ)

আমরা অনেক কিছুই দেখি না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন। আমরা গোপনে যা করি তাও তিনি দেখেন। প্রকাশ্যে যা করি তাও তিনি দেখেন। সাগরের তলদেশে, গভীর অন্ধকারে জীবাণুর মতো ক্ষুদ্র পোকার নড়াচড়াও তিনি দেখেন। তাঁর কাছে অদৃশ্য কিছুই নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ইন্নাল্লাহা সামীউম বাসির

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন। (সূরা লোকমান, আয়াত– ২৮)

আমরা কর্তব্য কাজে অবহেলা করব না। কথা দিয়ে কথা ভঙ্গ করব না। অন্যায় কাজ করব না। কারো ওপরে অত্যাচার করব না। কারণ মহান আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান (اَللّٰهُ قَدِيْرٌ)

আমরা জানি, আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর শক্তির অধীন। আল্লাহ তায়ালা কারো ভালো করতে চাইলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ কারো ক্ষতি করতে চাইলে কেউ তা রোধ করতে পারে না। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন।
যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন।
যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন
যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন
আর যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত জীবিকা দান করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
(ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদীর)

অর্থ : নিশ্চয়ই তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আল ইমরান, আয়াত–২৬)

আমরা জানলাম আল্লাহ পালনকর্তা। আমরাও সৃষ্টজীবকে লালন-পালন করব।

আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল। আমরা ক্ষমা করতে শিখব। আল্লাহ অতি সহনশীল। আমরাও সহনশীল হব। ধৈর্য ধরব। আল্লাহ সব শোনেন। আমরা অন্যায় কথা কখনো বলব না। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আমরা ইমান রাখব জীবনের সুখ–দুঃখের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ওপর।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তায়ালার সাতটি গুণবাচক নামের তালিকা তৈরি করবে।

নবি–রাসুলের পরিচয়

তওহিদের পর ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে রিসালত। রিসালত অর্থ বার্তাবহন। যে ব্যক্তি একজনের কথা অন্য জনের কাছে নিয়ে পৌঁছায় তাকে বলা হয় বার্তাবাহক বা রসুল। কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় যিনি আল্লাহর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে নিয়ে পৌঁছায় এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাঁকে নবি বা রসুল বলা হয়। নবি–রসুলের কাজ বা দায়িত্বকে রিসালত বলে।

আমরা জানি যিনি গাড়ি তৈরি করেন তিনিই এর কলকব্জা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন। কীভাবে গাড়ি চালালে ভালো থাকবে, দুর্ঘটনা ঘটবে না তা তিনিই ভালো জানেন। সবাই তাঁর কথামতো গাড়ি চালায়। তাঁর কথামতো না চালালে গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মানুষ মারা যায়।

মানুষ, পৃথিবী ও আকাশের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনিই সবকিছুর লালনপালন করেন। তিনিই জানেন কিসে রয়েছে মানুষের মঙ্গল। কোন পথে চললে মানুষের সুখ হবে, শান্তি হবে তাও তিনি জানেন। কীভাবে জীবনযাপন করলে দুঃখ থেকে বাঁচা যায়, কষ্ট থেকে বাঁচা যায় তাও তিনি জানেন। তিনি মহাজ্ঞানী। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জ্ঞান রাখেন।

কোন পথে মানুষের কল্যাণ, কোন পথে মানুষের সুখ, কোন পথে মানুষের ভবিষ্যৎ হবে মঙ্গলময়, কোন পথে রয়েছে মানুষের ক্ষতি, এসব বিষয় আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা পাঠালেন নবি ও রসুল।

নবি–রাসুলগণ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তাঁরা নিষ্পাপ। আল্লাহর নিকট থেকে ওহির মাধমে তাঁরা জ্ঞান লাভ করতেন। ওহি মানে আল্লাহর বাণী। হযরত জিবরাইল (আ.) ওহি নবি–রাসুলগণের কাছে নিয়ে আসতেন।

নবি–রাসুলগণের জীবনের লক্ষ্য ছিল মানুষের কল্যাণ সাধন করা। আর আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে মানুষের জীবন গঠন করা। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পথে, কল্যাণের পথে ডাকতে অনেক কষ্ট করেছেন। কিছুতেই তাঁরা দমে যান নি। অবিচলভাবে কাজ করে গিয়েছেন।

নবি–রাসুলগণের মূল শিক্ষা ছিল:

১. তওহিদ : আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই।

২. রিসালত : আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো।

৩. দীন : আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে জানানো।

৪. আখলাক : চারিত্রিক গুণ ও ভালো ব্যবহারের নিয়ম–কানুন শিক্ষা দান।

৫. শরিয়ত : হালাল–হারাম ও জায়েজ–নাজায়েজের শিক্ষা প্রদান।

৬. আখিরাত : মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানানো।

পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকার মানুষকে এই কথাগুলো শেখানোর জন্য নবি–রসুলগণ এসেছেন। তাঁরা ছিলেন পথপ্রদর্শক।

আল্লাহ বলেন, لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (লিকুল্লি কাওমিন হাদিন)

অর্থ : প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক এসেছেন।

হযরত আদম (আ) থেকে আমাদের মহানবি (স) পর্যন্ত বহু নবি–রাসুল পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁরা সকলেই আল্লাহর তওহিদের কথা বলেছেন। তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলতে আহ্বান জানিয়েছেন। কথায়, কাজে এবং আচার–ব্যবহারে তাঁরা ছিলেন আদর্শ ও চরিত্রবান। যারা তাঁদের আদর্শ গ্রহণ করেছে তারা নাজাত পেয়েছে। আল্লাহর রহমত লাভ করেছে। আর যারা তাঁদের বিরোধিতা করেছে, তাঁদের কথা মানেনি তারা হয়েছে ধ্বংস।

মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসেন নি। আসবেনও না। এজন্য তাঁকে বলা হয় খাতামুন্নাবিয়্যীন। খাতামুন্নাবিয়্যীন অর্থ সর্বশেষ নবি।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।

আখিরাতের প্রতি ইমান

তৃতীয় যে বিষয়ের ওপর হযরত মুহম্মদ (স) আমাদের ইমান আনতে নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে আখিরাত।

প্রায় প্রতিদিনই আমরা বহু মানুষের মৃত্যুর সংবাদ শুনি। পাড়ার কেউ মারা গেলে আমরা খবর নিতে যাই। গোসল দিয়ে, কাফন পরিয়ে এক স্থানে জড়ো হয়ে মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ি। দোয়া করি। পরে কবরে দাফন করি। পৃথিবীতে কিছুই অমর নয়। যার জন্ম আছে তার মৃত্যুও আছে। কিন্তু মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর পরও এক জগৎ আছে। মৃত্যুর পরবর্তী জগতকে বলা হয় আখিরাত। আখিরাত অর্থ পরকাল।

মায়ের পেটে শিশু যেমন বুঝতে পারে না পৃথিবী কত বড়, কত সুন্দর। তেমনি মৃত্যুর আগে কেউ জানে না আখিরাত কত বিরাট এক জগৎ। আখিরাত সম্পর্কে নবি–রসুলগণ ওহির মাধ্যমে জ্ঞান পেয়েছেন। নবিগণ ছিলেন সত্যবাদী এবং আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। তাঁদের কাছ থেকেই আমরা আখিরাত সম্পর্কে জ্ঞান পেয়েছি।

হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবি হযরত মুহম্মদ (স) পর্যন্ত সব নবি–রাসুলই

বলেছেন, আখিরাতের কথা। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা। মৃত্যুর পরের জীবন অনন্তকালের জীবন। সে জীবনের শেষ নেই।

আখিরাত সংক্রান্ত যে বিষয়ের ওপর ইমান আনা জরুরি তা হলো:

১. কবরে সওয়াল – জওয়াব।

২. কবরে আরাম অথবা আজাব।

৩. এক দিন আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বজগৎ ও তার ভেতর সৃষ্টিকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। এ দিনটির নাম হলো কিয়ামত।

৪. আবার তাদের সবাইকে দেওয়া হবে নতুন জীবন এবং তারা সবাই এসে হাজির হবে আল্লাহর সামনে। একে বলা হয় হাশর।

৫. সব মানুষ তাদের পার্থিব জীবনে যা করেছে তার আমলনামা আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে।

৬. আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ব্যক্তির ভালোমন্দ কাজের পরিমাপ করবেন। আল্লাহর মিজানে যার সৎকর্মের পরিমাপ অসৎ কর্ম অপেক্ষা বেশি হবে, তিনি তাকে মাফ করবেন। আর যার অসৎ কর্মের পাল্লা ভারি থাকবে আল্লাহ তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

৭. আল্লাহর কাছ থেকে যারা ক্ষমা লাভ করবে তারা জান্নাতে চলে যাবে। আর যাদের শাস্তি দেবেন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

কবরে সওয়াল– জওয়াব

সওয়াল-জওয়াব অর্থ প্রশ্ন এবং উত্তর। মৃত্যুর পর প্রত্যেক মানুষকেই সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হতে হবে। কবরে দুইজন ফেরেশতা আসেন এবং মৃত ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করেন।

১. মান রাব্বুকা – مَنْ رَبُّكَ

তোমার রব কে?

২. মা দীনুকা مَا دِيْنُكَ

অর্থ : তোমার দীন কী?

৩. মহানবি (স) কে দেখিয়ে বলা হবে :

মান হাজার রাজুল? مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ অর্থ: এই ব্যক্তি কে?

মহানবি (স) আমাদের এগুলোর সঠিক উত্তর শিখিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো :

رَبِّيَ اللهُ – রাব্বি আল্লাহ। অর্থ : আমার রব আল্লাহ।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো :

دِيْنِيَ الْاِسْلَامُ – দীনী আল ইসলাম। অর্থ : আমার দীন ইসলাম।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো:

هٰذَا رَسُوْلُ اللهِ – হাজা রাসুলুল্লাহ। অর্থ : ইনি আল্লাহর রসুল।

পৃথিবীতে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথামতো চলছে তারা সবাই এ প্রশ্নগুলোর ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারবে। তারা হবে সফলকাম। কিন্তু যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথামতো চলত না তারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। আফসোস করে বলবে হায়! আমি তো কিছু জানি না।

কবরে আরাম অথবা আজাব

কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ। পৃথিবীতে যারা পাপ কাজ থেকে বিরত রয়েছে তারা কবরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে। তাদের জন্য কবর হবে আরাম ও শান্তিময় স্থান। জান্নাতের সাথে তাদের যোগাযোগ করে দেওয়া হবে। সেখানে তারা জান্নাতের শান্তি অনুভব করবে।

আর যারা পাপী তারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। তাদের জন্য কবর হবে আজাবের স্থান। আজাব অর্থ শাস্তি । জাহান্নামের সাথে তাদের কবরের যোগাযোগ করে দেওয়া হবে। সেখানে তারা ভীষণ আজাব ভোগ করবে। আমরা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কবরের আজাব থেকে রক্ষা করবেন।

কিয়ামত (اَلْقِيَامَةُ)

এমন একদিন ছিল যখন এই নিখিল বিশ্ব এবং এর কোনো কিছুই ছিল না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহান কুদরতে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আবার মানুষের অবাধ্যতা যখন চরমে পৌঁছবে, আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো একটা লোকও থাকবে না, সেদিন আল্লাহ এই বিশ্বজগৎ এবং এর সবকিছু ধ্বংস করে দিবেন। একেই বলে কিয়ামত। বিশ্বজগতের এরূপ পরিণতি বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। তারা বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন সূর্য শীতল হয়ে যাবে, চাঁদের আলো থাকবে না। গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটবে। পৃথিবী এবং এর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাশর

বিশ্বজগৎ ধ্বংস হওয়ার অনেক বছর পর আল্লাহ তায়ালা সবাইকে পাপ-পুণ্যের বিচারের জন্য পুনরায় জীবিত করবেন। সবাইকে সেদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। একে বলা হয় হাশর। এ দিন আমাদের সব কথা ও কাজের হিসাব দিতে হবে। যারা মুমিন এবং যারা পৃথিবীতে ভালো কাজ করেছে তারা সেদিন আল্লাহর অনুগ্রহ পাবে। তারা নিরাপদে থাকবে। আর যারা ঈমান আনে নি, ভালো কাজ করে নি, তারা ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হবে। তাদের কষ্টের সীমা থাকবে না।

মিজান (اَلْمِيْزَانُ)

আমরা যা করি, যা বলি আল্লাহ সবই সংরক্ষণ করেন। আমাদের চলাফেরা, আচার-আচরণ, ভালোমন্দ, পাপ-পুণ্য সবকিছু লিখে রাখা হয়। একে বলা হয় আমলনামা। আল্লাহর হুকুমে একদল ফেরেশতা সবকিছু লিখে রাখেন। এই ফেরেশতাদের বলা হয় কেরামান কাতেবিন। হাশরের দিন আমাদের পাপ ও পুণ্যের আমলনামা ওজন করা হবে। যার দ্বারা ওজন করা হবে তাকে বলে মিজান। মিজান অর্থ পরিমাপ যন্ত্র । ওজনে যাদের নেক কাজ বেশি হবে তারা হবে জান্নাতের অধিকারী। যাদের পাপ বেশি হবে তারা হবে জাহান্নামী।

জান্নাত ও জাহান্নাম

জান্নাত হলো চিরস্থায়ী সুখের স্থান। সেখানে কেবল শান্তি আর শান্তি । আনন্দ আর আনন্দ। পৃথিবীতে যারা ছিল ঈমানদার, যারা ছিল ভালো, তারা চিরদিনের জন্য সেখানে বাস করবে। জান্নাতে আছে আরামের সব রকমের ব্যবস্থা। মন যা চাবে সেখানে তাই পাওয়া যাবে। সেখানে আছে উত্তম খাদ্য, পানীয় এবং সুন্দর বাগান ও ফলফলাদি।

সেখানে কোনো অভাব নেই, অশান্তি নেই, কোনো দুঃখ–বেদনাও নেই।

জাহান্নাম হলো চিরস্থায়ী কষ্টের স্থান। পৃথিবীতে যারা ইমান আনে নি, ভালো কাজ করে নি, তারা সেখানে চিরদিন বাস করবে।

জাহান্নামে কেবল দুঃখ আর দুঃখ। সেখানে আছে ভীষণ ও ভয়ঙ্কর শাস্তি । যেমন আগুনে পোড়ানো, সাপের দংশন, আরো নানা রকম শাস্তি ।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আখেরাতের জীবনের স্তরগুলো উল্লেখ করে এর একটি তালিকা তৈরি করবে।

আখিরাত বিশ্বাসের নৈতিক উপকার

আখিরাত সম্পর্কে হযরত মুহম্মদ (স) যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর আগেকার নবিগণও ঠিক তাই বলেছেন। আখিরাত ব্যাপারটি ভালো করে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় যে, আখিরাতের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি মানুষের জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। যে ব্যক্তি আখিরাতের ওপরে বিশ্বাস করে না, তার পক্ষে ইসলামের পথে একপা চলাও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ইসলাম বলে : আল্লাহর পথে গরিবকে জাকাত দাও।

জবাবে সে বলে : জাকাত দিতে গেলে আমার সম্পত্তি কমে যাবে। আমার অর্থের ওপর আমি সুদ নেব।

ইসলাম বলে : সব সময় সত্য কথা বল। আর মিথ্যা থেকে বিরত থাক।

উত্তরে সে বলে : এমন সত্যকে গ্রহণ করে আমি কী করব? যাতে আমার কেবল ক্ষতিই হবে, কোনো লাভ হবে না। আর এমন মিথ্যা থেকে আমি বিরত থাকব কেন, যা আমার জন্য লাভজনক হবে, যাতে কোনো দুর্নামের ভয় পর্যন্ত নেই?

এক জনশূন্য রাস্তা অতিক্রম করতে করতে সে দেখল একটি মূল্যবান বস্তু ।

ইসলাম বলে : এ তোমার সম্পদ নয়, কিছুতেই তুমি এ জিনিস গ্রহণ করতে পার না।

সে উত্তর দেয়: আপনা–আপনি যে জিনিস আসে তা কেন ছেড়ে দেব। এখানে তো এমন

কেউ নেই, যে দেখে পুলিশকে খবর দেবে বা আদালতে সাক্ষ্য দেবে। এরপর কেন আমি কুড়িয়ে পাওয়া অর্থ থেকে লাভবান হব না?

সোজা কথায় জীবনের পথে প্রত্যেক পদক্ষেপে ইসলাম তাকে এক বিশেষ পথে চলার নির্দেশ দেবে, আর সে তার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অনুসরণ করে চলবে। কেননা ইসলামে প্রতিটি জিনিসের মূল্য নির্ধারিত হয় আখিরাতের ফলাফলের ওপর। কিন্তু সে ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যাপারে তার দৃষ্টি নিবন্ধ রাখে ইহকালের ফলাফলের ওপর।

আখিরাতের ওপর ইমান ব্যতীত মানুষ যে কেন মুসলমান হতে পারে না, তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল। মুসলমান হওয়া তো দূরের কথা, প্রকৃতপক্ষে আখিরাতকে অস্বীকার করে মানুষ পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে চলে যায়।

একজন মুসলিমের চরিত্র

মুসলিম চরিত্রে থাকবে আল্লাহ তায়ালার ভয়। সব কিছুর মালিক আল্লাহ এ ধারণা নিয়ে সে বাস করবে পৃথিবীতে। সারা পৃথিবীর মানুষের দখলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর দান। কোনো জিনিসের এমনকি আমার নিজের দেহের মালিকও আমি নিজে নই। সবকিছু আল্লাহ তায়ালার আমানত। এ আমানত থেকে খরচ করার যে স্বাধীনতা আমাকে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা খরচ করাই হলো আমার কর্তব্য। একদিন আল্লাহ তায়ালা আমার কাছ থেকে এ আমানত ফেরত নেবেন। সেদিন আমাকে প্রত্যেকটি জিনিসের হিসাব দিতে হবে।

এ ধারণা নিয়ে যে ব্যক্তি বেঁচে থাকে, তার চরিত্র হবে সুন্দর। মন্দ চিন্তা থেকে সে তার মনকে মুক্ত রাখবে। কানকে দূরে রাখবে অসৎ আলোচনা শোনা থেকে। কারোর প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া থেকে চোখকে হেফাজত করবে। জিহ্বাকে হেফাজত করবে মিথ্যা কথা বলা থেকে। হারাম জিনিস দিয়ে সে পেট ভরবে না। তার চেয়ে সে না খেয়ে থাকবে। কারোর প্রতি সে জুলুম করবে না। সে কখনো তার পা চালাবে না অন্যায়ের পথে। মাথা কাটা গেলেও সে তার মাথা নত করবে না মিথ্যার সামনে। তার চরিত্রে থাকবে সততা ও মহত্বের সমাবেশ। সত্য ও ন্যায়কে পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় মনে করবে। জুলুম ও অন্যায়কে সে ঘৃণা করবে। এ শ্রেণির লোকই সাফল্য অর্জন করতে পারে।

যার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় স্থান পায় না। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সে পুরস্কার চায় না। তার চেয়ে বড় ইমানদার আর কে? কোনো শক্তি তাকে বিচ্যুত করতে পারে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে। কোনো সম্পদ ক্রয় করতে পারে তার ইমানকে?

তার চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না। কারণ সে কারোর আমানত বিনষ্ট করে না। ন্যায়ের পথ থেকে সে মুখ ফিরায় না। কথা দিয়ে কথা রাখে, ভালো ব্যবহার করে। আর কেউ দেখুক আর না দেখুক আল্লাহ তো সব কিছুই দেখছেন, এ ধারণা নিয়ে সে সবকিছুই করে ইমানদারীর সাথে। এমন লোককে সবাই স্নেহ করে, সম্মান দেয়। এমনি করে পৃথিবীতে ইজ্জত ও সম্মানের সাথে জীবন অতিবাহিত করে যখন সে আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তখন তার ওপর বর্ষিত হবে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও রহমত। এ হলো মহাসাফল্য।

দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে বসে পরস্পর আলাপ–আলোচনা করে একজন মুসলিমের চরিত্র কেমন হবে এর একটি তালিকা তৈরি করে মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে লিখবে। সবচেয়ে ভালো তালিকাটি শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখবে।

অনুশীলনী

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. আমাদের পালনকর্তা কে?

ক) আব্বা–আম্মা খ) আল্লাহ তায়ালা

গ) ডাক্তার ঘ) পীরমুর্শিদ

২. আল আসমাউল হুসনা বলা হয় কাকে?

ক) মানুষের গুণাবলিকে খ) ফেরেশতার গুণাবলিকে

গ) আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহকে ঘ) নবিগণের গুণাবলিকে

৩. খালিক শব্দের অর্থ কী?

ক) পালনকর্তা খ) সৃষ্টিকর্তা

গ) রিজিকদাতা ঘ) দয়ালু

৪. বাসিরুন শব্দের অর্থ কী?

ক) সর্বশ্রোতা খ) সহনশীল

গ) সর্বশক্তিমান ঘ) সর্বদ্রষ্টা

৫. সামিউন শব্দের অর্থ কী?

ক) সব শোনেন খ) সব জানেন

গ) সব দেখেন ঘ) অতিসহনশীল

৬. সর্বশেষ নবির নাম কী?

ক) হযরত আবু বকর (রা.) খ) হযরত ঈসা (আ.)

গ) হযরত মুহম্মদ (স) ঘ) হযরত মুসা (আ.)

৭. কাদীরুন শব্দের অর্থ কী?

ক) সর্বশক্তিমান খ) সর্বশ্রোতা

গ) সর্বদ্রষ্টা ঘ) সৃষ্টিকর্তা

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর:

ক) আনুগত্যের জন্য ..... প্রয়োজন।

খ) আল্লাহ তায়ালার গুণে ..... গুণান্বিত করতে হবে।

গ) আল্লাহ তায়ালা আমাদের .....।

ঘ) আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার .....করব।

ঙ) আমরা কথা দিয়ে কথা .....।

গ. ডান পাশের সঠিক শব্দগুলো দিয়ে বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে মিল কর।

	বাম	*ডান*
১.	গাফুরুন অর্থ	অতিসহনশীল
২.	হালিমুন অর্থ	অতিসহনশীল
৩.	রসুল অর্থ	চিরস্থায়ী সুখের স্থান
৪.	জান্নাত হলো	চিরস্থায়ী কষ্টের স্থান
৫.	জাহান্নাম অর্থ	বার্তাবাহক

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন:

১. ইমান শব্দের অর্থ কী?

২. সারা বিশ্বের পালনকর্তা কে?

৩. আমাদের দীনের নাম কী?

৪. আমরা কী বলে আল্লাহর শোকর আদায় করব?

৫. আখিরাত মানে কী?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে জানা ও ইমান আনার জন্য আমাদের কী কী জানা জরুরি?

২. মুমিন কাকে বলে? ইমানের ফল কী?

৩. সারা বিশ্বের পালনকর্তা কে? তাঁর লালন-পালনের একটি বর্ণনা দাও।

৪. আল্লাহ তায়ালার ৫টি গুণের নাম বাংলা অর্থসহ আরবিতে লিখ।

৫. আল্লাহ ক্ষমাশীল তা বুঝিয়ে লিখ।

৬. নবি–রসুলগণের শিক্ষার মূল কথাগুলো কী কী?

৭. আখিরাত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কী কী?

৮. একজন মুসলিমের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখ।

প্রথম অধ্যায়
আকাইদ اَلْعَقَائِدُ বিশ্বাস

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ আল্লাহ তায়ালার পরিচয় জানা এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।
১.২ মহান আল্লাহর গুণাবলি জানা এবং ইমান আনা।
১.৩ বিশ্বের রব পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তা বলতে পারা।
১.৪ মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল এ কথা জানা ও বিশ্বাস করা।
১.৫ মহান আল্লাহ সহনশীল এ কথা জানা ও বিশ্বাস করা।
১.৬ মহান আল্লাহ সর্বশ্রোতা তা জানা ও বিশ্বাস করা।
১.৭ মহান আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা এ কথা জানা ও বিশ্বাস করা।
১.৮ মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান এ কথা জানা ও বিশ্বাস করা।
১.৯ নবি-রাসুলের (আ.) পরিচয় বলতে পারা; ইমান আনা ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
১.১০ আখিরাত, কবরের জীবন, কিয়ামত, মীযান জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানা ও ইমান আনা।

শিখনফল

১.১.১ আল্লাহ তায়ালার পরিচয় জানবে, বলতে পারবে ও বিশ্বাস করবে।
১.১.২ আল্লাহ তায়ালাকে একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করবে ও তাঁর আদেশ মতো চলবে।
১.২.১ মহান আল্লাহর গুণাবলি জানবে এবং বলতে পারবে।
১.২.২ মহান আল্লাহর গুণাবলির ওপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করবে।
১.৩.১ মহান আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা তা জানবে ও বিশ্বাস করবে এবং বলতে পারবে।
১.৩.২ আলাহ তাআলার দানসমূহের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।
১.৪.১ তারা আল্লাহর গাফুর নামের অর্থ ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
১.৫.১ হালীম নামের অর্থ বলতে পারবে এবং সহনশীলতা কী তা বলতে পারবে।
১.৫.২ মহান আল্লাহর সহনশীলতার উদাহরণ বলতে পারবে।
১.৫.৩ মহান আল্লাহর এ গুণের আদর্শ গ্রহণ করবে।
১.৬.১ সামীউন নামের অর্থ ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
১.৬.২ তারা মহান আল্লাহকে হাজির নাজির জানবে।
১.৬.৩ পাপ কথা ও কর্ম থেকে বিরত থাকবে।
১.৭.১ বাসির নামের অর্থ ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
১.৭.২ তারা মহান আল্লাহকে সর্বদ্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করবে। তাঁকে হাজির-নাজির জেনে সবরকম পাপকর্ম থেকে বিরত থাকবে।
১.৮.১ আল্লাহর কাদীর নামের অর্থ এবং আল্লাহ তায়ালার কুদরত সম্পর্কে বলতে পারবে ও বিশ্বাস করবে।
১.৮.২ আল্লাহর প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.৯.১ নবি-রাসুলগণের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।
১.৯.২ নবি-রাসুলগণের আগমণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের কাজ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.৯.৩ তারা নবি-রাসুলগণকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁদের শিক্ষা অনুসরণ করবে।

১.১০.১ আখিরাত শব্দের অর্থ এবং আখিরাত বিশ্বাসের গুরুত্ব বলতে পারবে।
১.১০.২ কবরের জীবন সম্পর্কে বলতে পারবে এবং বিশ্বাস করবে।
১.১০.৩ মীযান শব্দের অর্থ হিসাব-নিকাশ ও বিচারের ভয়ে সতর্ক থাকা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.১০.৪ কিয়ামতের পরিচয় ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
১.১০.৫ জান্নাত ও জাহান্নামের পরিচয় বলতে পারবে।
১.১০.৬ জান্নাত লাভের আশায় ভালো কাজ করবে।
১.১০.৭ জাহান্নামের ভয়ে পাপের কাজ থেকে বিরত থাকবে।
১.১০.৮ আখিরাতের প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৭টি

পাঠ-১
আল্লাহ্ তায়ালার পরিচয়

বিষয়বস্তু : পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১ – ৪। (আমরা জানি.....মার্কার দিয়ে লিখবে।)

শিখনফল

১.১.১ এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা আল্লাহ্ তায়ালার পরিচয় জানবে, বলতে পারবে ও বিশ্বাস করবে।
১.১.২ আল্লাহ্ তায়ালাকে একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করে তাঁর প্রতি আত্মসমপণ করবে। তাঁর আদেশমতো চলবে।

উপকরণ : বিষয়বস্তুর ছবি, চক, চকবোর্ড।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন। শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞাসা করুন।
খ. এরপর শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন।
   ১. কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন?
   ২. গাছ-পালা পশু, পাখি কে সৃষ্টি করেছেন?
গ. শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক বলে দিন।
ঘ. এরপর বলুন আজ আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কে জানব। এরপর পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন। লিখল কিনা ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন।
ঙ. এরপর শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।
   ১. পৃথিবী থেকে সূর্য কতগুণ বড়?
   ২. এই সূর্য কে সৃষ্টি করেছেন?
   ৩. পৃথিবীতে আমরা কী কী দেখতে পাই?

৪. গাছপালা, পশুপাখি কে সৃষ্টি করেছেন?
৫. কার সম্পর্কে জানা ও ইমান আনা প্রয়োজন?
৬. কার গুণাবলি সম্পর্কে জানা ও ইমান আনা প্রয়োজন
৭. যেসব কাজ আল্লাহ্ পছন্দ করেন তা আমরা কী করব?
৮. যেসব কাজ আল্লাহ্ পছন্দ করেন না তা কী করব?
৯. আল্লাহর দেওয়া বিধান কোথায় আছে?
১০. আমাদের কী পড়তে হবে?
১১. কবর, কিয়ামত ও হাশর সম্পর্কে জানতে হবে কেন?
১২. মিজান, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানতে হবে কেন?
১৩. ইমান শব্দের অর্থ কী?
১৪. মুমিন কাকে বলে?
১৫. আল্লাহ্ তায়ালার নিদর্শন কোথায় আছে?
১৬. আকাশে যা কিছু আছে তা কে সৃষ্টি করেছেন?
১৭. পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কে সৃষ্টি করেছেন?
১৮. আমাদের দেশটি দেখতে কেমন?
১৯. সবুজ ফসলের মাঠ কোথায় আছে?
২০. আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন কোথায় রয়েছে?
২১. মাঠ ভরা সোনালি ধান কোথায় আছে?
২২. গাছ-গাছালি, নদ-নদী কোথায় আছে?
২৩. কোনো সময় শীত, কোনো সময় গরম এসব কে দেন?
২৪. এসব গুণের মধ্যে কার গুণের প্রকাশ রয়েছে?
২৫. আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলির জ্ঞান তিনি কাদের দিয়েছেন?
২৬. আখিরাত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিয়েছেন কে?
২৭. নবি-রাসূল কারা?
২৮. ওহী কী?
২৯. কুরআন মজিদ কার কিতাব?

শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে। সঠিকভাবে উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক তাদের সঠিক উত্তর বলে দিন। প্রয়োজন বোধে ব্যাখ্যা করুন। উদাহরণ দিন।

চ. এর পর শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চস্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন, তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজটি করতে বলুন। তারা কীভাবে কাজটি করবে তা বুঝিয়ে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. ইমান শব্দের অর্থ কী?

ক. মিথ্যা কথা না বলা　　খ. সত্য কথা বলা

গ. বিশ্বাস করা　　ঘ. পরকাল

২. পৃথিবী থেকে সূর্য কতগুণ বড়?

ক. ১১ লাখ গুণ বড়　　খ. ১৩ লখ গুণ বড়

গ. ১৫ লাখ গুণ বড়　　ঘ. ১৭ লাখ গুণ বড়

খ. শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. আল্লাহ সবকিছু..... ।

২. কী কী কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন, যা আমরা..... ।

৩. কোন কোন কাজ অপছন্দ করেন, যা থেকে আমরা..... থাকব।

৪. কুরআন মজিদ আমাদের.....হবে।

গ. নিচের প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন।

১. ইমান শব্দের অর্থ কী? ইমান কাকে বলে?

২. মুমিন কাকে বলে?

৩. ওহী কাকে বলে?

৪. নবি রাসূল কারা?

৫. আজকের পাঠে আমরা কী কী শিখলাম?

পাঠ-২

আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি

বিষয়বস্তু : পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ – ৫। (আল্লাহ তায়ালার.....লালন পালন করেন।)

শিখনফল

১.২.১ মহান আল্লাহর গুণাবলি জানবে এবং বলতে পারবে।

১.২.২ মহান আল্লাহর গুণাবলির ওপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করবে।

১.৩.১ মহান আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা তা জানবে, বিশ্বাস করবে এবং বলতে পারবে।

১.৩.২ আল্লাহ তায়ালার দানসমূহের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন । সালাম ও কুশল বিনিময় করুন । দুইজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞাসা করুন ।

খ. এরপর শিক্ষক বলুন, ইতিপূর্বে আমরা আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জেনেছি । আজ আমরা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি-আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন এবং বোর্ডে লিখুন । শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন ।

গ. এরপর শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি আলোচনা করুন ।

১. কী করলে চরিত্র ভালো হয়?
২. আমরা সবাইকে কী করব?
৩. আমরা কাকে লালন-পালন করব?
৪. আমরা কাকে খাদ্য দেব?
৫. কার পক্ষে অন্যায় করা সম্ভব নয়?
৬. কে আল্লাহর আদেশমতো চলতে পারে?
৭. মহান আল্লাহর গুণের কথা কোথায় উল্লেখ আছে?
৮. আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের নাম কী?
৯. আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের জন্য কী জানা প্রয়োজন?
১০. আমাদের রব কে?
১১. রব শব্দের অর্থ কী?
১২. গাছ কোন বায়ু গ্রহণ করে খাদ্য তৈরির উপাদান হিসেবে?
১৩. গাছ আমাদের জন্য কী ছাড়ে?
১৪. আমরা শ্বাস নেওয়ার সময় কোন বায়ু গ্রহণ করি?
১৫. কীভাবে সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত হয়?
১৬. বৃষ্টির পানি কোথায় যায়?
১৭. আমরা কীভাবে মাটির তলা থেকে পানি আহরণ করি?
১৮. পানি সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন?
১৯. আলো, বাতাস, পানি এসব কার দান?
২০. সবার প্রয়োজন কে পূরণ করেন?
২১. কার নিয়ামত গুণে শেষ করা যায় না?
২২. নিখিল বিশ্বের পালন কর্তা কে?
২৩. আমরা কার আনুগত্য করব?

২৪. কাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়?

শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক তাদের সহযোগিতা করুন। প্রয়োজন বোধে ব্যাখ্যা করুন।

চ. এরপর শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চস্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন, তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ

কীভাবে ভালো মানুষ হওয়া যায়– এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা একটি চার্ট তৈরি করবে। এ কাজটি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের করতে বলুন। কীভাবে করবে তা আপনি বুঝিয়ে দিন। শ্রেণিকক্ষে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন।

ক. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. আমাদের পালনকর্তা কে?

ক. আব্বা-আম্মা	খ. আল্লাহ তায়ালা
গ. ডাক্তার	ঘ. পীর মুর্শেদ

২. পানির অপর নাম কী?

ক. শরবত	খ. জীবন
গ. নদী	ঘ. সাগর

৩. সারা বিশ্বের পালন কর্তা কে?

ক. মানুষ	খ. বৈজ্ঞানিক
গ. আল্লাহ তায়ালা	ঘ. ইমানদার ব্যক্তি

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বলুন।

১. কীভাবে ভালো মানুষ হওয়া যায়? বুঝিয়ে বল।
২. আল্লাহ তায়ালা আমাদের কীভাবে লালন পালন করেন?
৩. আল্লাহ কীভাবে চিরকালের জন্য পানির সৃষ্টি ও সরবরাহ নিশ্চিত করেছেন তা বুঝিয়ে বল।
৪. জীবন রক্ষার জন্য মানুষ ও গাছপালা কীভাবে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল তা বুঝিয়ে বল।
৫. কুরআন মজিদে পানি সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন?

পাঠ ৩
আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলি

বিষয়বস্তু : পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬-১০। (আমরা জানি পানির.....তালিকা তৈরি করবে।)

শিখনফল

১.৪.১ শিক্ষার্থীরা আল্লাহর গাফুর নামের অর্থ ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
১.৫.১ হালীম নামের অর্থ ও তাৎপর্য বলতে পারবে এবং সহনশীলতা কী তা বলতে পারবে।
১.৫.২ মহান আল্লাহর সহনশীলতার উদাহরণ বলতে পারবে। মহান আল্লাহর এ গুণের আদর্শ গ্রহণ করবে।
১.৬.১ সামীউন নামের অর্থ ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
১.৬.২ তারা মহান আল্লাহকে হাজির নাজির জানবে এবং পাপ কর্ম ও কথা থেকে বিরত থাকবে।
১.৭.১ বাসির নামের অর্থ ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
১.৭.২ তারা মহান আল্লাহকে সর্বদ্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে হাজির নাজির জেনে সব রকম পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকবে।
১.৮.১ কাদির নামের অর্থ এবং আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত সম্পর্কে বলতে পারবে ও বিশ্বাস করবে।
১.৮.২ আল্লাহর প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষক পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. এরপর শিক্ষক পূর্ব পাঠের ওপর প্রশ্ন করুন
   ১. নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা কে?
   ২. আমরা কার আনুগত্য করব?

গ. শিক্ষার্থীরা উত্তর দিলে শিক্ষক বলুন, ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালা। আজ আমরা মহান আল্লাহর আরও কয়েকটি গুণ সম্পর্কে জানব। এরপর পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন। লিখল কিনা পর্যবেক্ষণ করুন।

ঘ. এরপর শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি বিশদভাবে আলোচনা করুন।
   ১. মানুষ কার প্ররোচনায় অন্যায় করে?
   ২. আল্লাহ তায়ালা কাকে ক্ষমা করেন?
   ৩. আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা সম্পর্কে কী বলেছেন?
   ৪. আমরা কার কাছে ক্ষমা চাইব?
   ৫. আমরা কিসের থেকে সাবধান থাকব?
   ৬. অতি সহনশীল কে?
   ৭. অতি ক্ষমাশীল কে?
   ৮. কে আমাদের সব প্রকাশ্য ও গোপন কথা শুনতে পান?

৯. আমরা কুপরামর্শ করব না কেন?
১০. মুনাফেকি শব্দের অর্থ কী?
১১. সমুদ্র তলদেশে থাকে এমন একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর নাম বল।
১২. আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা– এ কথা বলতে কী বোঝ?
১৩. আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু কার শক্তির অধীন?
১৪. ক্ষমতা প্রদান ও ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার প্রকৃত মালিক কে?
১৫. কাদির শব্দের অর্থ কী?
১৬. ক্ষমতা দেওয়ার মালিক কে?
১৭. ইজ্জত ও সম্মান দেওয়ার মালিক কে?
১৮. অপমানিত করার মালিক কে?
১৯. মহান আল্লাহ কাকে অফুরন্ত ধন-সম্পদ দান করেন?

শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে। সঠিকভাবে উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক তাদের সহযোগিতা করুন। প্রয়োজনবোধে পাঠ্যাংশের কোনো কোনো অংশ ব্যাখ্যা করুন।

চ. এরপর শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চস্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন, তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা ক্ষমা ও সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চারটি করে বাক্য লিখবে। শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে বলুন। কীভাবে কাজটি করবে তা তাদের বুঝিয়ে দিন। আপনি পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনবোধে সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. গাফুর শব্দের অর্থ কী?
   ক. অতি সহনশীল　　খ. অতি ক্ষমাশীল
   গ. পালনকর্তা　　ঘ. সৃষ্টিকর্তা
২. হালিম শব্দের অর্থ কী?
   ক. অতি ক্ষমাশীল　　খ. সর্বশক্তিমান
   গ. অতি সহনশীল　　ঘ. সর্বশ্রোতা

খ. শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. মানুষ শয়তানের.....অন্যায় করে ফেলে।
২. আল্লাহ.....ক্ষমাশীল।
৩. আল্লাহ.....সহনশীল।
৪. আমরা কর্তব্য কাজে.....করব না।

গ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বলুন।

১. অনুশোচনা বলতে কী বোঝায়? অনুশোচনাকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন কেন?
২. আমাদের জীবনে সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা কী?
৩. আল্লাহর ক্ষমাশীলতা থেকে আমরা কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি?
৪. আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন– এ কথা জেনে আমরা কী কী কাজ থেকে বিরত থাকব?

পাঠ-৪
নবি রাসুলের পরিচয়

বিষয়বস্তু : পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১০-১২। (তাওহিদের পর.....তালিকা তৈরি করবে।)

শিখনফল

১.৯.১ নবি-রাসুলগণের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।

১.৯.২ নবি-রাসুলের কাজ, তাঁদের আগমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবে।

১.৯.৩ তারা নবি-রাসুলগণকে বিশ্বাস করবে এবং নবি-রাসুলগণের শিক্ষা অনুসরণ করবে।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষার্থীদের নবি-রাসুলগণের নাম বলতে বলুন। তারা কয়েকজনের নাম বলার পর শিক্ষক প্রশ্ন করুন–নবি-রাসুলগণ কী জন্য দুনিয়ায় এসেছিলেন তা কি তোমরা জান?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে।

খ. এরপর শিক্ষক বলুন, ইতিপূর্বে আমরা আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা নবি-রাসুলগণের পরিচয় সম্পর্কে জানব। এরপর পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন।

গ. এরপর শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠ্যাংশটুকু বিশদভাবে আলোচনা করুন।

১. রাসুল কাকে বলে?

২. রিসালাত কাকে বলে?

৩. কিসে মানুষের সুখ ও মঙ্গল রয়েছে। এ সম্পর্কে বেশি জানেন কে?

৪. মহান আল্লাহকে মহাজ্ঞানী বলা হয়েছে কেন?

৫. নবি-রাসুলগণকে আল্লাহ কী জন্য পাঠিয়েছেন?

৬. ওহী শব্দের অর্থ কী?

৭. হযরত জিবরাইল (আ.) কী জন্য নবি-রাসুলগণের কাছে আসতেন?

৮. নবি-রাসুলগণের জীবনের লক্ষ্য কী ছিল?

৯. তাওহীদ ও রিসালাত বলতে কী বোঝ?

১০. দীন, আখিরাত ও শরীয়ত শব্দের অর্থ বল।

১১. প্রত্যেক জাতির জন্য আছে পথ প্রদর্শক–এ কথা কে বলেছেন?

১২. পথ প্রদর্শক কাকে বলে?

১৩. নবি-রাসুলগণের কথা যারা মেনে চলেছে তারা কী সুফল পেয়েছে?

১৪. নবি-রাসুলগণের উপদেশ অমান্যকারীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে?

১৫. সর্বশেষ নবি কে?

১৬. নবি-রাসুলগণের মূল শিক্ষা কী?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক তাদের সাহায্য করুন। প্রয়োজন হলে কোনো অংশ ব্যাখ্যা করুন।

ঙ. এরপর শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চস্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন, তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নবি-রাসুলগণের মূল শিক্ষার একটি চার্ট তৈরি করতে বলুন। কীভাবে কাজটি করবে তা আপনি বুঝিয়ে দিন। কেউ না পারলে তাকে সহযোগিতা করুন।

মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. খাতামুনাবিয়ীন কাকে বলে?

ক. হযরত আবু বকর (রা)কে　　খ. হযরত ঈসা (আ)কে
গ. হযরত মুহম্মদ (স)কে　　ঘ. হযরত মূসা (আ)কে

২. নবি-রাসূলগণের কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে আসতেন কে?

ক. হযরত আদম (আ)　　খ. হযরত জিব্রাইল (আ)
গ. হযরত ইব্রাহীম (স)　　ঘ. হযরত মিকাইল (আ)

খ. শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. নবি-রাসুলের কাজকে.....বলে।

২. নবি-রাসুলগণ.....সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

গ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বলুন।

১. নবিগণ কেমন লোক ছিলেন?

২. নবি-রাসুলগণ কীভাবে আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করতেন?

৩. অবুঝ ও স্বার্থপর মানুষ নবিদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছে?

৪. নবি-রাসুলগণ মানুষের জন্য কী শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন?

পাঠ-৫
আখিরাতের প্রতি ইমান

পবিষয়বস্তু : পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১২-১৩। (তৃতীয় যে বিষয়ের.....প্রবেশ করবে।)

শিখনফল

১.১০.১ আখিরাত শব্দের অর্থ এবং আখিরাত বিশ্বাসের গুরুত্ব বলতে পারবে।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন মৃত আত্মীয়-স্বজনের জন্য আমরা দোয়া করি কেন? শিক্ষার্থীরা সম্ভাব্য উত্তর দেবে?

খ. এরপর শিক্ষক বলুন, তাহলে আমরা বিশ্বাস করি, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। তারপর আছে আরেক জীবন।

গ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠ্যাংশটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

১. মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার আগে কী কী কাজ করা হয়?

২. গাছপালা, তরুলতা কীভাবে মারা যায়?

৩. মৃত্যুর পরবর্তী জগতকে কী বলা হয়?

৪. আমরা কাদের কাছ থেকে আখিরাত সম্পর্কে জেনেছি?

৫. কারা জান্নাতবাসী হবে?

৬. জাহান্নাম কেমন স্থান?

৭. জাহান্নামে কারা যাবে?

৮. আখিরাতে জীবনের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক তাদের সাহায্য করুন। প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো অংশ ব্যাখ্যা করুন।

ঙ. এরপর শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চস্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন, তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কিনা, আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের আখিরাতের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নামের চার্ট তৈরি করতে বলুন। সম্ভব হলে চার্টটি পোস্টার পেপারে মার্কার দিয়ে লিখতে বলুন। এরপর প্রকাশ্য স্থানে চার্টটি ঝুলিয়ে রাখতে বলুন।

মূল্যায়ন

ক. শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. পৃথিবীতে কিছুই.....নেই।

২. মৃত্যুতেই সবকিছু..... হয়ে যায় না।

৩. মৃত্যুর পরবর্তী জগতকে বলা হয়.....।

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন।

১. আখিরাত সম্পর্কে নবি-রাসূলগণ ওহীর মাধ্যমে	প্রেরিত পুরুষ।
২. নবিগণ ছিলেন সত্যবাদী এবং আল্লাহর	জ্ঞান পেয়েছেন।

গ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বলুন।

১. আখিরাতের কথা আল্লাহ পাক নবি-রাসূলদের কীভাবে জানিয়েছেন?

২. আখিরাতের জীবনের মেয়াদ কত দিন?

৩. আখিরাতের জীবনের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী?

পাঠ-৬

কবর, কিয়ামত, হাশর, মিযান, জান্নাত ও জাহান্নাম

বিষয়বস্তু : পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৩-১৬। (কবরে সওয়াল.....তৈরি করবে।)

১.১০.২ কবরের জীবন সম্পর্কে বলতে পারবে ও বিশ্বাস করবে।

১.১০.৩ মিযান শব্দের অর্থ হিসাব নিকাশ ও বিচারের ভয়ে সতর্ক থাকা সম্পর্কে বলতে পারবে।

১.১০.৪ কিয়ামতের পরিচয় ও তাৎপর্য বলতে পারবে।

১.১০.৫ জান্নাত ও জাহান্নামের পরিচয় বলতে পারবে।

১.১০.৬ জান্নাত লাভের আশায় ভালো কাজ করবে।

১.১০.৭ জাহান্নামের ভয়ে পাপের কাজ থেকে বিরত থাকবে।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষক ইতিপূর্বে শেখা আখিরাত কাকে বলে এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন। তাদের উত্তর শুনুন।

খ. এরপর বলুন, ইতিপূর্বে আমরা আখিরাতের প্রতি ইমান সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা আখিরাতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানব। এরপর পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন।

গ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

১. কবরে সওয়াল-জওয়াব বলতে কী বোঝ?

২. কবরের প্রথম প্রশ্ন ও তার উত্তরটি বল?

৩. কবরের দ্বিতীয় প্রশ্নটি কী? তার উত্তর বল।

৪. কবরের তৃতীয় প্রশ্নের আগে কাকে দেখানো হবে?

৫. কবরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের কে শিখিয়েছেন?
৬. কারা কবরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে?
৭. যারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে তাদের জীবন কেমন হবে?
৮. কারা উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে? তাদের কবর জীবন কেমন হবে?
৯. আখিরাতের প্রথম ধাপ কোনটি?
১০. মহান আল্লাহ কখন বিশ্বজগত ধ্বংস করবেন?
১১. বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বজগত ধ্বংসের আগে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহের অবস্থা কেমন হবে?
১২. হাশর কাকে বলে?
১৩. আমাদের সব কথা ও কাজের হিসাব কোন দিন দিতে হবে?
১৪. কারা হাশরের দিন নিরাপদ থাকবে?
১৫. কারা সেদিন ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হবে?
১৬. আমলনামা বলতে কী বোঝ?
১৭. কেরামান কাতেবিন কারা?
১৮. মিযান শব্দের অর্থ কী?
১৯. মিযানে কী ওজন করা হবে?
২০. কারা জান্নাতে স্থান পাবে?
২১. কারা জাহান্নামে যাবে?
২২. জান্নাতে যাবার জন্য আমরা কী করব?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক তাদের সাহায্য করুন। প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো অংশ ব্যাখ্যা করুন।

চ. এরপর শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চস্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন, তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা একটি ছক তৈরি করে তাতে কবরের প্রশ্ন ও উত্তর বাংলায় লিখবে। কীভাবে শিক্ষার্থীরা কাজটি করবে তা শিক্ষক বুঝিয়ে দিন। তারপর পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনবোধে তাদের সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

ক. শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. কবরে দুইজন.....আসেন।
২. কবর হলো.....প্রথম ধাপ।
৩. আমরা পাপ কাজ থেকে.....থাকব।

খ. নিচের প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন।

১. রাব্বুন শব্দের অর্থ কী?
২. দিনুকা শব্দের অর্থ কী?
৩. আযাব শব্দের অর্থ কী?
৪. ইমানদারের কবর জীবন ও বেইমানের কবর জীবনের পার্থক্য কী?
৫. কবরে কী কী প্রশ্ন করা হবে?
৬. কবরে কাদের আরাম হবে? আর কাদের আযাব হবে?
৭. কী কী কারণে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজগত ধ্বংস করবেন?
৮. বিশ্বজগত ধ্বংস সম্পর্কে বিজ্ঞানিরা কী বলেন?
৯. হাশরের দিন সব মানুষকে সমবেত করা হবে কেন?
১০. মিযানে কী মাপা হবে?
১১. জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানার পর আমাদের কী করা উচিত?

পাঠ-৭

আখিরাত বিশ্বাসের নৈতিক উপকার

বিষয়বস্তু : পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৬-১৮।
(আখিরাত সম্পর্কে.....শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখার।)

শিখনফল

১.১০.৮ আখিরাতের প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন।

খ. এরপর শিক্ষক ইতিপূর্বে পঠিত 'কিয়ামত, হাশর, মিযান, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পর বলুন, ইতিপূর্বে আমরা আখিরাতের প্রতি ইমান সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা 'আখিরাত বিশ্বাসের নৈতিক উপকার' সম্পর্কে জানব। এরপর পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীরা লিখল কিনা পর্যবেক্ষণ করুন।

গ. এরপর শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

১. আখিরাত সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শিক্ষা ও তাঁর পূর্ববর্তী নবিগণের শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য কী?
২. কার পক্ষে ইসলামের পথে চলা সম্ভব না?

৩. তুমি কেন সত্য কথা বলবে?
৪. তুমি দেখলে রাস্তায় একটি মূল্যবান জিনিস পড়ে আছে। তখন তুমি কী করবে?
৫. তুমি কী পরকালের ফলাফলের ওপর বিশ্বাসী না ইহকালের ফলাফলের ওপর বিশ্বাসী?
৬. যারা আখিরাতকে অস্বীকার করে তারা কেমন মানুষ?
৭. সবকিছুর মালিক কে?
৮. পৃথিবীর সবকিছু কার দান?
৯. আমার দেহের মালিক কে?
১০. আল্লাহ তায়ালার আমানত কোনটি?
১১. কার ইচ্ছানুযায়ী এ আমানত খরচ করতে হবে?
১২. আমার কাছ থেকে এসব আমানত কে ফেরত নেবেন?
১৩. কার চরিত্র সুন্দর হয়? বুঝিয়ে বল।
১৪. কেমন লোককে সবাই স্নেহ করে?
১৫. মহা সাফল্য কোনটি?

ঘ. এরপর শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চস্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন, তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

ক. শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।
১. আল্লাহর পথে গরিবকে.....দাও।
২. আমার অর্থের ওপর আমি.....নেব।
৩. সব সময়.....কথা বল।
৪. মিথ্যা থেকে.....থাক।
৫. যে জিনিস তোমার নয়, কিছুতেই তুমি সে জিনিস.....করতে পার না।

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বলুন।
১. আখিরাত শব্দের অর্থ কী?
২. কে যাকাত দিতে অস্বীকার করবে?
৩. কে সত্য কথা বলতে অস্বীকার করবে?
৪. কে মিথ্যা কথা বলবে?
৫. বিশেষ পথে চলার নির্দেশ দেবে কে?
৬. আখিরাত বিশ্বাসের নৈতিক উপকার কী? তা বুঝিয়ে বল।
৭. কার চরিত্র সুন্দর? আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ)

'ইবাদত' শব্দের অর্থ আনুগত্য, দাসত্ব, বন্দেগি ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর যাবতীয় আদেশ, নিষেধ মেনে চলাকে বলে ইবাদত। আল্লাহ আমাদের 'ইলাহ'। ইলাহ মানে মাবুদ। আর আমরা তাঁর আবদ। আবদ মানে অনুগত বান্দা। আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ তায়ালা যেসব কাজ করলে খুশি হন, যা যা করতে বলেছেন তা করা, আর যা যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তায়ালার আদেশ–নিষেধ মেনে চলাই ইবাদত।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের লালন-পালন করেন। তিনিই আমাদের রব। আমাদের জীবন–মৃত্যুর মালিকও তিনিই। তিনি এই মহাবিশ্বকে আমাদের জন্য কত সুন্দর করে সাজিয়েছেন। আসমান–জমিন, চাঁদ–সুরুজ, ফল–ফসল, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়–পর্বত সবকিছুই আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবকিছুকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। আর তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই এবাদতের জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– 'আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি'। (সুরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

আমাদের জন্য কতগুলো নির্ধারিত মৌলিক এবাদত রয়েছে। যেমন– সালাত, সাওম, হজ, জাকাত, সাদকা, দান–খয়রাত, আল্লাহর পথে জিহাদ ইত্যাদি। এগুলো মহানবি (স) যেভাবে আদায় করেছেন, আমাদের যেভাবে আদায় করতে বলেছেন, আমরা ঠিক সেভাবেই আদায় করব।

ইবাদত শুধু সালাত, সাওম ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য রাসুল (স) এর দেখানো পথে যে কোনো ভালো কাজই ইবাদতের মধ্যে শামিল। ভালো কাজের উৎসাহ দেওয়াও ইবাদত। রাসুল (স) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের

পরামর্শ দেয়, সে ব্যক্তিও কাজটি সম্পাদনকারীর সমান পুরস্কার পাবে।' (মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সব সময়ই আমাদের তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকা কর্তব্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, সব সময়ই কি এবাদতে মশগুল থাকা সম্ভব? হ্যাঁ, দিন–রাত চব্বিশ ঘণ্টা এবাদত করা সম্ভব। যেমন আমরা যদি বিসমিল্লাহ বলে হালাল খাদ্য খাই, খাওয়ার পরে শোকর করি তবে খাওয়ার সময়টুকু এবাদতে গণ্য হবে।

পড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে পড়া শুরু করলে যতক্ষণ লেখাপড়া করব, ততক্ষণই ইবাদতে গণ্য হবে। বিসমিল্লাহ বলে স্কুলে যাত্রা শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের রাস্তার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন।

কোনো অন্ধ লোককে রাস্তা পার হতে সাহায্য করলে আল্লাহর নিকট এর পুরস্কার পাওয়া যাবে, এটিও ইবাদত। রাস্তার ময়লা, আবর্জনা বা কষ্টদায়ক কোনো বস্তু অপসারণ করাও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

সৎপথে ব্যবসা–বাণিজ্য করা, চাষাবাদ এবং অন্য কোনো সৎ পেশায় নিয়োজিত হয়ে যথাযথ কর্তব্য পালন করাও ইবাদতের মধ্যে শামিল। এমনকি ঘুমানোর আগে পাক–পবিত্র হয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে ঘুমালে নিদ্রার সময়টুকুও আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে গণ্য। এভাবে আমরা সর্বক্ষণই আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে পারি।

ইবাদতে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। এতে দুনিয়ার জীবন সুখের হয়। পরকালে পরম শান্তিময় স্থান জান্নাত লাভ করা যায়। আর যারা ইবাদত করে না, আল্লাহর পথে চলে না, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তারা দুনিয়াতে শান্তি পায় না। পরকালে তাদের জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আমরা আন্তরিকতার সাথে ইবাদত পালন করব। আমাদের জীবন সর্বক্ষণই যাতে আল্লাহর ইবাদতে গণ্য হয় সে চেষ্টা অব্যাহত রাখব।

পাক–পবিত্রতা (طَهَارَةٌ)

আল্লাহর ইবাদতের জন্য পাক–পবিত্র থাকা প্রয়োজন। শরীর, পোশাক এবং স্থান বা পরিবেশ পাকসাফ ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকলে মনও পবিত্র থাকে। মন পবিত্র থাকলে মনে শান্তি লাগে, ভালো কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অপবিত্র মন শয়তানের কারখানা পাকসাফ না হয়ে সালাত আদায় করা যায় না। অপবিত্র অবস্থায় কুরআন মজিদ স্পর্শ করা যায় না। এ জন্যই রাসূল (স) বলেছেন,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

অর্থ : "পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। (মুসলিম, তিরমিজি)

বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জিত দেহ, মন, পোশাক স্থান বা পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতাকে তাহারাত বা পবিত্রতা বলে। ওযু, গোসল, তায়াম্মুমের মাধ্যমে শরীর পবিত্র করা হয়। কাপড়–চোপড় ও পোশাক ধুয়ে পাকসাফ করা হয়। ময়লা–আবর্জনা ও নোংরা দূর করে পরিবেশ পাকসাফ করা হয়।

সালাত আদায়ের জন্য শরীর ও পোশাকের মতো স্থান বা পরিবেশ পবিত্র হওয়াও প্রয়োজন। অপবিত্র স্থানে সালাত আদায় করা যায় না। পরিবেশ পবিত্র না থাকলে শরীর ও পোশাক পবিত্র রাখা যায় না। আবার তায়াম্মুম করার জন্য পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় পদার্থ প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের শরীর, পোশাক, পানি, মাটিসহ গোটা পরিবেশ পাক সাফ রাখা প্রয়োজন। আমরা সব সময় শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পাকসাফ রাখব। সব সময় পাকসাফ থাকার অভ্যাস গড়ে তুলব।

সালাত (اَلصَّلٰوةُ)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদত করার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ইবাদত মানে আনুগত্য করা। আল্লাহ তায়ালার নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের যত মাধ্যম বা পন্থা আছে তার মধ্যে সালাত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি বান্দার চরম আনুগত্য প্রকাশ পায়।

সালাত শব্দের অর্থ নত হওয়া, বিনয়-বিনম্র হওয়া, দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দরুদ পড়া। ইসলামের পরিভাষায় আহকাম, আরকানসহ বিশেষ নিয়মে আল্লাহর এবাদত করাকে সালাত বলে। সালাতকে নামাজও বলে।

ইসলাম পাঁচটি রুকনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। রুকন মানে খুঁটি। পাঁচটি রুকন হলো:
১. ইমান, ২. সালাত, ৩. জাকাত, ৪. হজ, ও ৫. সাওম।

ইমানের পরেই সালাতের স্থান। সালাত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। রসুল (স) বলেছেন, اَلصَّلٰوةُ عِمَادُالدِّيْنِ

অর্থ : "সালাত দীন ইসলামের খুঁটি। (বায়হাকী)

যে সালাত কায়েম করলো, সে দীনরূপ ইমারতটি কায়েম রাখল। আর যে সালাত ত্যাগ করল, সে দীনরূপ ইমারতটি ধ্বংস করল। কুরআন মজিদে বার বার সালাত কায়েমের হুকুম দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে: اَقِمِ الصَّلٰوةَ

অর্থ: "সালাত কায়েম করো"। (বণি ইসরাইল: ৭৮)

দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বান্দার মনে আল্লাহর বিধানমতো চলার অনুপ্রেরণা জোগায়। সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তায়ালার বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে।

সালাতের মাধ্যমে মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায়। রসুল (স) একদিন সাথীদের বললেন, "তোমাদের বাড়ির সামনে যদি একটি নদী থাকে, আর কোনো ব্যক্তি ঐ নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সাহাবিরা বললেন, না। কোনো ময়লা থাকতে পারে না। তখন রসুল (স) বললেন, ঠিক তেমনি কোনো বান্দা যদি প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায় করে তার আর কোনো গুনাহ থাকতে পারে না।"- বুখারি ও মুসলিম।

রসুল (স) আরও বলেছেন, কোনো বান্দা জামাতের সাথে সালাত আদায় করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে পাঁচটি পুরস্কার দিবেন।

১. তার জীবিকার অভাব দূর করবেন।
২. কবরের আজাব থেকে মুক্তি দেবেন।
৩. হাশরে আমলনামা ডান হাতে দেবেন।
৪. পুলসিরাত বিজলীর মতো দ্রুত পার করবেন।
৫. তাকে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন।

জান্নাত লাভ করতে হলে নিয়মিত সালাত আদায় করতে হবে। মহানবি (স) বলেছেন,

اَلصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ

"সালাত জান্নাতের চাবি"। – তিরমিজি, ইবনেমাজা, আবু দাউদ।

রাসুলুল্লাহ (স) আরও বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যার সালাতের হিসাব সঠিক হবে তার অন্য সব হিসাবও ঠিক হবে। আর যার সালাতের হিসাব গরমিল হবে, তার অন্যসব হিসাবও গরমিল হবে।' (তাবারানি)

একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে সকলে মিলে জামাতের সাথে সালাত আদায় করলে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে মুসলিমগণ দৈনিক পাঁচবার মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়, পরস্পরের খোঁজখবর নিতে পারে। একতা, ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। পরস্পরে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সুখে–দুঃখে একে অন্যের সাহায্য করতে পারে। সালাত মানুষের চরিত্র সংশোধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সালাত মানুষকে সব রকম অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আনকাবুত, ৪৫)

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা পাঁচটি মৌলিক এবাদতের নাম খাতায় লিখবে।

সালাতের সময় (اَوْقَاتُ الصَّلٰوةِ)

সময়মতো সালাত আদায় করা আল্লাহর হুকুম। যথাসময়ে আদায় না করলে আদায় হয় না। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই সঠিক সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনের

জন্য ফরজ'। (সূরা আন নিসা– ১০৩)

রাসুল (স) এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লাহর কাছে কোন আমলটি উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, সময়মতো সালাত আদায় করা। (বুখারি, মুসলিম)

সালাত আদায়ের সময় সম্পর্কে আমাদের ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। নিম্নে সালাতের ওয়াক্তের বিবরণ দেওয়া হলো:

১. **ফজর :** ফজর সালাতের সময় শুরু হয় সুবহি সাদিক হওয়ার সাথে সাথে এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। রাতের শেষে আকাশের পূর্ব দিগন্তে লম্বা আকৃতির যে আলোর রেখা দেখা যায় তাকেই বলে সুবেহ সাদিক।

২. **যোহর :** দুপুরের সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লেই জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। ছায়া আসলি বাদে কোনো বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এর সময় থাকে। কোনো বস্তুর ঠিক দুপুরের সময় যে ক্ষুদ্র ছায়া থাকে তাকেই বলে ছায়া আসলি বা আসল ছায়া।

জুমুআর সালাতের আলাদা কোনো ওয়াক্ত নেই। জোহরের সময়ই জুমুআর সালাত আদায় করতে হয়।

৩. **আসর :** জোহরের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তবে সূর্যের রং হলুদ হওয়ার আগেই আসর আদায় করতে হয়।

৪. **মাগরিব :** সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে যতক্ষণ লালিমা বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ সময় থাকে।

৫. **এশা :** মাগরিবের সময় শেষ হলেই এশার সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহি সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তবে রাত দুপুরের আগেই আদায় করা উত্তম।

এশার সালাত আদায়ের পরে বিতর সালাত আদায় করতে হয়।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

রসুল (স) তিন সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন :

১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময়

২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়

৩. সূর্যাস্তের সময়। তবে যুক্তিসংগত কোনো কারণে ঐদিনের আসরের সালাত আদায় না করা হলে তা ঐ সময় আদায় করা যাবে।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়ের শুরু ও শেষসহ খাতায় একটি চার্ট তৈরি করবে।

আমরা প্রতিদিন নিয়মিত যে সালাত আদায় করি তা নিচের ছকে দেখানো হলো–

ওয়াক্ত	সুন্নত (মুয়াক্কাদাহ)	ফরজ	সুন্নত (মুয়াক্কাদাহ)	ওয়াজিব
ফজর	২ রাকআত	২ রাকআত		
জোহর	৪ রাকআত	৪ রাকআত	২ রাকআত	
আসর		৪ রাকআত		
মাগরিব		৩ রাকআত	২ রাকআত	
এশা		৪ রাকআত	২ রাকআত	৩ রাকআত

ছকে বর্ণিত নিয়মিত সালাত ছাড়াও আরও কিছু সুন্নত ও নফল সালাত আছে, যা আমরা পরে জানব।

পরিকল্পিত কাজ : কোন ওয়াক্তে কত রাকআত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত সালাত আছে

শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

সালাত আদায়ের নিয়ম

সব কাজেরই নিয়ম–পদ্ধতি আছে। নিয়মমতো কাজ করলে সুফল পাওয়া যায়। সালাত একটি বড় এবাদত। সালাত আদায়েরও নিয়ম–পদ্ধতি আছে। মহানবি (স) নিজে সালাত আদায় করে সাহাবাদের হাতে–কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ তোমরাও সেভাবে সালাত আদায় করবে।'

মহানবি (স) এর শেখানো নিয়মে সালাত আদায় করতে হবে।

সালাতের সময় হলে আমরা পাক–পবিত্র হয়ে, পাকসাফ কাপড় পরব। তারপর পবিত্র জায়গায় কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াব। মনে করতে হবে আমি আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তিনি আমাকে দেখছেন। তিনি আমার অন্তরের খবরও রাখছেন।

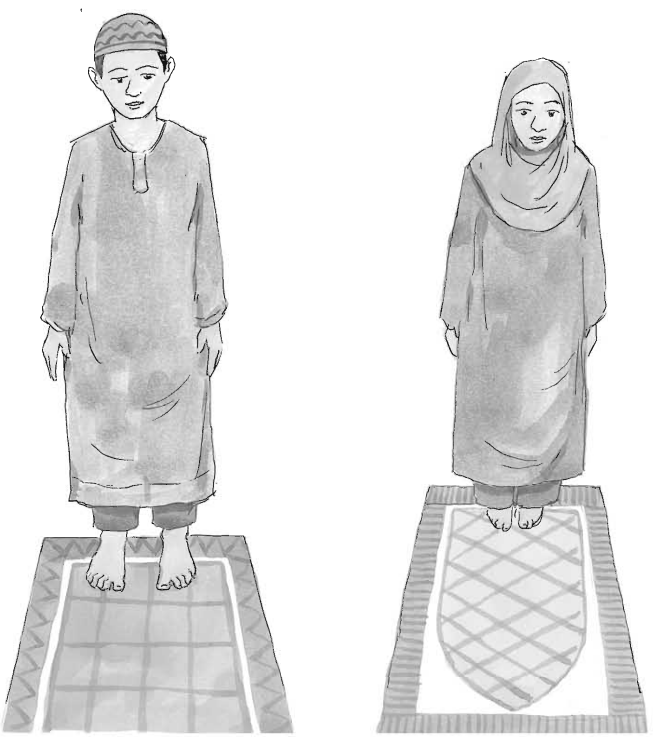

সালাতে দাঁড়ানোর সঠিক পদ্ধতি

সালাতের নিয়ত করে আল্লাহু আকবর বলব। একে বলে তকবিরে তাহরিমা।

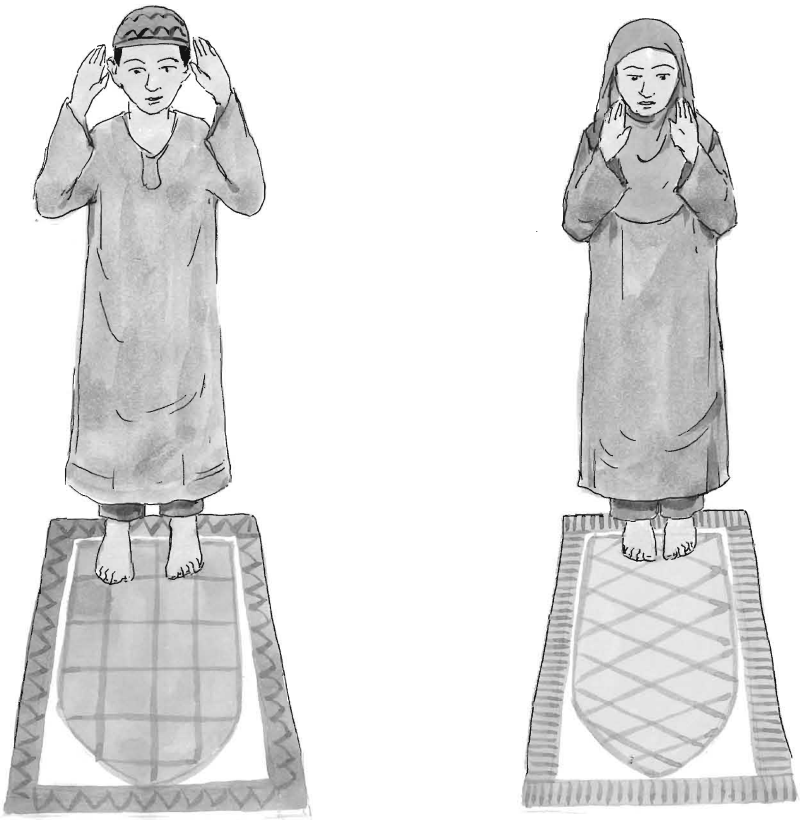

তকবিরে তাহরিমা : হাত তোলার দৃশ্য

তকবিরের সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত কান বরাবর উঠাবে। মেয়েরা দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। এরপর দুই হাত নাভির ওপর বাঁধবে। মেয়েরা হাত বাঁধবে বুকের ওপর।

হাত বাঁধার নিয়ম

বাম হাতের তালু নাভির ওপর রাখব। আর ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর

রেখে কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙুল দ্বারা বাম হাতের কবজি ধরব। মাঝের ৩টি আঙুল বাম হাতের কবজির ওপর বিছিয়ে রাখব। মেয়েরা শুধু বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখব।

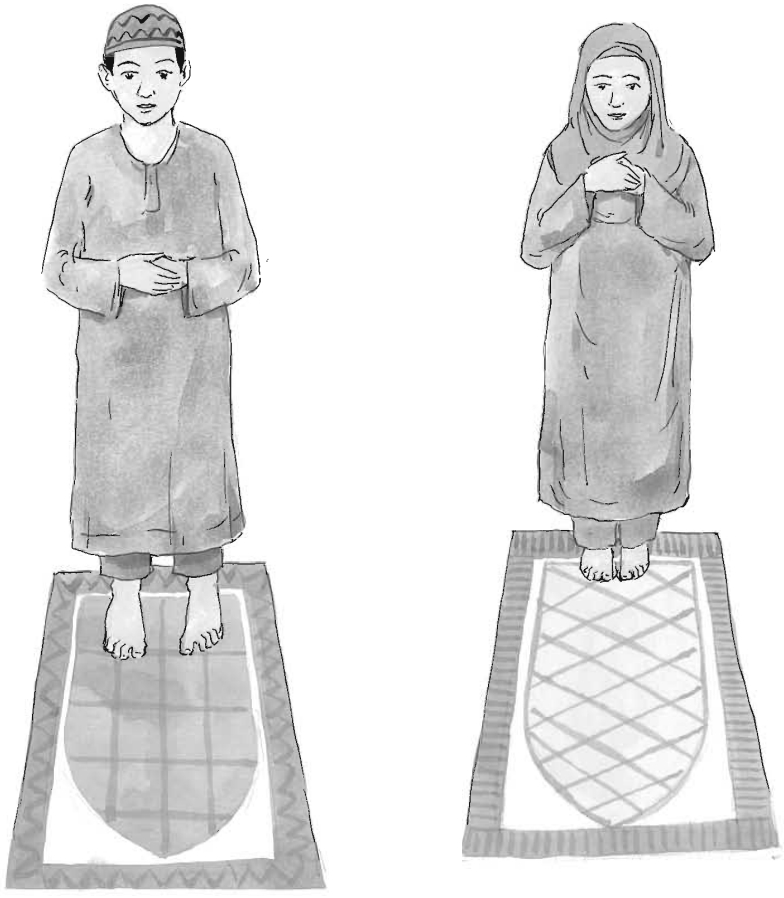

সালাতে সঠিক পদ্ধতিতে হাত বাঁধা অবস্থা

এরপর সানা পড়ব। সানা হলো:

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

বাংলা উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা, ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার জন্যই সকল

প্রশংসা। তোমার নাম বরকত ও কল্যাণময়। তোমার সম্মান অতি উচ্চে। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।'

এরপর আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম পড়ে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ব। পরে সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য কোনো সূরা বা তার অংশ পাঠ করব। তারপর আল্লাহু আকবর বলে রুকু করব। রুকুতে অন্তত তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম' পড়ব।

রুকু করার নিয়ম

রুকুতে দুই হাত দুই হাঁটুর ওপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে মাথা, পিঠ ও কোমর এক বরাবর হয়। কনুই পাঁজর থেকে ফাঁক করে রাখতে হবে।

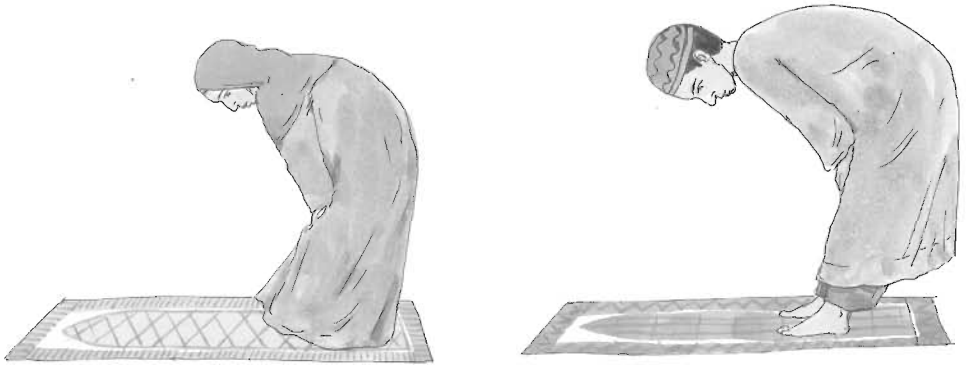

ছবি : সালাতে রুকুর সঠিক পদ্ধতি

মেয়েরা বাম পায়ের টাখনু ডান পায়ের টাখনুর সাথে মিলিয়ে রাখবে। এরপর মাথা ঝুঁকিয়ে দুই হাতের আঙুলগুলো মেলানো অবস্থায় দুই হাঁটুর ওপর রাখবে। কনুই পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং মাথা এতটুকু ঝুঁকাবে যাতে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে।

এরপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায় 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলতে হবে। এরপর 'আল্লাহু আকবর' বলে সেজদা করতে হবে।

সেজদা করার নিয়ম

প্রথমে দুই হাঁটু মাটিতে বা জায়নামাজে রাখতে হবে। তারপর দুই হাত মাটিতে রাখতে হবে। তারপর দুই হাতের মাঝখানে মাথা রেখে নাক ও কপাল মাটিতে রাখতে হবে। সেজদার সময় দুই হাতের আঙুলগুলো মিলিত অবস্থায় কেবলামুখি করে রাখতে হবে। দুই পায়ের আঙুলগুলো কেবলামুখি করে মাটিতে লাগিয়ে রাখতে হবে। উভয় পা মিলিত অবস্থায় খাড়া থাকবে।

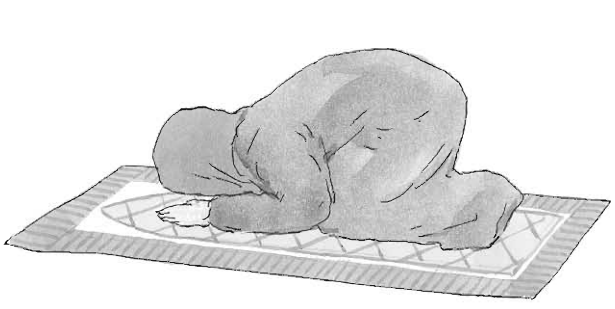

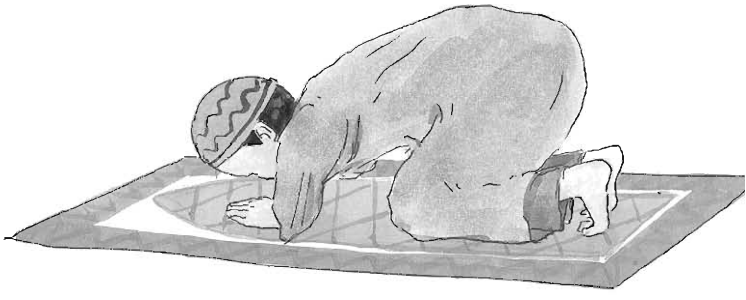

ছবি: সঠিক পদ্ধতিতে ছেলে-মেয়ের সেজদারত অবস্থা

মেয়েরা পা খাড়া রাখবে না। উভয় পা ডান দিকে বের করে দেবে এবং মাটিতে বিছিয়ে রাখবে।

ছেলেরা সেজদার সময় মাথা হাঁটু হতে দূরে রাখবে। হাতের কবজির উপরের অংশ মাটিতে

লাগাবে না। পায়ের নলা উরু হতে পৃথক রাখবে।

মেয়েরা সর্বাঙ্গ মিলিত অবস্থায় সেজদা করবে। মাথা যথাসম্ভব হাঁটুর কাছে রাখবে। উরু পায়ের নলার সাথে এবং হাতের বাজু পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। সেজদায় অন্তত তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলতে হয়। এরপর আল্লাহু আকবর বলে সোজা হয়ে বসে দুই হাত হাঁটুর ওপর রাখবে। তারপর আল্লাহু আকবর বলে দ্বিতীয় সেজদা করবে এবং পূর্বের মতো তসবি পড়বে। এরপর 'আল্লাহু আকবর' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এভাবে প্রথম রাকাত শেষ হবে। এরপর দ্বিতীয় রাকাত শুরু হবে। দ্বিতীয় রাকাতেও প্রথম রাকাতের মতো যথারীতি সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা পড়ে রুকু, সেজদা করে সোজা হয়ে বসতে হবে। তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলতে হবে। এভাবে দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত শেষ হবে।

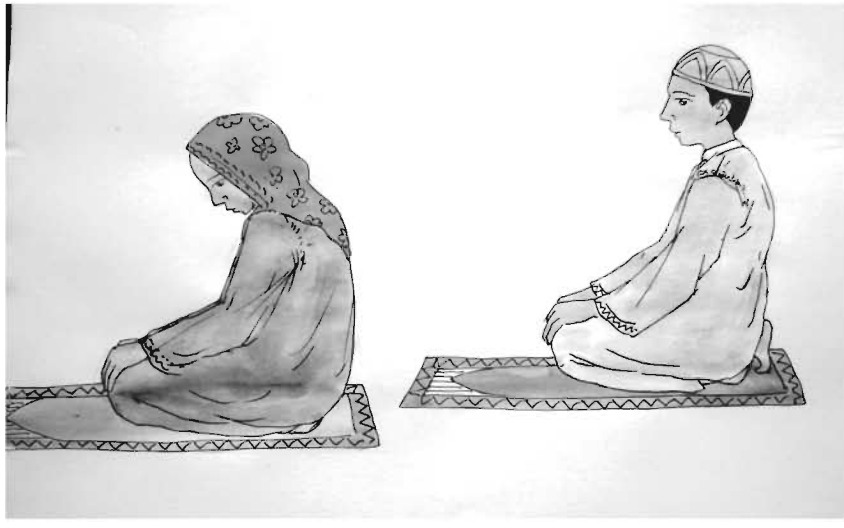

ছবি: তাশাহহুদ পড়ার সঠিক পদ্ধতিতে বসা

তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত হলে তাশাহহুদ অর্থাৎ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত পড়ে 'আল্লাহ আকবর' বলে দাঁড়াতে হবে। এরপর পূর্বের মতো তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত শেষ করতে হবে। ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল সালাত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত সূরা ফাহিতার সঙ্গে অন্য সূরা পড়তে হবে। কিন্তু ফরজ হলে অন্য সূরা মেলাতে হবে না। এভাবে

যথারীতি তাশাহহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে প্রথমে ডানে এবং পরে বামে মুখ ফিরিয়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করতে হবে।

ছবি: সালাম ফেরানোর সঠিক পদ্ধতি

সালাতের আহকাম–আরকান

সালাত শুরু করার আগে এবং সালাতের ভেতরে কতকগুলো কাজ আছে। এগুলো অবশ্যই পালন করতে হয়। এগুলোর যে কোনো একটি ছুটে গেলেও সালাত হয় না। এই কাজগুলোকে সালাতের ফরজ বলে। সালাতের ফরজ ১৪টি। সালাতের এই ফরজ কাজগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। ১. আহকাম, ২. আরকান।

আহকাম

সালাত শুরু করার আগে যে ফরজ কাজগুলো আছে, সেগুলোকে সালাতের আহকাম বা শর্ত বলে। আহকাম ৭টি :

১. শরীর পাক: প্রয়োজন মতো ওযু, গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে শরীর পাক–পবিত্র করা।

২. কাপড় পাক : পরিধানের কাপড় পাক হওয়া।

৩. জায়গা পাক : সালাত আদায়ের স্থান পাক হওয়া।

৪. সতর ঢাকা : পুরুষের নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল, হাতের কবজি এবং পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা।

৫. কেবলামুখী হওয়া : কাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা।

৬. ওয়াক্ত হওয়া : সালাতের নির্ধারিত সময় হওয়া।

৭. নিয়ত করা : যে ওয়াক্তের সালাত আদায় করবে মনে মনে তার নিয়ত করা

আরকান

সালাতের ভেতরে যে ফরজ কাজগুলো আছে সেগুলোকে সালাতের আরকান বলে। আরকান মোট ৭টি:

১. তকবিরে তাহরিমা: আল্লাহু আকবর বলে সালাত শুরু করা।

২. কেয়াম : দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। তবে দাঁড়াতে সক্ষম না হলে বসে বা শুয়ে যে কোনো অবস্থায় সালাত আদায় করতে হয়।

৩. কেরাত : কুরআন মজিদের কিছু অংশ পাঠ করা।

৪. রুকু করা।

৫. সেজদা করা।

৬. শেষ বৈঠকে বসা : যে বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা হয় তাকেই বলে শেষ বৈঠক।

৭. কোনো কাজের মাধ্যমে সালাত শেষ করা। সাধারণত সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা হয়।

আমরা সালাতের ফরজ কাজগুলো খুব গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে পালন করব। কারণ ভুলেও

কোনো ফরজ কাজ বাদ বড়লে সালাত হয় না। পুনরায় আদায় করতে হয়।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা সালাতের আহকাম–আরকানগুলোর একটি তালিকা খাতায় প্রস্তুত করবে।

সালাতের ওয়াজিব

ওয়াজিব মানে অবশ্য করণীয়। গুরুত্বের দিক দিয়ে ফরজের পরেই ওয়াজিবের স্থান। সালাতের মধ্যে কতগুলো ওয়াজিব কাজ আছে। এর যে কোনো একটিও ইচ্ছা করে বাদ দিলে সালাত আদায় হয় না। ভুলে বাদ পড়লে সাহু সেজদা দিতে হয়। সালাতের ওয়াজিব ১৪টি। যথা:

১. প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহা পড়া

২. ফাতিহার সাথে অন্য সুরা বা কুরআনের কিছু অংশ পড়া।

৩. সালাতের ফরজ ও ওয়াজিবগুলো আদায় করার সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৪. রুকু করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৫. দুই সেজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৬. তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতে দ্বিতীয় রাকাতের পর তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসা।

৭. সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

৮. মাগরিব, এশার ফরজের প্রথম দুই রাকাতে এবং ফজর ও জুমুআর ফরজ সালাতে এবং দুই ঈদের সালাতে ইমামের সরবে কুরআন পাঠ করা এবং অন্যান্য সালাতে নীরবে পাঠ করা।

৯. বিতর সালাতে দোয়া কুনুত পড়া।

১০. দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তকবির বলা।

১১. রুকু ও সেজদায় কমপক্ষে এক তসবি পরিমাণ অবস্থান।

১২. সালাতে সেজদার আয়াত পাঠ করলে তেলাওয়াত সেজদা করা। কুরআন মজিদে

এমন বিশেষ ১৪টি আয়াত আছে যা পাঠ করলে বা শুনলে সেজদা করতে হবে।

১৩. আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ বলে সালাত শেষ করা।

১৪. ভুলে কোনো ওয়াজিব কাজ বাদ পড়লে সাহু সেজদা দেওয়া।

সাহু সেজদা

সাহু মানে ভুল। সেজদা সাহু মানে ভুল সংশোধনের সেজদা।

আমরা আগেই জেনেছি, ইচ্ছা করে কোনো ওয়াজিব বাদ দিলে সালাত হয় না। কিন্তু ভুলে কোনো ওয়াজিব বাদ পড়লে তা সংশোধনের উপায় আছে। আর সে উপায় হলো সাহু সেজদা করা।

সাহু সেজদা আদায় করার নিয়ম

সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর শুধু ডান দিকে সালাম ফেরাব। তারপর আল্লাহু আকবর বলে দুটি সেজদা করব। সেজদার পরে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ব। তারপর ডানে–বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা সালাতের ওয়াজিবগুলোর একটি তালিকা খাতায় তৈরি করবে।

মসজিদের আদব (اَدَابُ الْمَسَاجِدِ)

মসজিদ অর্থ সেজদা করার স্থান। সালাত আদায়ের জন্য নির্ধারিত এবাদতখানাকে মসজিদ বলে। মসজিদে মুসলমানগণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় করেন। মসজিদে কেবলমাত্র আল্লাহর এবাদত এবং এবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ করা হয়। এ জন্যই মসজিদকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়। নিজেদের বাড়িতে বা অন্য কোনো পবিত্র স্থানেও সালাত আদায় করা যায়। তবে মসজিদে জামাতের সাথে সালাত আদায় করলে অনেক বেশি সাওয়াব হয়।

দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদ। যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করে আল্লাহ তাদের খুব ভালোবাসেন।

পৃথিবীতে অসংখ্য মসজিদ আছে। বাংলাদেশে দুই লাখেরও বেশি মসজিদ আছে। ঢাকা শহরকে বলা হয় মসজিদের শহর। দুনিয়ার সকল মসজিদই আল্লাহর ঘর। সকল

মসজিদই পবিত্র ও সম্মানিত। তবে তিনটি মসজিদের মর্যাদা বেশি। এগুলো হলো মসজিদে হারাম বা কাবা শরিফ। কাবা শরিফ মক্কায় অবস্থিত। মসজিদে নববি বা মদিনার মসজিদ এবং মসজিদে আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস। মসজিদে আকসা জেরুসালেমে অবস্থিত।

আমরা জানি মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র ও সম্মানিত স্থান। আল্লাহ তায়ালা আমাদের খালিক, মালিক। তিনি আমাদের জীবন–মৃত্যুরও মালিক। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সাক্ষাৎ ঘটে। বান্দা তার মাবুদের দরবারে হাজিরা দেয়। আল্লাহর দরবারে অতি বিনয় ও বিনম্রভাবে হাজির হতে হবে। অত্যন্ত কাতরভাবে অন্তরের আকুতি জানাতে হবে। সুতরাং মসজিদের কতগুলো আদব মেনে চলতে হয়। যেমন :

১. পাক–পবিত্র শরীর ও পোশাক নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হয়।

২. পবিত্র মন ও বিনয়–বিনম্রতার সাথে মসজিদে প্রবেশ করা।

৩. মসজিদে প্রবেশের সময় এ দোয়া পড়া– اَللّٰهُمَّ افْتَحْلِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।

৪. মসজিদে প্রবেশের সময় হুড়োহুড়ি, ধাক্কা–ধাক্কি না করা। মসজিদে কোনো খালি জায়গা দেখে বসা। নিজে না গিয়ে অন্যকে সামনে যেতে বলা উচিত নয়। বেশি জায়গাজুড়ে বসবে না, অন্যদের বসার জায়গা করে দেবে।

৫. লোকজনকে ডিঙিয়ে সামনের দিকে না যাওয়া।

৬. মসজিদে কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা।

৭. নীরবতা পালন করা। উচ্চস্বরে কথা না বলা।

৮. কুরআন তেলাওয়াত ও ধর্মীয় কথাবার্তা শোনা।

৯. কোনো অবস্থায়ই হৈ চৈ, শোরগোল না করা।

১০. সালাতরত কোনো মুসল্লির সামনে দিয়ে যাতায়াত না করা।

১১. মোবাইল খোলা রেখে বা অন্য কোনোভাবে মসজিদের শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করা।

১২. মসজিদে বিনয় ও একাগ্রতার সাথে এবাদত করা।

১৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া পড়া–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।

মসজিদ প্রধানত সালাত আদায়ের জন্য তৈরি হলেও একে কেন্দ্র করে ইসলামি শিক্ষা দীক্ষা পরিচালনা করা যায়। সুন্দর সমাজ ও শিক্ষা সংস্কৃতি সৃষ্টিতে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মক্তব ও গণশিক্ষা পরিচালিত হতে পারে।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মসজিদের আদবগুলোর একটি তালিকা খাতায় তৈরি করবে।

সাওম (اَلصَّوْمُ)

সাওম আরবি শব্দ। অর্থ বিরত থাকা, আত্মসংযম। একে বহুবচনে সিয়াম বলে। সাওমকে ফারসি ভাষায় রোজা বলা হয়।

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সুবহি সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের প্রধান পাঁচটি রুকনের মধ্যে সাওম একটি। মৌলিক এবাদতগুলোর মধ্যে সালাত ও জাকাতের পরেই সাওমের স্থান। সাওম ধনী–দরিদ্র সকল মুসলমানের ওপর ফরজ এবাদত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– 'হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হলো।' (সূরা বাকারা : ১৮৩) যেহেতু সাওমকে ফরজ করা হয়েছে, সুতরাং যে তা অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি বিনা ওজরে পালন করবে না সে

গুনাগার হবে।

সাওম শুধু আমাদের জন্যই ফরজ নয়, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপরও ফরজ ছিল।

সাওম পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়া মানে আল্লাহকে ভয় করা, সবরকম পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, সংযম অবলম্বন করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (বাকারাহ : ১৮৩)

সাওমের মাধ্যমে তাকওয়া শুধু অর্জনই হয় না, এতে তাকওয়ার অনুশীলন ও ট্রেনিং হয়ে থাকে। পাপাচার ও লোভ–লালসা থেকে বিরত থাকা সহজ কাজ নয়। এ জন্য দীর্ঘমেয়াদি বাস্তব প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন প্রয়োজন। আর এই বাস্তব প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন হয় দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে।

এটি আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায়। সাওম পালনকালে মুমিন ব্যক্তি কু–প্রবৃত্তি, কামনা–বাসনা ও লোভ–লালসা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। সিয়াম পালনকারীর সামনে যত লোভনীয় খাবার আসুক, যতই ক্ষুধা–তৃষ্ণা লাগুক সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত সে কিছুই খায় না। যেখানে দেখার মতো কেউ নেই সেখানেও এক বিন্দু পানি পান করে না।

সাওম হলো আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধির ঢাল

সাওম পালনের সময় মিথ্যা, প্রতারণা, হিংসা–বিদ্বেষ, পরনিন্দা, পরচর্চা, ধূমপান ইত্যাদি ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং এসব পাপকর্ম ও বদাভ্যাস ত্যাগ করা সহজ হয়। এ জন্য সাওমকে আত্মরক্ষার ঢাল বলা হয়েছে। রাসুল (স) বলেছেন,

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ 'সাওম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ।' (বুখারি)

সাওম পালন উন্নত চরিত্র ও আদর্শ সমাজ গঠনের সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাওম পালনের সময় লোভ–লালসা, পাপাচার, মিথ্যাচার, ঝগড়া–বিবাদ, ত্যাগ করতে হয়। অশ্লীল কথা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। এতে ব্যক্তি চরিত্র যেমন উন্নত হয়, তেমনি সুন্দর সমাজ গঠনেও সহায়ক হয়।

সাওম পালনের মাধ্যমে মানুষ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। পানাহার ত্যাগের মাধ্যমে ধনীরা দরিদ্রের অনাহারে–অর্ধাহারে জীবনযাপনের কষ্ট প্রত্যক্ষভাবে এবং বাস্তবে বুঝতে পারে। ক্ষুধার কী জ্বালা! তা তারা অনুভব করতে পারে। তাই তারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। তাদের সাহায্য–সহযোগিতা ও দান–খয়রাত করে। রাসুল (স)

রমজানকে 'সহানুভূতির মাস' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সাওম পালনে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। তাই এ মাসকে ধৈর্যের মাস বলা হয়েছে। আর এই ধৈর্যের পুরস্কার হিসেবে হাদিস শরিফে জান্নাত দানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

সাওমের মাসকে ফজিলতের দিক দিয়ে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং তৃতীয় অংশ নাজাতের। নাজাত মানে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি।

সাওম একমাত্র আল্লাহরই জন্য নিবেদিত। তাই এর পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ দিবেন। আল্লাহ বলেন, 'সাওম কেবল আমারই জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।' (বুখারি ও মুসলিম)

শুধু সাওম পালনেই ফজিলত নয়। সাওমের সম্মান করলে, সাওম পালনকারীর সম্মান ও সেবা করলেও অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। কোনো সাওম পালনকারীকে ইফতার করালে তার সাওমের সমান সওয়াব পাওয়া যাবে। অবশ্য সাওম পালনকারীর সওয়াবে কোনো ঘাটতি হবে না।

সাওম পালনকারীর জন্য দুইটি খুশি, একটি তার ইফতারের সময় এবং আর একটি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। সাওম পালনকারী আল্লাহ তায়ালার কাছে উচ্চতর ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ করবেন। সুতরাং সাওমের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত অপরিসীম।

সাওমের নিয়ত

রমজানের শেষ রাতে সেহরি খাওয়ার পর এই বলে সাওমের নিয়ত করতে হয়– 'হে আল্লাহ! আমি আগামীকাল রমজান মাসের ফরজ সাওম রাখার নিয়ত করলাম। তুমি দয়া করে আমার সাওম কবুল করো।'

ইফতারের সময় বলতে হয় : اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ۔

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া আলা রিজকিকা আফতারতু।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সাওম রেখেছি এবং তোমার দেওয়া রিজিক দ্বারা ইফতার করছি।'

তারাবির সালাত

রমজানে এশার সালাত আদায়ের পর তারাবির সালাত আদায় করতে হয়। তারাবির সালাত বিশ রাকাত। এ সালাত আদায় করা সুন্নত। রাসুল (স) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রমজান মাসে তারাবির সালাত আদায় করে, তার অতীতের গুনা মাফ হয়ে যায়।'

আমরা যথাযথভাবে রমজানের সাওম পালন করব। নিয়মিত তারাবি আদায় করব।

সাওম ভঙ্গ হয়, নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ করব না। মিথ্যা কথা বলব না। পরনিন্দা ও পাপাচারে লিপ্ত হব না।

যাকাত (اَلزَّكٰوةُ)

'যাকাত' শব্দের অর্থ–পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা এবং বৃদ্ধি। মুসলমানদের নিসাব পরিমাণ ধন–সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বছরপূর্তিতে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত খাতসমূহে ব্যয় করাকে যাকাত বলে।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে সালাতের পরেই যাকাতের গুরুত্ব বেশি। কুরআন মজিদের বহু স্থানে আল্লাহ তায়ালা সালাতের সাথে যাকাতের কথাই উল্লেখ করে বলেছেন,

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ

'তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও।" (সূরা মুযযামিল– ২০)

যাকাত হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ধনীদের সম্পদে গরিবদের, নিঃস্বদের অধিকার। যাকাত দেওয়া দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের কোনো অনুগ্রহ বা অনুকম্পা নয়; বরং তার সম্পদকে পবিত্র করার এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার একটি অবশ্য করণীয় ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে অবশ্যই দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" (আল–যারিয়াত– ১৯)

আমরা জেনেছি যাকাতের একটি অর্থ পবিত্রতা। যাকাত দিলে দাতার অন্তর কৃপণতার কলুষতা থেকে পবিত্র হয়। তার আমলনামা গুনা থেকে পবিত্র হয়। ধনীদের সম্পদে গরিবদের অধিকার আছে, একটি নির্দিষ্ট অংশ মিশে আছে। গরিবদের অংশ দিয়ে দিলে

অবশিষ্ট সম্পদ মালিকের জন্য পবিত্র হয়ে যায়। যাকাত না দিলে তা ময়লাযুক্ত থাকে। যাকাত দিলে তা ময়লামুক্ত হয়ে যায়।

যাকাতের আর এক অর্থ বৃদ্ধি। যাকাত দিলে যাকাত দাতার সাওয়াব বৃদ্ধি হয়। সামান্য যাকাতের বিনিময়ে পরকালে প্রচুর পুরস্কার লাভ করবেন। শুধু তাই নয় দুনিয়াতে ও আল্লাহ তায়ালা তার সম্পদে রহমত ও বরকত দান করবেন। তার অর্জিত সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর তোমরা যে সুদের কারবার করে থাক মানুষের সম্পদের সঙ্গে মিলে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে তা মোটেই বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দিয়ে থাক তাই কেবল বৃদ্ধি পায়– এরাই সম্পদশালী। (সুরা রূম– ৩৯)

জাকাত দিলে ধনী–গরিবের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। মহানবি (স) বলেছেন,

اَلزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ

অর্থ : যাকাত ইসলামের (ধনী–গরিবের মধ্যে) সেতুবন্ধন। (মুসলিম)।

যাকাত দিলে ধনী–গরিবের ব্যবধান কমে যায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের খালিক ও মালিক। সব ধনসম্পদের মালিকও তিনি। 'সম্পদের মালিকানা আল্লাহর' এ কথার বাস্তব প্রমাণ ঘটে যাকাতে। সম্পদের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ বিধায় সম্পদ তাঁর বিধান অনুযায়ী পরিবদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। যাকাত না দিলে আল্লাহর মালিকানা অস্বীকার করা হয়। যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে, যাকাত দেয় না, তাদেরকে পরকালে কঠিন আজাব ভোগ করতে হবে।

জাকাতের নিসাব

নিসাব মানে নির্ধারিত পরিমাণ বা মাত্রা। যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হয় তাকে নিসাব বলে। অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী হলে বছরপূর্তিতে একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্ধারিত খাতে যাকাত দিতে হয়। নিম্নোক্ত সম্পদ নিসাব পরিমাণ থাকলে জাকাত দিতে হয়।

১. সোনা, রূপা (নগদ অর্থ ও গহনাপত্রসহ), ২. গবাদি পশু, ৩. জমিতে উৎপন্ন ফসল, ৪. ব্যবসা–বাণিজ্যের পণ্য, ৫. অর্জিত সম্পদ ইত্যাদি।

সোনা সাড়ে সাত ভরি বা সাড়ে সাত তোলা (৮৭.২৫ গ্রাম) অথবা রূপা সাড়ে বায়ান্ন তোলা (৬১২.২৫ গ্রাম) বা এর তৈরি গহনা থাকলে যাকাত দিতে হয়। এর কোনো একটি অথবা উভয়টির মূল্য পরিমাণ অন্য কোনো সম্পদ থাকলেও যাকাত দিতে হবে।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়। প্রতি একশত টাকার যাকাত হয় আড়াই টাকা। উৎপাদিত ফসল, দ্রব্যাদি, পশু ইত্যাদির যাকাতের হিসাব কষে জানত পারব।

যাকাতের মাসারিফ বা খাত

'মাসারিফ' অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ। যাদের যাকাত দেওয়া যায় তাদেরকে বলে যাকাতের মাসারিফ। সবাইকে যাকাত দেওয়া যায় না। কেবলমাত্র আট শ্রেণির লোককে যাকাত দেওয়া যায়। এরা হলো:

১. ফকির বা অভাবগ্রস্ত , ২. মিসকিন বা সম্বলহীন, ৩. জাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ, ৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এমন ব্যক্তি ৫. দাসমুক্তি, ৬. ঋণগ্রস্ত , ৭. আল্লাহরপথে সংগ্রামকারী ও ৮. অসহায় পথিকদের জন্য। জাকাতের এ খাতগুলো আল্লাহর নির্ধারিত।

যাকাত দিলে মাল পবিত্র হয়। সম্পদ ও সওয়াব বৃদ্ধি পায়। ধনী–দরিদ্রের বৈষম্য দূর হয়। মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়। সমাজ থেকে অভাবজনিত অসামাজিক কার্যকলাপ ও অপরাধ দূর হয়। সমাজে শান্তি–শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। আল্লাহ তায়ালা খুশি হন।

যাকাত না দিলে ধনী–দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। বৈরিতা সৃষ্টি হয়। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। আখিরাতে রয়েছে কঠিন আজাব। আমরা হিসাব করে নিয়মিত জাকাত দেব। আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করব। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা যাকাতের মাসারিফ অর্থাৎ যাদের জাকাত দেওয়া যায়, খাতায় তাদের একটি তালিকা তৈরি করবে।

হজ্জ (اَلْحَجُّ)

হজ্জ শব্দের অর্থ– ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, কোনো সম্মানিত স্থান দর্শনের সংকল্প করা।

আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে, বিশেষ অবস্থায়, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্ধারিত নিয়মে, নির্দিষ্ট কতগুলো অনুষ্ঠান পালন করাকে হজ বলে। নির্দিষ্ট সময় বলতে ৮ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ পর্যন্ত সময়কে বুঝায়। বিশেষ অবস্থা বলতে ইহরামের অবস্থাকে বুঝায়। নির্দিষ্ট স্থান বলতে কাবা শরিফ (সাফা–মারওয়াসহ) এবং তার আশপাশের আরাফাত মিনা, মুজদালিফা প্রভৃতি স্থানকে বুঝায়। নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান বলতে ইহরাম, তওয়াফ, সাঈ, ওকুফ (অবস্থায়) কুরবানি প্রভৃতি হজের নির্ধারিত অনুষ্ঠানগুলোকে বুঝায়।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হলো হজ। হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ এবাদত। প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও সামর্থ্যবান মুসলিম নর–নারীর ওপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ। এরপর যতবার হজ করবে, তা হবে নফল। নফল হজেও অনেক সওয়াব।

হজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً۔

অর্থ : 'আল্লাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরিফের হজ পালন করা মানুষের ওপর অবশ্য কর্তব্য; যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে।' (সূরা আলে ইমরান – ৯৭)

যেসব লোক বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাতায়াতের দৈহিক ক্ষমতা রাখে এবং হজ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে যাতায়াতের খরচ বহন করতে সক্ষম তাদের ওপর হজ ফরজ। মহিলা হাজি হলে একজন পুরুষ সফর সঙ্গী থাকতে হবে এবং সফর সঙ্গীর ব্যয় নির্বাহে সক্ষম হতে হবে। মহিলা হাজির সফর সঙ্গী হবেন স্বামী অথবা এমন আত্মীয়, যার সাথে বিবাহ সম্পর্ক হারাম। যেমন–পিতা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা ইত্যাদি।

কাবা আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর প্রাচীনতম এবাদতখানা। এটিই আমাদের কেবলা, বিশ্ব মুসলিমদের কেবলা এবং মিলন কেন্দ্র। সুতরাং হজ হচ্ছে বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। বিশ্ব মুসলিম যে এক, অখণ্ড উম্মাত, হজ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। গায়ের রং, মুখের ভাষা, আর জীবন পদ্ধতিতে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, এই সম্মেলনে তারা একাকার হয়ে যায়, তাদের সকল পার্থক্য দূর হয়ে যায়। সকলের পরনে ইহরামের সাদা কাপড়। সকলের ধর্ম এক, উদ্দেশ্য এক, অন্তরে এক আল্লাহর ধ্যান, সকলেই আল্লাহর বান্দা।

সকলেই ভাই ভাই। এসবই মুসলিমদের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের এক অপূর্ব পুলক শিহরণ জাগায়। তাদের মধ্যে ভালোবাসা গড়ে ওঠে। সবার কণ্ঠে একই আওয়াজ 'লাব্বায়েক আল্লাহুমা লাব্বায়েক'। 'হাজির হে আল্লাহ আমরা তোমার দরবারে হাজির।' হজ প্রত্যেক হাজিকে মুসলিম বিশ্বের লাখো মুসলিমের সাথে পরিচয়ের বিরাট সুযোগ করে দেয়। একটি সফরে বহু সফরের সুফল পাওয়া যায়। ইসলামের ঐক্য, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও প্রাণচাঞ্চল্য বজায় রাখার ব্যাপারে হজের তাৎপর্য অপরিসীম। হজ মানুষের অতীত জীবনের গুনাগুলোকে ধুয়েমুছে সাফ করে দেয়, মাফ করে দেয়। রসুল (স) বলেছেন, 'পানি যেমন ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়, হজও তেমনি গুনাগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়।' (বুখারি)

রসুল (স) আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ করল, তারপর কোনো অশ্লীল কাজ করল না, পাপ কাজ করল না, সে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরল'। (বুখারি ও মুসলিম)।

হজের প্রধান কাজগুলো হলো, ইহরাম বাঁধা, কাবাঘর তওয়াফ করা। সাফা–মারওয়ার মাঝে সাঈ করা। আরাফাত ময়দানে ওকুফ বা অবস্থান করা। মুজদালিফায় রাত্রি যাপন করা। মীনায় কুরবানি করা ইত্যাদি।

হজের ফরজ

হজের ফরজ তিনটি : ১. ইহরাম বাঁধা, ২. আরাফাতে অবস্থান এবং ৩. তওয়াফে জিয়ারত। কোনো ফরজ বাদ পড়লে হজ হয় না।

১. হজের প্রথম ফরজ হলো ইহরাম বাঁধা, কয়েকটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হজ বা উমরার নিয়ত করাকে ইহরাম বলে। ওযু, গোসলের পরে সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরে ইহরাম বাঁধতে হয়। মৃতপ্রায় ফকিরের বেশে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হয়। এ সময় রঙিন কাপড় পরা যাবে না। সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না। চুল, নখ কাটা যাবে না। কোনো স্থলপ্রাণী শিকার করা যাবে না। এমনকি মশা, মাছি, উকুন ইত্যাদিও মারা যাবে না। সব প্রকার ঝগড়া, বিবাদ ও পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। ইহরামের সাথে সাথে 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লা–শারিকা লাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল হামদা ওয়াননি মাতা লাকাওয়াল মূল্‌ক লা শারীকা লাকা' দোয়াটি বারবার পড়তে হবে। একে বলে তালবিয়াহ।

২. ওকুফ বা অবস্থান। হজের দ্বিতীয় ফরজ হলো ৯ই জিলহজ তারিখে আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তওয়াফে জিয়ারত। হজের তৃতীয় ফরজ হলো তওয়াফে জিয়ারত করা। কুরবানির দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১০–১২ তারিখের মধ্যে কাবা ঘরের তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করাকে তওয়াফে জিয়ারত বলে। এই তিন দিনের যে কোনো দিন এই তওয়াফ করা যায়। তবে প্রথম দিনে তওয়াফ করা উত্তম। এই তিন দিনের পরে তওয়াফ করলে দণ্ডস্বরূপ (দম) একটি কুরবানি করতে হবে।

কুরবানি

কুরবানি শব্দের অর্থ নৈকট্য, ত্যাগ, উৎসর্গ। আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ত্যাগ ও উৎসর্গ করা।

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে ১০ জিলহজ হতে ১২ জিলহজ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গৃহপালিত হালাল পশু আল্লাহর নামে উৎসর্গ করাকে কুরবানি বলে। কুরবানি করতে হয় উট, মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি গৃহপালিত হালাল ও সুস্থ সব পশু দ্বারা।

নিসাব পরিমাণ মালের মালিক সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নর–নারীর ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব।

কুরবানি আল্লাহর নবি হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)–এর অতুলনীয় নিষ্ঠা ও অপূর্ব ত্যাগের পুণ্যময় স্মৃতি বহন করে। কুরবানি দ্বারা মুসলিম মিল্লাত ঘোষণা করে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা জানমাল সবকিছু কুরবানি করতে প্রস্তুত । কুরবানির নজিরবিহীন ত্যাগের ইতিহাস স্মরণ করে মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে শপথ করেন যে, হে আল্লাহ! আমাদের জান–মাল, জীবন–মৃত্যু তোমারই জন্য উৎসর্গ। তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমরা যেভাবে পশু কুরবানি করছি, তেমনিভাবে আমাদের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হব না।

কুরবানি করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে। অহংকার বা গর্বের মনোভাব নিয়ে নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহর নিকট সেগুলোর (কুরবানির পশুর) গোশত এবং রক্ত কিছুই পৌঁছায় না, পৌঁছায় শুধু তোমাদের তাকওয়া।' (সূরা হজ, আয়াত– ৩৭)

মানুষের মধ্যে যেমন মনুষ্যত্ব আছে, তেমনি পশুত্বও আছে। কুরবানির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরবানির মাধ্যমে পশুত্বকে হত্যা করে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা।

১. আমরা আগেই জেনেছি যে, নিসাব পরিমাণ মালের মালিক মুসলিম নর–নারীর ওপর কুরবানি ওয়াজিব। তবে নাবালেগের ওপর কুরবানি ওয়াজিব নয়, দিলে সওয়াব আছে।

২. জিলহজ মাসের ১০, ১১ এবং ১২ তারিখ পর্যন্ত কুরবানির সময়। তবে ঈদুল আযহার সালাতের পরে কুরবানি করতে হয়।

৩. ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি গৃহপালিত হালাল, সুস্থ, সবল পশু দ্বারা কুরবানি করতে হয়। পশুটি নির্দোষ ও নিখুঁত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. ছাগল, ভেড়া, দুম্বা জনপ্রতি একটি করে কুরবানি করতে হয়। গরু , মহিষ, উট সাতজন পর্যন্ত শরিক হয়ে কুরবানি করা যায়। তবে সবার উদ্দেশ্যই আল্লাহর নৈকট্য লাভ হতে হবে।

৫. ছাগল, ভেড়া,দুম্বার বয়স কমপক্ষে এক বছর; গরু, মহিষ দুই বছর এবং উট কমপক্ষে পাঁচ বছর বয়সের হতে হবে।

৬. কুরবানির গোশত সাধারণত তিনভাগ করে একভাগ গরিব–মিসকিন, একভাগ আত্মীয়–স্বজন এবং একভাগ নিজে রাখতে হয়।

৭. কুরবানির গোশত বা চামড়া মজুরির বিনিময়ে দেওয়া যায় না। কুরবানির পশুর রক্ত ও বর্জ্য মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়।

কুরবানি প্রচলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আল্লাহর আদেশে একদিন ইবরাহীম (আ) তাঁর স্ত্রী হাজিরা এবং তাঁদের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র শিশুপুত্র ইসমাইল (আ) কে মক্কায় তখনকার দিনে লুপ্ত কাবার নিকটবর্তী জনমানবশূন্য মরুভূমিতে রেখে চলে যান। আল্লাহ তায়ালার অপার করুণায় তাঁরা নিরাপদে থাকেন।

ইসমাইল (আ) যখন কিশোর বয়সে উপনীত, তখন ইবরাহীম (আ) তাঁদের দেখতে এলেন। এবার তিনি এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, আল্লাহ তাঁকে আদেশ করছেন প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করতে। একই স্বপ্ন দেখলেন

বারবার। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পুত্রকে কুরবানি করতে স্থির করলেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা ইসমাঈল (আ) কে জানিয়ে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি তোমাকে জবাই করছি। এখন তোমার অভিমত কী বলো। উত্তরে ইসমাইল (আ.) বললেন, হে আমার আব্বা, আপনি তাই করুন যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।" (সূরা আস–সাফফাত–১০২)

পথে পিতা–পুত্রকে শয়তান ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁরা শয়তানকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দিলেন।

ইবরাহীম (আ) পুত্রের আল্লাহর প্রতি এমন আনুগত্য, নিষ্ঠা ও সাহসিকতাপূর্ণ উত্তরে খুশি হলেন। তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্রকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করতে তাঁর গলায় ছুরি চালালেন। পুত্র ইসমাঈলও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধারাল ছুরির নিচে মাথা পেতে দিলেন। এবারের কঠিন পরীক্ষায়ও পিতা–পুত্র উত্তীর্ণ হলেন। আল্লাহ তায়ালা কুরবানি কবুল করলেন এবং ইসমাঈলকে রক্ষা করলেন। তাঁর পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ) এর অপরিসীম আনুগত্য ও অপূর্ব ত্যাগের ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং মুসলিমদের ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করার জন্য তখন থেকে কুরবানির প্রচলন রয়েছে। এটি চিরকালের জন্য মানবসমাজে একটি পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত।

কুরবানির শিক্ষা

১. মুসলিমদের ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করাই কুরবানির উদ্দেশ্য।

২. আমাদের জান–মাল, জীবন–মৃত্যু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা।

৩. কুরবানি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষের তাকওয়া যাচাই করেন। আল্লাহর কাছে কুরবানির পশুর রক্ত, মাংস কিছুই পৌঁছায় না, পৌঁছায় শুধু অন্তরের তাকওয়া ও নিষ্ঠা।

৪. মানুষের মধ্যে যেমন মনুষ্যত্ব আছে, তেমনি পশুত্বও আছে। কুরবানির মাধ্যমে পশুত্বকে হত্যা করে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা হয়। মানুষের লোভ–লালসা, হিংসা–বিদ্বেষ, অহংকার ইত্যাদি পাশবিক চরিত্র বিসর্জন দিয়ে মানবীয় গুণাবলি উজ্জীবিত করতে পারলেই কুরবানি স্বার্থক হয়।

৫. কুরবানির একটি অংশ গরিব–মিসকিনকে দিতে হয়, এতে তাদের একটু ভালো খাওয়ার সুযোগ হয়। আত্মীয়স্বজনকে দিতে হয়, এতে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়। সকলের মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

আকিকা (اَلْعَقِيْقَةُ)

'আকিকা' শব্দের অর্থ ভাঙ্গা, কেটে ফেলা, সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে সন্তানের কল্যাণ ও হিফাজতের কামনায় আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানির মতো কোনো গৃহপালিত হালাল পশু জবাই করাকে আকিকা বলে।

আকিকা করতে হয় আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আকিকা করা সুন্নত। এতে সন্তান যেমন আল্লাহর রহমতে বালা–মুসিবত ও বিপদ–আপদ থেকে নিরাপদ থাকে, তেমনি অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। সন্তানের আকিকা করতে অবহেলা করা উচিত নয়। হাদিস শরিফে আছে– "প্রতিটি নবজাত সন্তান আকিকার সাথে বন্দি। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু জবাই করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তারা মাথা মুন্ডন করতে হবে।" (তিরমিজি)

রাসুল (স) নিজের আকিকা নিজেই করেছিলেন। তিনি অন্যকেও আকিকা করতে উৎসাহ দিতেন। সন্তান জন্মের ৭ম দিনে আকিকা করা উত্তম। তবে ১৪, ২১ বা ২৮তম দিনেও আকিকা করা যায়।

মুসলিম পিতা–মাতাকে সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করতে হয়–

১. সন্তানের সুন্দর ইসলামী নাম রাখা। নাম শুনলেই যেন বুঝা যায় যে, সে মুসলিম সন্তান।

২. মাথা কামানো।

৩. মাথার চুলের ওজন পরিমাণ সোনা বা রুপা দান করা।

৪. আকিকা করা।

আদায়ের নিয়ম

ছেলে সন্তানের জন্য ছাগল, ভেড়া, দুম্বার দুইটি অথবা গরু, মহিষ বা উটের দুই ভাগ এবং মেয়ে সন্তানের জন্য ছাগল, ভেড়া, দুম্বার একটি অথবা গরু, মহিষ বা উটের এক

অংশে আকিকা দিলে যথেষ্ট হবে। হাদিসে আছে :

"ছেলে সন্তানের জন্য দুইটি ছাগল ও মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবেহ করাই যথেষ্ট।" (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

সামর্থ্য না হলে ছেলে সন্তানের জন্যও একটি দেওয়া যাবে। যে সব পশু দ্বারা কুরবানি করা যায়, সে সব পশু দ্বারা আকিকা করা যায়। কুরবানির সাথে আকিকারও অংশীদার হওয়া যায়। কুরবানির পশুর গোশত যেভাবে বণ্টন করা উত্তম, আকিকার গোশতও সেভাবে বণ্টন করা উত্তম। আকিকার পশুর চামড়াও গরিব মিসকিনদের দান করতে হয়।

ব্যবহারিক দোয়া

পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের খালিক ও মালিক। তিনি আমাদের মাবুদ। আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য রসুল (স)–এর দেখানো পথে যে কোনো বৈধ কাজই আল্লাহর এবাদত। আল্লাহর রহমত ছাড়া কোনো কাজে সফলতা আসে না। আমরা সব সময় আল্লাহর রহমত চাইব, তাঁর কাছে সাহায্য চাইব। তাঁরই নাম নিয়ে ভালো কাজ শুরু করব। রাসুল (স) কোনো কাজ শুরু করার আগে দোয়া পড়তেন। আমরা কাজ শুরু করার আগে দোয়া পড়ে নেব। এগুলোকে বলা হয় ব্যবহারিক দোয়া । এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজের আগে পড়তে হয় ।

১. কোনো ভালো কাজ শুরু করার আগে বলব –

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ : 'দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।'

২. খাওয়ার পরে আল্লাহর শুকর করে বলবো–

আলহামদু লিল্লাহ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ : 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।'

৩. পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলব –

আসসালামু আলাইকুম اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

অর্থ : আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

৪. সালামের জবাবে বলব–

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ– ওয়ালাইকুমুসসালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ–

অর্থ : আপনার ওপরও শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

৫. হাঁচি দিয়ে বলতে হয়–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদু লিল্লাহ

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

৬. যে শুনবে সে বলবে–

يَرْحَمُكَ اللهُ ইয়ার হামুকাল্লাহু

অর্থ : আল্লাহ আপনাকে রহমত করুন।

৭. ঘুমানোর আগে পড়তে হয়–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমুতু ও আহইয়া।

অর্থ : হে আল্লাহ, তোমার নাম নিয়ে ঘুমাই, আর তোমার নাম নিয়েই জেগে উঠি।

৮. ঘুম থেকে জেগে এ দোয়া পড়তে হয়–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

বাংলা উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়া বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।

অর্থ : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদের ঘুমের পর জাগালেন, তাঁর কাছেই আমরা পুনরায় ফিরে যাব।

৯. কোনো কবর দেখলে এই দোয়া পড়বে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ – আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর –

অর্থ : হে কবরবাসীগণ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

১০. মসজিদে প্রবেশের সময় এই দোয়া পড়তে হয়–

আল্লাহুম্মাফ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা– اَللّٰهُمَّ افْتَحْلِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।

১১. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পড়তে হয়–

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিকা– اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।

আমরা ব্যবহারিক দোয়াগুলো ঠিকমতো শিখব এবং নিয়মিত পড়ব। এতে আল্লাহ তায়ালা খুশি হবেন। আমাদের কাজে বরকত ও সওয়াব হবে। বড় হয়ে আরও দোয়া শিখব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মসজিদে প্রবেশের দোয়া আরবি ও বাংলায় খাতায় লিখবে।

পরিচ্ছন্নতা – اَلنَّظَافَةُ

শরীর, পোশাক ও স্থান বা পরিবেশের পরিষ্কার, পরিপাটি, নির্মল ও ময়লামুক্ত অবস্থাকে বলে পরিচ্ছন্নতা। আর বিশেষ পদ্ধতিতে দেহ, মন, পোশাক ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতাকে বলে তাহারাত বা পবিত্রতা। পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রকাকে আলাদা করা যায় না।

পরিচ্ছন্নতা বা পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। আল্লাহ তায়ালা চিরপবিত্র। যারা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পাকসাফ থাকে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। আমাদের প্রিয় নবি (স) সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। তিনি সবাইকে পাকসাফ ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকতে নির্দেশ দিতেন।

যারা অপরিচ্ছন্ন থাকে, নোংরা থাকে তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। তাদের কেউ ভালোবাসে না, তাদের নানা রকম অসুখ–বিসুখ হয়।

মুখ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই। কথা বলি। মুখ পরিষ্কার না থাকলে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। মানুষ তাকে ঘৃণা করে। লোক–সমাজে

লজ্জা পেতে হয়। মানুষেরও কষ্ট হয়। মহানবি (স) দুর্গন্ধযুক্ত কোনো কিছু খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন।

আমরা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাবার খাই। এতে দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা লেগে থাকে। প্রতিবার খাবার পরে, বিশেষ করে ঘুমানোর আগে দাঁত না মাজলে দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাদ্যকণা পচে মুখে দুর্গন্ধ হয়। দাঁতের নানা রকম রোগ হয়। দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য ওযু করার আগে মিসওয়াক করতে হয়, দাঁত মাজতে হয়। রসুল (স) বলেছেন– "আমার উম্মাতের কষ্ট না হলে, প্রত্যেক ওযুর আগে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম"।

আমরা হাত দিয়ে নানা রকম কাজ করি। এতে হাত ময়লা হয়, নোংরা হয়। অনেক সময় হাতের নখ বড় হয়। বড় নখে অনেক ময়লা আটকে থাকে। আমরা হাত দিয়ে খাবার খাই। নোংরা হাতে খাবার খেলে খাবারের সাথে ময়লা পেটে চলে যায়। এতে নানা রকম পেটের অসুখ হয়। আমাদের নখ কেটে ছোট রাখতে হয়। ভালোভাবে হাত ধুয়ে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। খাওয়ার আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে। পায়খানা প্রস্রাব থেকে ফিরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

রাস্তা– ঘাটে চলাফেরা করার সময় আমাদের পায়ে ধুলা–ময়লা লাগে। পা নোংরা হয়ে যায়। কাজের শেষে পা ধুয়ে–মুছে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়।

আমরা আমাদের শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখব , পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করব।

পরিকল্পিত কাজ : কীভাবে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা যায় শিক্ষার্থীরা তার একটি কর্মপন্থা তৈরি করবে এবং ছুটির দিনে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আন্তরিকতা

ধর্মীয় অনুশাসন পালনে তথা ইবাদতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। ইবাদত অনুষ্ঠানের মূল কথা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হতে হবে। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে সালাত, সাওম ও হজ, যাকাতের মতো মৌলিক ইবাদতগুলোও এবাদত হিসেবে গণ্য নাও হতে পারে, যদি ঐ ইবাদতকারীর নিয়ত অসৎ ও আল্লাহ বিমুখ হয়।

আল্লাহর ইবাদত আনুগত্যের জন্য যে বিশেষ যোগ্যতা ও অনুশীলনের প্রয়োজন তা গড়ে তোলে সালাত। সালাতের বহুমুখী শিক্ষা জীবনে প্রতিফলিত করতে পারলে অন্যান্য

ইবাদত ও সৎকর্ম পালন করা সহজ হয়ে ওঠে। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সামনে চরম ও পরম দাসত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়। বিনয় ও বিনম্রতার চরম পরীক্ষার প্রমাণ পায়। সালাত হচ্ছে মুমিনের মিরাজ, আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের উপায়। সালাত যেমন পাপ মুক্ত করে, তেমনি চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে।

পক্ষান্তরে সালাতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে, লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করলে আল্লাহ তায়ালার কাছে সেই সালাতের কোনো মূল্য নেই। এই ধরনের সালাতের কোনো উপকারিতা নেই।

ধন–সম্পদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও ভালোবাসা একান্ত সহজাত। এ সম্পদ প্রীতি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে যে কোনো বৈধ–অবৈধ পথে সম্পদ অর্জন করতে চায়। এই সম্পদে সমাজের কোনো কল্যাণ হয় না। যাকাত ব্যবস্থার প্রধান গুরুত্ব হচ্ছে, যাকাত বিধান মানুষের মন মানসিকতার অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধন করে। "সম্পদের মালিকানা আল্লাহর" এই ভাবধারার বাস্তব প্রমাণ ঘটে যাকাতে। সম্পদের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ। তার বিধান অনুযায়ী সম্পদ বিতরণ করতে হবে সমাজের গরিব শ্রেণির মানুষের মধ্যে। মানুষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এতে হৃদয়–মন থেকে কৃপণতা দূর হয়। যাকাত দানে যেমন সম্পদ পবিত্র হয়, তেমনি ব্যক্তি ও সমাজ থেকে হিংসা–বিদ্বেষ, হানাহানি দূর হয়। ধনী–গরিবের মধ্যে সেতুবন্ধন তথা সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সমাজে আর্থিক নিরাপত্তা ও ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। যাকাত দিতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আর্থিক কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে। দানশীলতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

সাওম পালন বা সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষের পাশবিকতার দমন এবং সৎ প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে। সাওম পালনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যায়। সাওমের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জন করা। এতে সবর, সহানুভূতি ও সমবেদনার অনুশীলন হয়। উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতার অনুশীলন ও পরিচর্যা।

মিথ্যা, অসৎকাজ ও অসৎচিন্তা ত্যাগ না করলে আল্লাহর কাজে সাওম কবুল হয় না ।

আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে বান্দার গভীর সম্পর্ককে মানিয়ে নেওয়ার মাধ্যম হচ্ছে হজ। একজন আল্লাহ প্রেমিক বান্দা মায়াময় জগতের আকর্ষণ ছিন্ন করে আল্লাহর সান্নিধ্যে ছুটে যায়। 'আল্লাহ আমি হাজির, আল্লাহ আমি হাজির' বলতে বলতে আল্লাহর ঘরের দোর

গোড়ায় উপনীত হয়; আল্লাহ প্রেমে সিক্ত হয়ে অন্তরের আকুল প্রার্থনা জানায়। 'আমি হাজির তোমার কাছে, আল্লাহ! আমি হাজির তোমার কাছে, সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, মালিকানা ও সার্বিক ক্ষমতা তোমারই। তোমার কোনো অংশীদার নেই।'

হজের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার অনুভূতির প্রতিফলন ঘটে। আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর প্রতি ভরসা ও আত্মত্যাগের মহান শিক্ষা নিহিত রয়েছে হজের পরতে পরতে। কলহমুক্ত বিশ্ব সমাজ গঠন, বিশ্বভ্রাতৃত্ব সাম্য ও আন্তর্জাতিক সমঝোতা সৃষ্টিতে হজের গুরুত্ব অপরিসীম। হজ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। এর মাধ্যমে মহানবি (স) সাহাবা কেরাম ও পূর্ববর্তী নবিগণের স্মৃতি ও কীর্তির সাথে পরিচয় ঘটে। আবার এই হজ পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে হজের সুফল পাওয়া যায় না।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় অনুশাসন পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে কোনো সুফল পাওয়া যায় না। অতএব আমরা পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ধর্মীয় অনুশাসনগুলো যথাযথভাবে পালন করব।

সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

ইসলাম উদার মানবতা বোধসম্পন্ন, পরমতসহিষ্ণু একটি আন্তর্জাতিক জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম সব ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদার, সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল। ইসলামে যেমন আছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় নীতিমালা, তেমনি আছে ন্যায়–নীতিভিত্তিক উদার, পরমতসহিষ্ণু, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানবতার ঐক্য, সংহতি, বিশ্বশান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন ধর্মের এবং ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে ইসলামে সুস্পষ্ট নীতিমালা বিদ্যমান।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ মূলগতভাবে একই পিতা–মাতা আদম (আ) ও হাওয়া (আ) এর সন্তান। যদিও পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাবে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা এসেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মানব জাতি, আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বহুগোত্রে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।' (সূরা হুজুরাত : ১৩)

ইসলাম মানবতার ঐক্যে বিশ্বাস করে, বিভেদ পছন্দ করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

অর্থ : মানুষ ছিল একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত (সূরা বাকারাহ : ২১৩)

মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) কে শুধু আরবদেশ, আরব জাতি বা শুধু মুসলমানদের জন্যই প্রেরিত হননি। তিনি গোটা মানব জাতির জন্য প্রেরিত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি আপনাদের গোটা মানবজাতির কাছেই পাঠিয়েছি।' (সূরা সাবা ৩৪:২৮)

ইসলামের মতো এমন উদারতার নজির আর কোথাও পাওয়া যাবে না। ইসলামের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে :

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

অর্থ : 'রাসুলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।' (সূরা বাকারাহ : ২৮৫)।

সব রাসুলের প্রতি বিশ্বাস করা মুসলিমদের ইমানের অঙ্গ। পারস্পরিক বিশ্বাস ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা পোষণ করা সু সম্পর্ক গড়ে তোলার পূর্বশর্ত। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা না থাকলে সু সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। ইসলামের সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানেও পারস্পরিক সু সম্পর্ক গড়ে তোলার উপাদান পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

হযরত মুহম্মদ (স) মদিনায় হিজরত করেই মদিনা ও তার আশপাশ বসবাসকারী গোত্রগুলোর বরাবরে একটি বিশ্ববিখ্যাত সনদপত্র সম্পাদন করেন, যা ইতিহাসে 'মদিনার সনদ' নামে খ্যাত। এ সনদ সাম্যের মহান নীতি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জানমালের নিরাপত্তা, সকল ধর্মের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ঘোষণা ও রক্ষাকবচ। এ সনদের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকার তথা মানবাধিকার স্বীকৃতিও প্রতিষ্ঠিত হয়।

শুধু শান্তিকালীন নয়, যুদ্ধকালীন সময়ও ইসলাম অন্য ধর্ম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ধর্ম যাজকদের রক্ষা নিশ্চিত করত। এদের ধ্বংস বা আক্রমণ করা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

মহানবি (স) ও মুসলিমগণ আক্রান্ত না হলে কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না। মহানবি (স) যুদ্ধের তুলনায় সন্ধি ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলাকে বেশি অগ্রাধিকার দিতেন। হুদায়বিয়ায় তিনি কাফেরদের অন্যায় আবদার মেনে নিয়েও শান্তির উদ্দেশ্যে সন্ধি করেছিলেন। তিনি হাবশার রাজা আসহাম নাজ্জাশীর সাথে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তাবুক বিজয়ের পর আয়লা অধিপতি ইউহান্নার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এভাবে বাহরাইন ও নাজরানের অধিবাসীদের সাথে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন।

মহানবি (স) হিজরতের পরেই মদিনা ও তার আশপাশের বিভিন্ন গোত্র ও রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনি রোম ও পারস্য সম্রাটসহ রাজন্যবর্গের কাছে উপঢৌকন পাঠাতেন এবং তাঁদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। অনেকের কাছে শান্তিদূত ও পত্র পাঠিয়ে ছিলেন।

পরিকল্পিত কাজ : বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামে যে নীতিমালা আছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও

১. ইবাদত শব্দের অর্থ কী?

ক. প্রার্থনা খ. আনুগত্য

গ. দান করা ঘ. সিয়াম সাধনা।

২. ইসলাম কয়টি রুকন–এর ওপর প্রতিষ্ঠিত?

ক. তিনটি খ. চারটি

গ. পাঁচটি ঘ. সাতটি।

৩. সালাতের নিষিদ্ধ সময় কয়টি?

ক. তিনটি খ. চারটি

গ. পাঁচটি ঘ. সাতটি।

৪. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কত রাকাত ফরজ?

ক. পাঁচ রাকাত খ. দশ রাকাত

গ. পনের রাকাত ঘ. সতের রাকাত

৫. সালাতের আরকান কয়টি?

ক. পাঁচটি খ. সাতটি

গ. তেরটি ঘ. পনেরটি

৬. কাবা শরিফ কোথায় অবস্থিত?

ক. মক্কায় খ. মদিনায়

গ. জেরুসালেমে ঘ. ফিলিস্তিনে।

৭. দীন ইসলামের সেতু কী?

ক. সালাত খ. সাওম

গ. হজ ঘ. জাকাত।

৮. হজের ফরজ কয়টি?

ক. তিনটি খ. চারটি

গ. পাঁচটি ঘ. সাতটি।

৯. আল্লাহর কাছে কুরবানির কী পৌঁছায়?

ক. গোশত খ. রক্ত

গ. তাক্ওয়া ঘ. চামড়া।

১০. সব রাসুলের প্রতি বিশ্বাস করা মুসলিমদের কী?

ক. ইচ্ছাধীন খ. ইমানের অঙ্গ

গ. সৌজন্য ঘ. সুন্দর আচরণ।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ——— ইমানের অঙ্গ।

২. সালাত দীন ইসলামের ———।

৩. সালাত ——— চাবি।

৪. ——— মানে সংক্ষিপ্তকরণ।

৫. সালাতের ভেতরের ফরজগুলোকে ——— বলে।

৬. ঢাকা শহরকে বলা হয় ——— শহর।

৭. সাওমের মূল উদ্দেশ্য হলো ——— অর্জন করা।

৮. ——— অর্থ জাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ।

৯. জীবনে ——— হজ করা ফরজ।

১০. পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলব ———।

গ. বাম দিকের শব্দের সঙ্গে ডান দিকের শব্দের অর্থ মিলাও :

বাম	ডান
ইবাদত	ক্ষমা প্রার্থনা করা
সালাত	ভ্রমণকারী
মুসাফির	বিরত থাকা
সাওম	আনুগত্য
যাকাত	নির্ধারিত পরিমাণ
নিসাব	সংকল্প করা
হজ	পবিত্রতা ও বৃদ্ধি
কুরবানি	ভাঙ্গা
আকিকা	উৎসর্গ

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইবাদত কাকে বলে?

২. আল্লাহ আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন?

৩. ইসলামের রুকন কয়টি ও কী কী?

৪. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম লিখ।

৫. সালাতের নিষিদ্ধ সময়গুলো কী কী?

৬. মুসাফির কাকে বলে?

৭. আহকাম কাকে বলে?

৮. আরকান কাকে বলে?

৯. সাওম কাকে বলে?

১০. সাওমের মাসকে ফজিলতের দিক দিয়ে কয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে?

১১. যাকাত কাকে বলে?

১২. হজ কাকে বলে?

১৩. হজের ফরজ কয়টি এবং কী কী?

১৪. কুরবানি কাকে বলে?

১৫. আকিকা কাকে বলে?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন–

১. ইবাদতের তাৎপর্য বর্ণনা কর।

২. সালাতের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় বর্ণনা কর।

৪. সালাতের ফজিলত ও শিক্ষা বর্ণনা কর।

৫. চার রাকাত ফরজ সালাত আদায়ের নিয়ম লিখ।

৬. সালাতের আহকামগুলো লিখ।

৭. সালাতের আরকান বলতে কী বুঝ? আরকানগুলো কী কী?

৮. সালাতের ওয়াজিবগুলো কী কী?

৯. মসজিদের আদবগুলো কী কী?

১০. সাওমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সংক্ষেপে লিখ।

১১. যাকাতের তাৎপর্য ও শিক্ষা বর্ণনা কর।

১২ যাকাতের মাসারিফ কয়টি ও কী কী বর্ণনা কর।

১৩. হজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখ।

১৪. হজের ফরজগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৫. মুখ, দাঁত, হাত ও পা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

১৬. কুরবানি প্রচলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর।

১৭. ধর্মীয় অনুশাসন পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

১৮. সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদার, সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত

অর্জন উপযোগী যোগ্যতাঃ

২.১ ইবাদতের তাৎপর্য বলতে পারা এবং ইবাদত করতে আগ্রহী হওয়া।

২.২ সালাতের তাৎপর্য বলতে পারা এবং সালাত কায়েম করা।

২.৩ সালাতের নিয়ম বলতে পারা এবং নিয়ম অনুযায়ী সালাত আদায় করা।

২.৪ সালাতের আহকাম- আরকান বলতে পারা এবং তা যথাযথ আদায় করা ।

২.৫ সালাতের ওয়াজিবগুলো বলতে পারা এবং তা যথাযথ আদায় করা।

২.৬ সিজদাহ সাহু কী তা বলতে পারা এবং সঠিকভাবে তা দিতে পারা।

২.৭ মসজিদের আদবগুলো জানা এবং তা পালন করা।

২.৮ সাওমের তাৎপর্য ও নিয়ম বলতে পারা এবং সাওম পালনে আগ্রহী হওয়া।

২.৯ যাকাতের পরিচয়, গুরুত্ব, তাৎপর্য ও নিয়ম, নিসাব বলতে পারা এবং হিসাব করে যাকাত দিতে পারা।

২.১০ হজের তাৎপর্য ও নিয়ম বলতে পারা এবং হজ পালনে আগ্রহী হওয়া।

২.১১ কুরবানির তাৎপর্য ও নিয়ম বলতে পারা এবং কুরবানি করতে আগ্রহী হওয়া।

২.১২ আকিকার তাৎপর্য ও নিয়ম বলতে পারা

২.১৩ ব্যবহারিক দোয়া জানা ও পাঠ করা।

২.১৪ পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব জানা ও পরিচ্ছন্ন থাকা।

২.১৫ ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আন্তরিক হওয়া এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

শিখনফলঃ

২.১.১ ইবাদতের পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং কয়েকটি ইবাদতের নাম বলতে পারবে।

২.২.১ সালাতের অর্থ, গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সময় বর্ণনা করতে পারবে

২.২.২ নিয়মিত জামাতে সালাত আদায় করবে।

২.৩.১ সালাত আদায়ের নিয়ম বলতে পারবে।

২.৩.২ তারা সঠিকভাবে সালাত আদায় করতে পারবে।

২.৪.১ আহকাম-আরকান বলতে পারবে।

২.৪.২ তারা সালাতের নিয়ম কানুন বলতে পারবে।

২.৫.১ সালাতের ওয়াজিবগুলো কী কী তা বলতে পারবে।

২.৫.২ তারা সালাতের ওয়াজিবগুলে আদায় করার নিয়ম বলতে পারবে।

২.৬.১ সিজদাহ সাহুসমূহ কী তা বলতে পারবে।

২.৬.২ সিজদাহ সাহুসমূহ আদায় করতে পারবে।

২.৭.১ মসজিদের আদবগুলো কী কী তা বলতে পারবে।

২.৭.২ মসজিদের আদবগুলো পালন করবে।

২.৮.১ সাওমের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
২.৮.২ নিয়মিত সাওম পালন করতে পারবে।
২.৯.১ যাকাতের পরিচয়, গুরুত্ব, তাৎপর্য ও নিয়ম, নিসাব বলতে পারবে।
২.৯.২ হিসাব করে যাকাত আদায় করতে পারবে।
২.১০.১ হজ্জ শব্দের অর্থ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
২.১১.১ কুরবানির অর্থ, উদ্দেশ্য এবং নিয়ম পদ্ধতি বলতে পারবে।
২.১১.২ কুরবানি প্রচলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও শিক্ষা সম্পর্কে বলতে পারবে।
২.১২.১ আকিকার পরিচয়, আকিকা করার নিয়ম ও পদ্ধতি বলতে পারবে।
২.১৩.১ ব্যবহারিক দোয়াসমূহ জানবে এবং বলতে পারবে।
২.১৩.২ মসজিদে প্রবেশ এবং বাহির হওয়ার দোয়া অর্থসহ শুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্থ বলতে পারবে।
২.১৪.১ পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বলতে পারবে।
২.১৪.২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।
২.১৫.১ নিজ ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আন্তরিক হবে।
২.১৫.২ সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার গুরুত্ব বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: পাঠ সংখ্যা–১৫টি।

পাঠ-১

ইবাদত ও পাক পবিত্রতা

(اَلْعِبَادَةُ)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ২২-২৪) ইবাদত শব্দের অর্থ আনুগত্য, দাসত্ব, বন্দেগি ইত্যাদি ———— পাকসাফ থাকার অভ্যাস গড়ে তুলব।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -
২.১.১ ইবাদতের পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং কয়েকটি ইবাদতের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি।

অন্ধ লোককে রাস্তা পার করে দেওয়ার ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি:
ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।
খ. অতঃপর অন্ধ লোককে রাস্তা পার করে দেওয়ার ছবিটি টাঙিয়ে দিন ও নিম্নের প্রশ্নগুলো করুন।
১. ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ ?
২. অন্ধ লোককে রাস্তা পার করে দেওয়া কেমন কাজ ?
৩. আল্লাহ তায়ালা খুশি হন কী করলে ?
শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

গ. এবার বলুন, আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ তায়ালা যেসব কাজ করলে খুশি হন, তা করা অর্থাৎ যা যা করতে বলেছেন তা করা, আর যা যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলাই ইবাদত। আজকে আমরা 'ইবাদত' (اَلْعِبَادَةُ) সম্পর্কে জানবো বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. অতঃপর আজকের পাঠ্যাংশ সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য উপস্থাপনের সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করুন।

ঙ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. ইবাদত মানে কী ?

২. আমরা কার আদেশ মেনে চলব ?

৩. আমরা কার নিষেধ মেনে চলব ?

৪. ইলাহ মানে কী ?

৫. জিন ও মানবজাতিকে আল্লাহ তায়ালা কেন সৃষ্টি করেছেন ?

৬ আমাদের লালন পালনকারী কে ?

৭. মৌলিক ইবাদতগুলো কী কী ?

৮. কীভাবে দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা ইবাদত করা সম্ভব ?

৯. ইবাদত না করলে বান্দার কী ক্ষতি হয় ?

১০. ইবাদত করলে বান্দার কী লাভ হয় ?

১১. পাক পবিত্র থাকা প্রয়োজন কেন ?

১২. তাহারাত বা পবিত্রতা কাকে বলে ?

১৩. শরীর কীভাবে পবিত্র করা হয় ?

১৪. কাপড়-চোপড় কীভাবে পাকসাফ করা হয় ?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগতভাবে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন।

ছ. তারা ঠিকমতো পড়ছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং ইবাদতের মধ্যে শামিল এরূপ পাঁচটি কাজের নাম শিক্ষার্থীরা সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

মূল্যায়ন : যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞাসা করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. ইবাদত শব্দের অর্থ কী?

১. প্রার্থনা ২. আনুগত্য

৩. দান করা ৪. সিয়াম সাধনা।

খ. ভালো কাজের উৎসাহ দেওয়াও হলো –

১. হজ ২. যাকাত

৩. ইবাদত ৪. সাদকা ।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. ইবাদত শব্দের অর্থ ------- ।

খ. ‘ জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ------- জন্যই সৃষ্টি করেছি ’ ।

গ. পবিত্রতা ---- অঙ্গ ।

ঘ. আমাদের জন্য কতকগুলো নির্ধারিত ------ ------- রয়েছে।

ঙ. ------- বলে পড়া শুরু করলে পড়ার সময়টুকু ইবাদতে গণ্য হবে ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করে লিখ -

ক. ইলাহ মানে	ইবাদত ।
খ. আবদ মানে	পাক-পবিত্র থাকা প্রয়োজন ।
গ. আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলাই	মাবুদ ।
ঘ. আল্লাহর ইবাদতের জন্য	অনুগত বান্দা ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. ইবাদত কাকে বলে?

খ. নির্ধারিত মৌলিক ইবাদতগুলো কী কী?

গ. আল্লাহ আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন?

ঘ. ‘পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ’ বুঝিয়ে বল ।

ঙ. কীভাবে সবসময় ইবাদতে মশগুল থাকা যায়?

চ. ইবাদত করলে বান্দার কী লাভ হয়?

ছ. ইবাদতের তাৎপর্য বর্ণনা কর ।

৫. ‘ নিদ্রার সময়টুকুও আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে গণ্য ।’ কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লিখ ।

পাঠ-২

সালাত

(اَلصَّلٰوةُ)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ২৪ - ২৬) আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদত করার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ..... আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আনকাবুত, ৪৫)।

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

২.২.১ সালাতের অর্থ, গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সময় বর্ণনা করতে পারবে।

২.২.২ নিয়মিত জামাতে সালাত আদায় করবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, একটি ছেলে ও একটি মেয়ের সালাত আদায় করার ছবি, চকবোর্ড/ হোয়াইটবোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/নির্দেশক কাঠি ইত্যাদি।

একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সালাত আদায় করছে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. অতঃপর সালাত আদায় করার ছবিটি টাঙিয়ে দিন ও নিম্নের প্রশ্নগুলো করুন-

১. ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ?

২. ছেলে ও মেয়েটি কী করছে?

৩. তোমরা কী সালাত আদায় কর?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

গ. এবার বলুন, মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো সালাত। দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বান্দার মনে আল্লাহর বিধানমতো চলার অনুপ্রেরণা জোগায়। সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তায়ালার বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে। তাই সঠিক নিয়মে সালাত আদায় করার জন্য সালাত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জানা প্রয়োজন। এজন্য আজকে আমরা 'সালাত (اَلصَّلٰوةُ) সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. অতঃপর আজকের পাঠ্যাংশ সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য উপস্থাপনের সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করুন। যেমন

১. ইবাদত অর্থ কী ?

২. আল্লাহ তায়ালার নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম কী?

৩. সালাত কিসের খুঁটি?

৪. ইসলাম কয়টি রুকনের ওপর প্রতিষ্ঠিত?

৫. সালাত কাকে বলে?

৬. আল্লাহর প্রতি বান্দার চরম আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যম কোনটি?

বিশেষ কথা বোর্ডে লিখুন । বার বার পড়ুন । শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন ।

যেমন - ইসলামের পাঁচটি রুকন হলো:

১. ইমান, ২. সালাত, ৩. জাকাত, ৪. হজ, ও ৫. সাওম ।

অতপর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. সালাত কাকে বলে?

২. আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম কোনটি?

৩. সালাত শব্দের অর্থ কী?

৪. ইসলামের রুকনসমূহ কী কী?

৫. ইসলাম কয়টি রুকনের ওপর প্রতিষ্ঠিত?

৬ মৌলিক ইবাদতগুলো কী কী?

৭. সালাতের ফজিলত ও শিক্ষা বর্ণনা কর ।

৮. জামাতে সালাত আদায় করার ফজিলতসমূহ কী কী?

১০. কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম কিসের হিসাব নেওয়া হবে?

১২. কুরআন মজিদে বার বার কিসের জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগতভাবে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন ।

চ. এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন । তারা ঠিকমতো পড়ছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন প্রয়োজনে সাহায্য করুন ।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা পাঁচটি মৌলিক ইবাদতের নাম খাতায় লিখবে ।

মূল্যায়ন : যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. সালাত শব্দের অর্থ কী?

১. নত হওয়া ২. আনুগত্য

৩. দান করা ৪. সিয়াম সাধনা ।

খ. দীন ইসলামের খঁটি হলো –

১. হজ ২. জাকাত

৩. ইবাদত ৪. সালাত ।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক সালাত দীন ইসলামের ------- ।

খ. 'সালাত ------- চাবি' ।

গ. 'নিশ্চয়ই ------ অশীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে ।'

ঘ. জান্নাত লাভ করতে হলে নিয়মিত -------- আদায় করতে হবে ।

ঙ. জামাতের সাথে সালাত আদায় করলে বেশি ------- পাওয়া যায় ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ–

ক. ইবাদত মানে	আল্লাহ তায়ালা পাঁচটি পুরস্কার দিবেন ।
খ. সালাত	সালাত ।
গ. জামাতে সালাত আদায় করলে	দীন ইসলামের খুঁটি ।
ঘ. জান্নাতের চাবি	আনুগত্য করা ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. সালাত কাকে বলে?

খ. আল্লাহ আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন?

গ. সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর ।

ঘ. সবাই মিলে জামাতের সাথে সালাত আদায় করার ফজিলতসমূহ বর্ণনা কর ।

ঙ. বান্দা কীভাবে আল্লাহ তায়ালার বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে?

পাঠ-৩

সালাতের সময়

(اَوْقَاتُ الصَّلٰوةِ)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ২৬ - ২৮) সময়মতো সালাত আদায় করা আল্লাহর হুকুম ..... আরও কিছু সুন্নত ও নফল সালাত আছে, যা আমরা পরে জানব ।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

২.৩.১ সালাত আদায়ের সময় ও নিয়ম বলতে পারবে ।

২.৩.২ তারা সঠিকভাবে সালাত আদায় করতে পারবে ।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নামের তালিকা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের তালিকা, চকবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. অতঃপর সালাত আদায় করার ছবিটি টাঙিয়ে দিন ও নিম্নের প্রশ্নগুলো করুন-

১. ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ?

২. আমরা দিন ও রাতে কতবার সালাত আদায় করি?

৩. কোন কোন সময় আমরা সালাত আদায় করি?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

গ. এবার বলুন, আমরা দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি । পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় নির্ধারিত করে দেওয়া আছে । উক্ত সময়েই সালাত আদায় করতে হয়। তাই সঠিকভাবে সালাত আদায় করার জন্য সালাতের ওয়াক্ত, সালাতের নিষিদ্ধ সময় ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জানা প্রয়োজন। এ জন্য আজকে আমরা

'সালাতের সময়' (اَوْقَاتُ الصَّلٰوةِ) সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. অতঃপর আজকের পাঠ্যাংশ সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য উপস্থাপনের সময় নিম্নরূপ ছোট ছোট প্রশ্ন করুন।

১. দিন ও রাতে কতবার সালাত আদায় করতে হয়?

২. সালাতের ওয়াক্তগুলোর নাম কী কী?

৩. আল্লাহর কাছে কোন্ আমলটি উত্তম?

৪. ফজরের ওয়াক্ত কখন হয়?

৫. কোন সালাতের আলাদা কোন ওয়াক্ত নেই?

বিশেষ কথা বোর্ডে লিখুন , কয়েকবার পড়ুন । শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন ও খাতায় লিখে নিতে বলুন।

যেমন : সালাতের নিষিদ্ধ সময় -

১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময় ২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় ৩. সূর্যাস্তের সময়।

ঙ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. সালাত আদায় করা কার হুকুম?

২. সালাতের ওয়াক্ত কয়টি ও কী কী?

৩. জুমুআর সালাত কখন আদায় করতে হয়?

৪. সালাতের নিষিদ্ধ সময় কয়টি ও কী কী?

৫. ফজরে কত রাকাত ও কী কী সালাত আদায় করতে হয়?

৬ . এশায় কত রাকাত সালাত আদায় করতে হয়?

৭. কোন ওয়াক্তে সুন্নত সালাত নেই?

৮. কোন ওয়াক্তে কত রাকাত সালাত আদায় করতে হয়?

৯. কোন ওয়াক্তে ওয়াজিব সালাত আছে? এবং কত রাকাত?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়ছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

ছ. এবার শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক দলে ভাগ করুন। অতঃপর পাঠ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

কোন ওয়াক্তে কত রাকাত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত সালাত আছে শিক্ষার্থীরা ছকে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

মূল্যায়ন : পাঠটি শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. দিনে ও রাতে কত ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হয় ?

১. পাঁচ ওয়াক্ত ২. ছয় ওয়াক্ত

৩. সাত ওয়াক্ত ৪. আট ওয়াক্ত

খ. বিতর সালাত আদায় করতে হয় –

১ যোহরের ওয়াক্তে ২. আসরের ওয়াক্তে

৩. মাগরিবের ওয়াক্তে ৪. এশার ওয়াক্তে ।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. ফজরে ২ রাকাত ফরজ ও ২ রাকাত ----- সালাত আদায় করতে হয়।

খ. সময় মতো সালাত আদায় করা ------- হুকুম।

গ. যোহরের সময় শেষ হলেই ------ সময় শুরু হয়।

ঘ. --------সময়েই জুমার সালাত আদায় করতে হয়।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ রেখা টেনে মেলাতে বলুন-

ক. ফজর	৩ রাকাত ফরজ ও ২ রাকাত সুন্নত।
খ. যোহর	২ রাকাত সুন্নত ও ২ রাকাত ফরজ।
গ. আসর	৪ রাকাত সুন্নত, ৪ রাকাত ফরজ ও ২ রাকাত সুন্নত।
ঘ. মাগরিব	৪ রাকাত ফরজ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. সালাতের ওয়াক্ত কয়টি ও কী কী?

খ. সালাতের নিষিদ্ধ সময় কয়টি ও কী কী?

গ. কোন ওয়াক্তে কত রাকাত সালাত আদায় করতে হয়?

ঘ. জুমার সালাতের ওয়াক্ত কখন হয়?

৫. কোন ওয়াক্তে কত রাকাত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত সালাত আছে তার একটি ছক তৈরি কর।

পাঠ-৪
সালাত আদায়ের নিয়ম

বিষয়বস্তু : (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ২৯-৩৫) সব কাজেরই নিয়ম-পদ্ধতি আছে। ..... সালাত শেষ করতে হয়।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

২.৩.১ সালাত আদায়ের নিয়ম বলতে পারবে।

২.৩.২ তারা সঠিকভাবে সালাত আদায় করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া, সালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতির ছবি/power Pont Presentation, জায়নামাজ, নামাজের পর্যায়ক্রমিক করণীয় কাজের তালিকা, চকবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন।

১. আমরা দিন ও রাতে কতবার সালাত আদায় করি?

২. সালাতের ওয়াক্ত কয়টি ও কী কী?

৩. কোন কোন সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

গ. এবার বলুন, ইতিপূর্বে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কী, সালাত কী, সালাতের ওয়াক্ত, সালাতের নিষিদ্ধ সময়, কোন্ ওয়াক্তে কত রাকাত সালাত আদায় করতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে জেনেছি। কিন্তু সঠিকভাবে সালাত আদায় করতে হলে, সালাত আদায় করার সঠিক পদ্ধতি/নিয়ম জানা প্রয়োজন। এ জন্য আজকে আমরা 'সালাত আদায়ের নিয়ম ' সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

সালাতের পর্যায়ক্রমিক করণীয় কাজের তালিকা : সালাতে দাঁড়ানো, মনে মনে সালাতের নিয়ত করে আল্লাহু আকবার বলা, সঙ্গে সঙ্গে দুইহাত কান বরাবর ওঠানো (ছেলে), দুই হাত কাঁধপর্যন্ত ওঠানো (মেয়ে), আল্লাহু আকবার বলা ও নাভির ওপর হাত বাঁধা (ছেলে), আল্লাহু আকবার বলা ও বুকের ওপর হাত বাঁধা(মেয়ে), রুকু করা, সিজদা করা, সঠিক পদ্ধতিতে বসা ও তাশাহুদ পড়া, সালাম ফেরানো।

ঘ. **সালাতের পর্যায়ক্রমিক করণীয় কাজের তালিকাটি** শ্রেণি সম্মুখে টাঙিয়ে দিন ও কয়েকবার পড়ুন। শিক্ষার্থীদের প্রথমে শুনতে তারপর পড়তে বলুন ও খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঙ. সালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতির ছবিসমূহ শ্রেণি সম্মুখে টাঙিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন।

চ. এবার ছবি অনুযায়ী প্রতিটি কাজ পর্যায়ক্রমে সঠিকভাবে করে দেখান। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আপনাকে অনুসরণ করে, করে দেখাতে বলুন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলুন।

ছ. অতঃপর আজকের পাঠ্যাংশ সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। উপস্থাপনের সময় ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগী রাখুন।

জ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কী?

২. মহানবি (স) কীভাবে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন?

৩. তাকবিরে তাহরিমা কী?

৪. সানা কখন পড়তে হয়?

৫. সানা অর্থসহ মুখস্থ বল।

৬. সানা পড়ার পর কী করতে হয়?

৭. সূরা ফাতিহা পড়ার পর কী করতে হয়?

৮. সূরা বা সূরার অংশ পড়ার পর কী করতে হয়?

৯. রুকুতে কী করতে হয়?

১০. কী বলে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়?

১২. রুকু থেকে দাঁড়িয়ে কী পড়তে হয়?

১৩. সালাতে রাব্বানা লাকাল হামদ্ বলার পর কী করতে হয়?

১৪. সিজদাহ থেকে উঠে কী করতে হয়?

১৫. প্রথম সিজদাহ থেকে বসার পর পুনরায় কী করবে?

১৬. দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে উঠে কী করবে?

১৭. দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে উঠে দাঁড়ালে কত রাকাত হবে?

১৮. তিন ও চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতে তাশাহুদ পড়ে কী করতে হয়?

শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগতভাবে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

ঝ. এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়ছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক দলে ভাগ করুন। অতঃপর পাঠ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

ফজরের দুই রাকাত ফরজ ও দুইরাকাত সুন্নত সালাত আদায় করার নিয়ম লিখবে ও আদায় করে দেখাবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হল তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. তাকবিরে তাহরিমার পর কী করতে হয়?

১. আল্লাহু আকবার বলে দুই হাত কান পর্যন্ত ওঠাতে হয়
২. রুকু করতে হয়
৩. সিজদাহ করতে হয়
৪. সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়

খ. তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত বিশিষ্ট ফরজ সালাত হলে-

১. সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা পড়তে হবে না
২. সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা পড়তে হবে
৩. শুধু সূরা পড়তে হবে
৪. শুধু সানা পড়তে হবে।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. ------ অন্তত তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম' পড়ব।

খ. সেজদায় অন্তত তিনবার '------ -------- ----- ' বলতে হয়।

গ. মেয়েরা সর্বাঙ্গ মিলিত অবস্থায় ------ করবে।

ঘ. মেয়েরা হাত বাঁধবে -------- উপর।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ মিল করে লেখ –

ক. সালাতের নিয়ত করে আলাহু আকবর বলা	দুই হাত কান বরাবর উঠাবে।
খ.তকবিরের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা	তকবিরে তাহরিমা।
গ. তকবিরের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা	'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম'।
ঘ. রুকুর তসবিহ	দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. সানা অর্থসহ মুখস্থ বল।

খ. রুকু ও সিজদাহ্ এর তসবিহ্ বল।

গ. চার রাকাত সুন্নত সালাত কীভাবে পড়তে হবে বর্ণনা কর।

ঘ. চার রাকাত ফরজ সালাত আদায়ের নিয়ম লিখ ও করে দেখাও?

৫. দুই রাকাতবিশিষ্ট সালাত কীভাবে পড়তে হবে বর্ণনা কর।

পাঠ-৫

সালাতের আহকাম-আরকান

বিষয়বস্তু : (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৫ - ৩৭) সালাত শুরু করার আগে এবং সালাতের ভেতরে কতগুলো কাজ আছে। --------- ভুলেও কোনো ফরজ কাজ বাদ পড়লে সালাত হয় না। পুনরায় আদায় করতে হয়।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা –

২.৪.১ আহকাম - আরকান বলতে পারবে।

২.৪.২ তারা সালাতের নিয়ম কানুন বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, সালাতের আহকাম আরকান এর চার্ট/সফট কপি, জায়নামাজ, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া , চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন ।

১. বাড়িতে আব্বা, আম্মা এবং অন্যান্যরা সালাত শুরু করার আগে কী কী কাজ করেন?

২. সালাত আদায়ের সময়ে সালাত এর ভেতরে তারা কী কী কাজ করেন?

৩. সালাত আদায়ের আগে এবং সালাত এর ভেতরে যে কাজগুলো করা হয় তাকে কি বলে?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

গ. এবার বলুন সালাত আদায় করার জন্য সালাত শুরু করার আগে কতগুলো এবং সালাতের ভেতরে কতগুলো কাজ অবশ্য করতে হয়। এ অবশ্য করণীয় কাজগুলোকে ফরজ বলে। এ ফরজসমূহ দুইভাগে বিভক্ত। সালাতের বাইরের ফরজ কাজসমূহকে আহকাম এবং সালাতের ভেতরের ফরজ কাজসমূহকে আরকান বলে। একজন মুসলমানকে সহিহ্ বা শুদ্ধ করে সালাত আদায় করার জন্য সালাতের আহকাম ও আরকানসমূহ জানতে হবে। এ জন্য আজকে আমরা

'সালাতের আহকাম - আরকান ' সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. মল্টিমিডিয়ায়/চার্টে সালাতের আহকাম ও আরকানসমূহের তালিকা উপস্থাপন করুন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলুন। অপর শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন।

শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য উপস্থাপনের সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করুন।

বিশেষ কথা বোর্ডে লিখুন । বার বার পড়ুন । শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন ও খাতায় লিখে নিতে বলুন।

যেমন : সালাতের আহকাম - আরকান

সালাতের বাইরের ফরজ কাজগুলোকে আহকাম এবং সালাতের ভেতরের ফরজ কাজসমূহকে ***আরকান*** বলে। আহকাম- ৭টি এবং আরকান-৭টি।

ঙ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. সালাতের ফরজ বলতে কী বুঝায়?

২. সালাতের ফরজ কত প্রকার ও কী কী?

৩. আহকাম কতটি ও কী কী?

৪. সালাতের আরকানসমূহ কী কী?

৫. জায়গা পাক বলতে কী বুঝ?

৬ . তকবিরে তাহরিমা আহকাম না আরকান?

৭. সতর ঢাকা বলতে কী বুঝ?

৮. কেবলা মুখি কীভাবে হবে?

৯. তাশাহুদ কখন পড়তে হয়?

১০. শেষ বৈঠক কী?

১১. সালাতের কোন ফরজ কাজ বাদ পড়লে কী হয়?

১২. সালাত বাতিল হওয়ার কারণগুলো কী কী?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে। যারা পারবে না চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগতভাবে পুনশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমত পড়ছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

ছ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করুন। অতঃপর পাঠ সংশিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

সালাতের আহকাম ও আরকানের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখতে বলুন।

মূল্যায়ন : যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হল তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. সালাতের আরকান কয়টি?

১. পাঁচটি ২. ছয়টি

৩. সাতটি ৪. আটটি।

খ. কোন কাজের মাধ্যমে সালাত শেষ করা হয়?

১ সালামের মাধ্যমে ২. শেষ বৈঠকের মাধ্যমে

৩. রুকুর মাধ্যমে ৪. সিজদার মাধ্যমে।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. সালাতের ফরজ ----- টি ।

খ. সালাত শুরুর আগের ফরজ কাজগুলোকে ------- বলে ।

গ. সালাতের ------ ফরজ কাজগুলোকে আরকান বলে ।

ঘ. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা হলো -------- ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ –

ক. শরীর পাক	সালাত বাতিল হয়ে যায় ।
খ. আরকান	ওযু, গোসল, তায়াম্মুম ।
গ.ওয়াক্ত	৭টি ।
ঘ. কোন ফরজ কাজ বাদ পড়লে	সালাতের নির্ধারিত সময় ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. সালাতের মোট ফরজ কয়টি ও কী কী?

খ. শেষ বৈঠক বলতে কী বুঝ?

গ সালাত সাধারণত কীভাবে শেষ করা হয় বর্ণনা কর?

ঘ. আহকামসমূহ বল ।

ঙ. তিনটি আহকাম উলেখ কর ।

৫. ক. সালাতের আহকাম-আরকানের পার্থক্য নিরূপণপূর্বক গুরুত্ব উল্লেখ কর ।

খ. সালাতের আহকাম-আরকানগুলো লিখ ।

পাঠ-৬

সালাতের ওয়াজিব এবং সাহু সেজদা

বিষয়বস্তু: (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৭ - ৩৮) ওয়াজিব মানে অবশ্য করণীয় । ---------- তারপর ডানে-বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব ।

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

২.৫.১ সালাতের ওয়াজিবগুলো কী কী তা বলতে পারবে ।

২.৫.২ তারা সালাতের ওয়াজিবগুলো আদায় করার নিয়ম বলতে পারবে ।

২.৬.১ সিজদাহ সাহুসমূহ কী তা বলতে পারবে ।

২.৬.২ সিজদাহ সাহুসমূহ আদায় করতে পারবে ।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, সালাতের ওয়াজিবসমূহের চার্ট/সফট কপি, জায়নামাজ, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া , চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলিঃ

ক. শ্রেণির কার্যক্রমের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন ।

১. সালাতের ফরজ কয়টি ও কী কী?
২. সালতের আরকানগুলো কী কী?
৩. সালাত আদায়ের সময়ে কোন ফরজ বাদ পড়লে কী হয়?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

গ. এবার বলুন, ইতিপূর্বে আমরা সালাতের আগে এবং সালাতের ভেতরে যে কতগুলো অবশ্য করতে হয় তা জেনেছি অর্থাৎ আহকাম আরকানসমূহ জেনেছি। এও জেনেছি যে, অবশ্য করণীয় কাজগুলোকে ফরজ বলে। এ ফরজসমূহ আদায় না করলে বা কোন কারণে বাদ পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যায়। তখন পুনরায় সালাত আদায় করতে হয়। সালাতের আরও চৌদ্দটি শর্ত আছে, যা অবশ্য করণীয়। না করলে সালাত বাতিল হয়ে যায়। এ শর্তসমূহের স্থান ফরজের পরেই। এ শর্তসমূকে ওয়াজিব বলে। সালাত আদায়ের সময়ে কোন ওয়াজিব বাদ পড়লে বা ভুলে না করলে সালাত সাহু সেজদা দ্বারা সংশোধন করা যায়। একজন মুসলমানকে সহিহ্ বা শুদ্ধ করে সালাত আদায় করার জন্য সালাতের ওয়াজিব ও সাহু সেজদা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। আজকে আমরা উক্ত 'ওয়াজিব ও সাহু সেজদা ' সম্পর্কে জানব পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. মল্টিমিডিয়ায়/চার্টে সালাতের 'ওয়াজিব ও সাহু সেজদা ' সম্পর্কিত বিষয় উপস্থাপন করুন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলুন। অপর শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য উপস্থাপনের সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করুন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। কতিপয় ওয়াজিব বাস্তবে করে দেখান , শিক্ষার্থীদের করে দেখাতে বলুন। ভুল হলে সংশোধন করে দিন।

ঙ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. ওয়াজিব মানে কী?
২. গুরুত্বের দিক থেকে ওয়াজিবের স্থান কোথায়?
৩. সালাতের ওয়াজিব কয়টি ও কী কী?
৪. সালাতের ওয়াজিব ভুলে বাদ পড়লে কী করতে হয়?
৫. ইচ্ছা করে কী বাদ দিলে সালাত আদায় হয়না?
৬. যে কোন পাঁচটি ওয়াজিব উলেখ কর।
৭. সাহু অর্থ কী?
৮. সাহু সেজদা মানে কী?
৯. সাহু সেজদা কখন করতে হয়?
১০. সাহু সেজদা আদায় করার নিয়ম কী?

১১. তাশাহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে কী করতে হয়?

১২. সালাত ভঙ্গ হওয়ার কারণগুলো কী কী?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগতভাবে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. এবার শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক দলে ভাগ করুন। পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। অতঃপর পাঠ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ : গুরুত্বসহ ওয়াজিবের তালিকা তৈরি করতে বলুন।

মূল্যায়ন : যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হল তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. ওয়াজি কয়টি ?

১. দশটি ২. বারটি

৩. চৌদ্দটি ৪. পনেরটি ।

খ. সাহু সেজদা কখন করতে হয় ?

১ সালাতের শেষ বৈঠকে ২. সালাতের যে কোন বৈঠকে

৩. চার রাকাত সালাত শেষে ৪. সালাতের শেষ সিজদার মাধ্যমে।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. ওয়াজিব মানে ----- করণীয়।

খ. ফরজের পরেই ------- স্থান।

গ. সালাতের ওয়াজিব ––––– টি।

ঘ. ইচ্ছা করে কোন ওয়াজিব বাদ দিলে -------- হয় না।

ঙ. বিতর সালাতে দোয়া ––––– পড়া।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ মিল করে লেখ –

ক. প্রত্যেক রাকাতে	সাহু সেজদাহ।
খ. রুকু করে	তাশাহুদ পড়া।
গ.সালাতের শেষ বৈঠকে	এক তসবিহ পরিমান অবস্থান করা।
ঘ. রুকু ও সেজদায় কম পক্ষে	সুরা ফাতিহা পড়া।
ঙ. ভুল সংশোধনের সেজদাহ	সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন / খাতায় লিখতে বলুন–

ক. ইচ্ছা করে ওয়াজিব বাদ দিলে কী হয়?

খ. সালাতের ওয়াজিবগুলো কী কী?

গ সাহু সেজদাহ কীভাবে করতে হয় বর্ণনা কর?

পাঠ-৭

মসজিদের আদব

اَدَابُ الْمَسَاجِدِ

বিষয়বস্তু : পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৮-৪০ (মসজিদ অর্থ সেজদাহ করার স্থান । ----- পরিচালিত হতে পারে)

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

২.৭.১ মসজিদের আদবগুলো কী কী তা বলতে পারবে।

২.৭.২ মসজিদের আদবগুলো পালন করবে।

উপকরণ : সালাত আদায় করার ছবি, মসজিদের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, বিদ্যালয়ের আঙ্গিনার বাস্তব মসজিদ, মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়ার চার্ট/সফট কপি, জায়নামাজ, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. সালাত আদায় করার ও মসজিদের ছবি টাঙ্গিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন ও নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন ।

১. ছবিতে কী করতে দেখা যাচ্ছে?

২. সালাত কোথায় আদায় করা হয়?

৩. জুমুআর সালাত কোথায় আদায় করা হয়?

৪. মসজিদে সালাত আদায় করার উপকারিতা কী?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

গ. এবার বলুন, মসজিদ সালাত আদায় করার জন্য নির্ধারিত স্থান। এ স্থানে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত সালাত আদায় করাসহ অন্যান্য ইবাদত করা হয়। অন্যান্য ইবাদত সংশ্লিষ্ট কাজ ও কথাবার্তা বলা হয়। মসজিদ আল্লাহর ঘর ,অতি পবিত্র স্থান। মসজিদে জামাআতে সালাত আদায় করলে অনেক বেশি সওয়াব হয়। এ সমজিদে হাজির হয়ে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম বা আদব মেনে চলতে হয় যা আমাদের জানা উচিৎ। এজন্য আজকে আমরা ' মসজিদের আদব' সম্পর্কে জানবো বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. মসজিদের আদব ও গুরুত্ব সম্পর্কিত আজকের পাঠ সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য উপস্থাপনের সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করুন।

ঙ. মল্টিমিডিয়ায় / চার্টে মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার অর্থসহ দোয়া প্রদর্শন করে আপনি কয়েকবার পড়ুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। এবার পর্যায়ক্রমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলুন। অন্যদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। এবার সকলে পড়তে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করুন।

অপারগদের জন্য পুনঃশিখনের ব্যবস্থা নিন।

চ. মসজিদের আদবসমূহের চার্ট শ্রেণি সম্মুখে টাঙিয়ে দিয়ে পর্যায়ক্রমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলুন। প্রয়োজনে আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন। অতপর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. মসজিদ অর্থ কী?

২.মসজিদ কাকে বলে?

৩. সালাত কোথায় আদায় করলে বেশি সাওয়াব হয়?

৪. আলাহর কাছে দুনিয়ার প্রিয় স্থান কোনটি?

৫. বেশি মর্যাদা সম্পন্ন মসজিদ সমূহের নাম বল।

৬ . মসজিদের পাঁচটি আদবের নাম উলেখ কর।

৭. মসজিদে প্রবেশের দোয়াটি অর্থসহ বল।

৮. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া অর্থসহ বল।

৯. শিক্ষার ক্ষেত্রে মসজিদের ভূমিকা বর্ণনা কর।

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে পুনশিখন নিশ্চিত করুন।

ছ. এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমত পড়ছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করুন। অতঃপর পাঠ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ : মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়া অর্থসহ খাতায় লিখবে।

মূল্যায়ন : যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. সালাত কোথায় আদায় করলে বেশি সাওয়াব হয় ?

১. মসজিদে ৩. বাজারে

৩. মাদ্রাসায় ৪. বিদ্যালয়ে।

খ. মসজিদ আকসা কোথায় অবস্থিত ?

১ মক্কায় ২. আরবে

৩. জেরুসালেমে ৪. মদিনায়।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. সালাতের ফরজ ----- টি।

খ. সালাত শুরুর আগের ফরজ কাজগুলোকে ------- বলে।

গ. সালাতের ------ ফরজ কাজগুলোকে আরকান বলে ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ –

ক. আল্লাহর কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় স্থান	মসজিদের আদব।
খ. দুনিয়ার সকল মসজিদই	মর্যাদা বেশি।
গ. মসজিদে হারাম, মসজিদে নববি, মসজিদে আকসা	মসজিদ।
ঘ. নিরবতা পালন করা,উচ্চস্বরে কথা না বলা	আল্লাহর ঘর।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন / খাতায় লিখতে বলুন–
ক. মসজিদের আদব সমূহ কী কী?
খ. ' আল্লাহুম্মা ইন্নি আলআলুকা মিন ফাদলিকা ' কখন পড়তে হয়?
গ. সমাজ ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে মসজিদের ভূমিকা কী?

৫. মসজিদের আদব সম্পর্কে দশটি বাক্য লিখ।

পাঠ-৮

সাওম

اَلصَّوْمُ

বিষয়বস্তু : (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ৪০- ৪৩) সাওম আরবি শব্দ। ---- পরনিন্দা ও পাপাচারে লিপ্ত হব না।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা
২.৮.১ সাওমের সংজ্ঞা,গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
২.৮.২ নিয়মিত সাওম পালন করতে পারবে।

উপকরণ : সাওম ও ইফতারের নিয়ত লিখিত চার্ট/সফট কপি, পাঠ্যপুস্তক, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. পূর্ব প্রস্তুতিসহ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন।

১. ইসলামের রুকন কয়টি ও কী কী?
২. কোন মাসে সাওম বা রোজা রাখা ফরজ?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

গ. এবার বলুন, সাওম ইসলামের অন্যতম রুকন। রমযান মাসে একমাস সাওম পালন করা ফরজ। সাওম বা রোযা একমাস ধরে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। খারাপ ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থেকে গরিবের দুঃখ

বোঝা যায়। আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য রমজান মাসে প্রত্যেক মুসলমানের রোযা অবশ্যকরণীয় বা ফরজ। এজন্য সঠিক নিয়মে রোযা রাখার জন্য সাওম বা রোযার নিয়ত, সেহেরি, ইফতার , তারাবির নামাজ ইত্যাদি বিষয় জানা উচিৎ । এ জন্য আজকে আমরা 'সাওম' সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন, শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. সাওম কী, গুরুত্ব ও তাৎপর্য, সাওমের নিয়ত, তারাবির সালাত সম্পর্কিত আজকের পাঠ উপস্থাপন করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য উপস্থাপনের সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করুন।

ঙ. মল্টিমিডিয়ায়/চার্টে সাওমের অর্থসহ নিয়ত প্রদর্শন করে আপনি কয়েকবার পড়ুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। এবার পর্যায়ক্রমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলুন। অন্যদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। এবার সকলে বলতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করুন। অপারগদের জন্য পুনশিখনের ব্যবস্থা নিন।

চ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পুনরায় আলোচনা করে আজকের বিষয় সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. সাওম কাকে বলে?

২.সাওম পালনের সময়সীমা কী?

৩. সাওম অস্বীকার করলে কী হবে?

৪. সাওম পালনের মূল উদ্দেশ্য কী?

৫. তাকওয়া কী?

৬ . সাওমকে আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধিও ঢাল বলা হয় কেন?

৭. সাওমের মাসকে ফজিলতের দিক থেকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং ফজিলতসমূহ কী কী?

৮. সাওম রাখার নিয়ত অর্থসহ বল।

৯. ইফতারের নিয়ত বল।

১০ সাওমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সংক্ষেপে লিখ।

১১. তারাবির সালাত কয় রাকাত ও কখন আদায় করতে হয়?

১২. কীভাবে অতীতের গুণা মাফ হয়ে যায়?

১৩. তারাবির সালাত পড়লে কী লাভ হবে বলে মহানবি (স) বলেছেন?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগতভাবে পুনশিখন নিশ্চিত করুন।

ছ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করুন। পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। অতঃপর পাঠ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ : সাওমের মাসে কী কী কাজ করতে হয় শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

মূল্যায়ন : যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. সাওমের প্রথম অংশ ?

১. নাজাত ২. মাগফিরাত
৩. রহমত ৪. কোনটিই নয়।

খ. তারাবির সালাত ?

১ ফরজ ২. সুন্নত
৩. ওয়াজিব ৪. সুন্নত মুয়াক্কাদা ।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. সাওম পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো—— অর্জন করা।

খ. ——— মানে আল্লাহকে ভয় করা ।

গ. সাওম হলো আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধির———উপায় ।

ঘ. সাওম পালনে অনেক -------- প্রয়োজন হয়।

ঙ. নিয়মিত ——— আদায় করব।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. সাওম রাখার ও ইফতারের নিয়ত বল।

খ. সাওমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সংক্ষেপে লিখ।

গ.'সাওম পালন উন্নত চরিত্র ও আদর্শ সমাজ গঠনের সহায়ক ' বুঝিয়ে বল।

ঘ. তারাবির সালাত কী? এ সম্বন্ধে মহানবি (স) কী বলেছেন?

ঙ. সাওম আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায় এ সম্পর্কে দশটি বাক্য লিখ।

চ. সাওমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

ছ. তারাবির নামাজের নিয়ম বর্ণনা কর।

পাঠ-৯

যাকাত

اَلزَّكٰوةُ

বিষয়বস্তু : (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৩–৪৫) যাকাত শব্দের অর্থ – পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা এবং বৃদ্ধি । ———— আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হব ।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা

২.৯.১ যাকাতের পরিচয়, গুরুত্ব, তাৎপর্য ও নিয়ম-নিসাব বলতে পারবে।

২.৯.২ তারা হিসাব করে যাকাত আদায় করতে পারবে।

উপকরণ : নিসাবের চার্ট, মাসারিফের চার্ট/সফট কপি, পাঠ্যপুস্তক, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. পূর্ব প্রস্তুতিসহ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন ।

১. সব সম্পদের মালিককে?
২. ধনী এবং গরিব কার সৃষ্টি?
৩. জাকাত কাদের দিতে হয়?
৪. ধনীর সম্পদে কাদের অধিকার আছে?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে । না পারলে বলে দেবেন ।

গ. এবার আজকে আমরা ' যাকাত' সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন । আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন ।

ঘ. যাকাত কী, গুরুত্ব ও তাৎপর্য, যাকাতের নিসাব , যাকাতের মাসারিফ ইত্যাদি সম্পর্কিত আজকের পাঠ উপস্থাপন করুন । শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য উপস্থাপনের সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করুন ।

ঙ. মল্টিমিডিয়ায়/চার্টে যাকাতের নিসাব ও মাসারিফ প্রদর্শন করে আলোচনা করুন । শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন । এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে শুনুন ও আলোচনা করুন । এবার সবাই বলতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করুন । অপারগদের জন্য পুনঃশিখনের ব্যবস্থা নিন ।

চ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পুনরায় আলোচনা করে আজকের বিষয় সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. পৃথিবীর সকল মানুষ কী সমান সম্পদের অধিকারী?
২. কাদের অভাব নেই আর কাদের দুঃখের শেষ নেই?
৩. যাকাত অর্থ কী?
৪. যাকাত কাকে বলে?
৫. গরিবদের প্রতি ধনীদের দায়িত্ব কী?
৬ . যাকাত গরিবদের অধিকার না ধনীদের দয়া?
৭. যাকাত দেওয়া সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ কী বলেন?
৮. ইসলামে ইমান ও সালাতের পর কিসের স্থান?
৯. যাকাত দিলে সম্পদের কী হয়?
১০ নিসাব কী?
১১. যাকাতে নিসাবের পরিমান কী?
২. কার ওপর যাকাত ফরজ?
১৩. নিসাব পরিমান সম্পদের কয় ভাগ যাকাত দিতে হয়?
১৪. শতকরা কত টাকা যাকাত দিতে হয়?

১৫. গহনাপত্র ও টাকা-পয়সা ছাড়া আর কিসের যাকাত দিতে হয়?
১৬. কয় শ্রেণির লোককে যাকাত দেওয়া যায়?
১৭. যাকাত দানের খাতগুলো কী কী?
১৮. যাকাত দিলে কী লাভ হয়?
১৯. যাকাত নাদিলে কী ক্ষতি হয়?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে ***পুনঃশিখন*** নিশ্চিত করুন।

ছ. এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়ছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

জ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক দলে ভাগ করুন। অতঃপর পাঠ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। প্রত্যেক দলের কাজ দেখুন ও প্রয়োজন হলে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

যাকাতের নিসাব, যাকাত দানের উপকারিতা, যাকাত না দেওয়ার ক্ষতিসমূহ খাতায় লিখবে।

মূল্যায়ন : যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞাসা করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. যাকাত দিলে –

১. ধনী – গরিবের ব্যবধান কমে ২. ধনী – গরিবের ব্যবধান বাড়ে
৩. ধনী- গরিবের ব্যবধান একই থাকে ৪. ধনী–গরিবের ব্যবধানে কোন প্রভাব পড়ে না

খ. প্রতি একশত টাকার যাকাত হয় –

১ . আড়াই টাকা ২. তিন টাকা
৩. সাড়ে তিন টাকা ৪. চার টাকা।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. সালাতের পরেই ----- গুরুত্ব বেশি।
খ. নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে ------- দিতে হয়।
গ. মাসারিফ অর্থ ----- খাতসমূহ ।
ঘ. যে পরিমান সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হয় তাকে --------বলে ।
ঙ. নিসাব পরিমান সম্পদের ------- ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. যাকাতের নিসাব ও মাসারিফ কী বর্ণনা কর।
খ. যাকাত প্রদানের খাত কয়টি ও কী কী?
গ.'সাওম পালন উন্নত চরিত্র ও আদর্শ সমাজ গঠনের সহায়ক ' বুঝিয়ে বল।
ঘ. যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।
ঙ. যাকাতের নিসাব বর্ণনা কর।
চ. যাকাতের মাসারিফ বা খাতসমূহ বর্ণনা কর।

পাঠ-১০
হজ

বিষয়বস্তু : (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৫–৪৮) হজ শব্দের অর্থ ----------একটি কুরবানি করতে হয়।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা –

২.১০.১ হজ শব্দের অর্থ, তাৎপর্য ও গুরুত্ব বলতে পারবে।

উপকরণ : হজ কী, হজের ফরজসমূহের চার্ট, মাল্টিমিডিয়া, চকবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. পূর্ব প্রস্তুতিসহ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন ।

১. ইসলামের রুকন কয়টি?
২. হজ ইসলামের কত নাম্বার রুকন?
৩. কাবাঘর কোন দিকে অবস্থিত?
৪. মুসলমানরা কাবা ঘরে কেন যায়?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

খ. এবার আজকে আমরা ' হজ' সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

গ. মল্টিমিডিয়ায়/চার্টে হজ কী, হজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত আজকের পাঠ উপস্থাপন পূর্বক আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন, মনোযোগ ধরে রাখার জন্য উপস্থাপনের সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করুন। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে শুনুন ও আলোচনা করুন। এবার সকলে বলতে পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করুন। অপারগদের জন্য পুনঃশিখনের ব্যবস্থা নিন।

ঘ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পুনরায় আলোচনা করে আজকের বিষয় সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. হজ ইসলামের কত নাম্বার রুকন?
২. হজ শব্দের অর্থ কী?
৩. হজ কাকে বলে?
৪. কাবা ঘর কী?
৫. হজের নির্দিষ্ট সময় কখন?
৬ . হজ কী ধরনের ইবাদত?

৭. হজ কাদের জন্য ফরজ?

৮. হজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কী বলেন?

৯. যাকাত দিলে সম্পদের কী হয়?

১০ কেবলা কী?

১১. হজ সম্পর্কে রসুল (স) কী বলেন?

১২. জীবনে কতবার হজ ফরজ?

১৩. হজের প্রধান কাজগুলো কী কী?

১৪. হজের ফরজ কয়টি?

১৫. বিশ্ব মুসলিমের মহা সম্মেলন কী?

১৬. হজের সময় সব দেশের কারা একত্রিত হয়?

১৭. কোথায়, কখন, সবার পোষাক , পরিচয় ও উদ্দেশ্য এক থাকে?

১৮. হজের সময় সবার পরিচয় কী?

১৯. হজের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে কী গড়ে ওঠে?

২০. ইহরামের সাথে সাথে কোন দোয়াটি বার বার পড়তে হয়?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

ঙ. এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়ছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

চ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক দলে ভাগ করুন। অতঃপর পাঠ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। প্রত্যেক দলের কাজ দেখুন ও প্রয়োজন হলে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হজে করণীয় কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

মূল্যায়ন : যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞাসা করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. কাবা ঘর কোথায় অবস্থিত ?

১. মক্কায় ২. মদিনায়

৩. জেরুসালেমে ৪. ফিলিস্তিনে।

খ. হজের ফরজ কয়টি ?

১ .তিনটি ২. চারটি

৩.পাঁচটি ৪. সাতটি।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ----- ইবাদত।

খ. হজের প্রথম ফরজ হলো ------- বাঁধা।
গ. হজ শব্দের অর্থ ——— করা।
ঘ. ৮ – ১২ জিলহজ পর্যন্ত -------- নির্দিষ্ট সময়।
ঙ. পৃথিবীর প্রাচীনতম ইবাদতখানা --------- ।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন/খাতায় লিখতে বলুন–
ক. হজের ফরজ কাজ কয়টি ও কী কী?
খ. হজের প্রধান প্রধান কাজ কী?
গ. হজের মাধ্যমে কী শিক্ষা হয় বর্ণনা কর? ।
ঘ. 'হজ বিশ্ব মুসলিমের মহা সম্মেলন ' বুঝিয়ে বল।
ঙ. ইসলামে হজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।
চ. হজের ফরজ কয়টি ও কী কী বর্ণনা কর।

পাঠ-১১
কুরবানি
اَلْحَجُّ

বিষয়বস্তু : (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৮–৫১) কুরবানি শব্দের অর্থ নৈকট্য , ত্যাগ, উৎসর্গ।--------সকলের মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় ।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা –
২.১১.১ কুরবানির অর্থ, উদ্দেশ্য এবং নিয়ম পদ্ধতি বলতে পারবে।
২.১১.২ কুরবানি প্রচলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও শিক্ষা সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : হজ কী,হজের ফরজসমূহের চার্ট, মাল্টিমিডিয়া, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. পূর্ব প্রস্তুতিসহ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।
নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন।
১. আমরা কোন ঈদে কুরবানি করি?
২. কখন কুরবানি করি?
৩. কী কুরবানি করি?
৪. কেন কুরবানি করা হয়?
শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

খ. এবার আজকে আমরা 'কুরবানি' সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

গ. মাল্টিমিডিয়ায়/চার্টে কুরবানি কী, কুরবানির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত আজকের পাঠ উপস্থাপন পূর্বক আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন, মনোযোগ ধরে রাখার জন্য উপস্থাপনের সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করুন। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে শুনুন ও আলোচনা করুন। অপারগদের জন্য পুনঃশিখনের ব্যবস্থা নিন।

ঘ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পুনরায় আলোচনা করে আজকের বিষয় সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. কুরবানি শব্দের অর্থ কী?
২. কুরবানি কাকে বলে?
৩. কাদের ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব?
৪. কুরবানি কাদের ও কিসের পুণ্যময় স্মৃতি বহন করে?
৫. হজের নির্দিষ্ট সময় কখন?
৬ . কুরবানি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কী বলেন?
৭. কুরবানির অন্যতম উদ্দেশ্য কী?
৮. কত তারিখ ও কোন সময়ে কুরবানি করতে হয়?
৯. কী ধরনের পশু কুরবানি দেওয়া যায়?
১০ কুরবানির গোশত ভাগ করার নিয়ম কী?
১১. কুরবানি প্রচলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
১২. জীবনে কতবার হজ ফরজ?
১৩. কুরবানি স্বার্থক হয় কীভাবে?
১৪. কুরবানি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষের কী যাচাই করেন?
১৫. হযরত ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে কী দেখেছিলেন?
১৬. হযরত ইবরাহীম (আ) কে কেন এ স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলেন?
১৭. কুরবানির গোশত কী করা হয়?
১৮. হযরত ইসমাঈল (আ) কে ছিলেন?
১৯. মা-বাবার সব চেয়ে প্রিয় কী?
২০. শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ) কী করলেন?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগতভাবে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

ঙ. এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়ছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

চ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করুন। অতপর পাঠ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। প্রত্যেক দলের কাজ দেখুন ও প্রয়োজন হলে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা কুরবানির দিন করণীয় কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

মূল্যায়ন : যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞাসা করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. কুরবানি করতে হবে–

১. ত্যাগের মনোভাব নিয়ে ২. গর্বের মনোভাব নিয়ে

৩. দুঃখের মনোভাব নিয়ে ৪. ভয়ের মনোভাব নিয়ে।

খ. কুরবানির গোশত সাধারণত –

১ .তিনভাগ করতে হয় ২. চার ভাগ করতে হয়

৩.পাঁচ ভাগ করতে হয় ৪. সাত ভাগ করতে হয়।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. কুরবানি করা ----- ।

খ. গৃহপালিত হালাল পশু আল্লাহর নামে ------- করাকে কুরবানি বলে।

গ. ------- ত্যাগের মহিমা উজ্জীবিত করার জন্য কুরবানির প্রচলন রয়েছে।

ঘ. ১০–১২ জিলহজ পর্যন্ত ------- নির্দিষ্ট সময়।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. কুরবানি বলতে কী বোঝ?

খ. কুরবানির গোশত কয় ভাগে ভাগ করতে হয় কাকে কাকে দিতে হয়?

গ. কুরবানির শিক্ষা কী কী? ।

ঘ. কুরবানির ইতিহাস কী?

ঙ. কুরবানির উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

পাঠ-১২

আকিকা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা- ৫১–৫২) আকিকা শব্দের অর্থ ভাঙা, কেটে ফেলা, ----------পশু জবাই করাকে আকিকা বলে।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা –

২.১২.১ আকিকার পরিচয়, আকিকা করার নিয়ম ও পদ্ধতি বলতে পারবে।

উপকরণ: আকিকা কী,আকিকার কাজসমূহের চার্ট, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলিঃ

ক. পূর্ব প্রস্তুতিসহ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন।

১. আকিকা কাকে বলে?
২. আকিকা কেন করা হয়?
৩. আকিকা কখন করতে হয়?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

খ. এবার আজকে আমরা ' আকিকা ' সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

গ. মাল্টিমিডিয়ায়/চার্টের সাহায্যে আকিকা কী, আকিকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য, আকিকার দিনের কাজসমূহ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত আজকের পাঠ উপস্থাপন পূর্বক আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন, মনোযোগ ধরে রাখার জন্য উপস্থাপনের সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করুন। অপারগদের জন্য পুনঃশিখনের ব্যবস্থা নিন।

ঘ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পুনরায় আলোচনা করে আজকের বিষয় সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. আকিকা শব্দের অর্থ কী?
২. আকিকার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব কী?
৩. সন্তান জন্মের কতদিন পর আকিকা করতে হয়?
৪. আকিকা কী দিয়ে করতে হয়?
৫. সন্তান জন্মের কততম দিনে আকিকা করা উত্তম?
৬ . আকিকার দিন কী কী কাজ করতে হয়?
৭. ছেলে সন্তান জন্মের পর কী করতে হয়?
৮. আকিকা করলে সন্তানের কী হয়?
৯. আকিকা না করতে পারলে কী হয়?
১০ কী ধরনের পশু দিয়ে আকিকা করতে হয়?
১১. আকিকার গোশত কী করবে?
১২. সপ্তম দিনের পর কী আকিকা করা যায়?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আর কোনো প্রশ্ন থাকলে শুনুন ও আলোচনা করুন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

ঙ. এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়ছে কিনা দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

চ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক দলে ভাগ করুন। অতঃপর পাঠ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। প্রত্যেক দলের কাজ দেখুন ও প্রয়োজন হলে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আকিকার দিন করণীয় কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞাসা করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. আকিকা করা –

১. ফরজ ২. সন্নত

৩. ওয়াজিব ৪. সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

খ. সন্তানের কল্যাণ ও হিফাজতের কামায় –

১ .আকিকা করা হয় ২. কুরবানি করা হয়

৩. দান করা হয় ৪. সদকা করা হয়।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে ----- করা উত্তম ।

খ. মুসলিম ------- কে সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করতে হয়।

গ. "---- সন্তানের জন্য দুইটি ছাগল ও --- সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবেহ করাই যথেষ্ট।" ।

ঘ. কুরবানির পশুর গোশত যেভাবে বণ্টন করা উত্তম, ----- গোশতও সেভাবে বণ্টন করা উত্তম।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন / খাতায় লিখতে বলুন–

ক. আকিকা বলতে কী বোঝ?

খ. আকিকা করলে কী লাভ হয়?

গ. আকিকার চারটি কাজ কী কী?

ঙ. আকিকার নিয়মগুলো বর্ণনা কর।

পাঠ-১৩
ব্যবহারিক দোয়া

বিষয়বস্তু : (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ৫২ - ৫৪) পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের খালিক ও মালিক। ---------- বড় হয়ে আরও দোয়া শিখব ।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা –

২.১৩.১ ব্যবহারিক দোয়াসমূহ জানবে এবং বলতে পারবে।

২.১৩.২ মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার দোয়া অর্থসহ শুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্থ বলতে পারবে।

উপকরণ: অর্থসহ ব্যবহারিক দোয়াসমূহের চার্ট, পাঠ্যপুস্তক, মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়ার রঙিন চার্ট/সফট কপি, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলিঃ

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন ।

১. তোমরা কী কী দোয়া জান?
২. দু একটি দোয়া বল?
৩. পরস্পর সাক্ষাৎ হলে কী করি ও বলি?
৪. আমরা কাজ শুরু করার আগে কী পড়ি ?
৫. খাওয়ার আগে আমরা কী বলি?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

গ. এবার বলুন, প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন কাজ করি। এ সব কাজে সফল লাভের জন্য আমরা আল্লাহর রহমত চাইব, তাঁর সাহায্য চাইব । আর তার জন্য আমরা দোয়া পড়ে নেব। যাতে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেন। এগুলোকে বলা হয় ব্যবহারিক দোয়া। এ সকল দোয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজের আগে পড়তে হয় ।

আজকে আমরা কিছু 'ব্যবহারিক দোয়া' সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. 'ব্যবহারিক দোয়া ' ***ও এর*** গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দিন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য ছোট ছোট প্রশ্ন করুন।

ঙ. মাল্টিমিডিয়ায়/চার্টে অর্থসহ ব্যবহারিক দোয়াসমূহ প্রদর্শন করে আপনি কয়েকবার শুদ্ধ উচ্চারণরণে পড়ুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। এবার পর্যায়ক্রমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলুন। অন্যদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। এবার সকলে পড়তে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করুন। অপারগদের জন্য পুনঃশিখনের ব্যবস্থা নিন।

চ. শিক্ষার্থীদের প্রতি দুইজনে জোড়া তৈরি করতে বলুন / অর্থসহ ব্যবহারিক দোয়াসমূহের চার্ট শ্রেণি সম্মুখে টাঙিয়ে দিন। পরস্পরের সহযোগিতায় দোয়াগুলো অনুশীলন করতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন। পর্যায়ক্রমে কয়েক জোড়াকে শ্রেণি সম্মুখে এনে দোয়াসমূহ ব্যবহার করে দেখাতে বলুন। না পারলে বলে দিন।

ছ. অতঃপর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. আমরা সব কাজে কার সহায্য চাইব?
২. ব্যবহারিক দোয়া কাকে বলে?
৩. আমরা সবকিছু কার নাম নিয়ে শুরু করব?
৪. রাসুল (স) কোনো কাজ শুরু করার আগে কী গড়তেন?
৫. কোনো ভালো কাজ শুরু করার আগে আমরা কী বলব ?
৬ . খাওয়ার পরে আল্লাহর শুকর করে কী বলব?

৭. কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম দিয়ে কী দোয়া বলব?
৮. সালামের উত্তরে কী দোয়া বলতে হয় এবং এর অর্থ কী?
৯. হাঁচি দিলে কী দোয়া বলতে হয়? দোয়াটির অর্থ কী?
১০. হাঁচি শুনলে কী দোয়া বলব? এর অর্থ কী?
১১. কবর দেখলে কী দোয়া পড়ব? এ দোয়ার অর্থ কী?
১২. ঘুমানোর আগে কোন দোয়া পড়ব? এ দোয়ার অর্থ কী?
১৩. ঘুম থেকে জেগে কোন দোয়া পড়তে হয়? অর্থসহ বলো।
১৪. মসজিদে প্রবেশের সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? অর্থসহ বলো।
১৫. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? অর্থসহ বলো।
১৬. ব্যবহারিক দোয়া পড়লে আমাদের কী লাভ হবে?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

জ. এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়ছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

ঝ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক দলে ভাগ করুন। অতঃপর পাঠ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিতকাজ : শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক দোয়ার একটি তালিকা তৈরি করবে, শুদ্ধ উচ্চারণে বারবার পড়বে ও মুখস্থ করবে।।

মূল্যায়ন : যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞাসা করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. খাওয়ার পরে আল্লাহর শুকর করে বলবো–

১. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম　　২. আলহামদু লিল্লাহ
৩. আসসালামু আলা,　　৪. সুবাহান আল্লাহ।

খ. দোয়াটি কখন পড়তে হয় ? اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيٰ

১. ঘর থেকে বের হওয়ার সময়　　২. খাওয়ার পরে
৩. মসজিদে প্রবেশের সময়　　৪. কোন কবর দেখলে।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. কোনো ভালো কাজ শুরু করার আগে ----- রাহমানির রাহিম পড়তে হয়।
খ. যে কোনো বৈধ কাজই ------ ইবাদত।
গ. হাঁচি দিয়ে বলতে হয় ------।
ঘ. পরস্পর ------ হলে বলব– আসসালামু আলাইকুম।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশে মিল করে লেখ –

ক. আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা-	দোয়া পড়তেন।
খ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔	এই দোয়া মসজিদে প্রবেশের সময় পড়তে হয়।
গ. ইয়ার হামুকালাহু	অর্থ : "সকল প্রশংসা আল্লাহর
ঘ. রসুল (স) কোনো কাজ শুরু করার আগে	অর্থ : আল্লাহ আপনাকে রহমত করুন।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. ব্যবহারিক দোয়া কী বোঝায়?

খ. 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন কাদলিকা ' কখন পড়তে হয়?

গ. 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা ' অর্থ কী?

ঘ. এই দোয়াটি কখন পড়তে হয়? اَللّٰهُمَّ افْتَحْلِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

৫. যে কোনো তিনটি ব্যবহারিক দোয়া অর্থসহ বাংলা আরবিতে লিখ।

পাঠ-১৪

পরিচ্ছন্নতা

اَلنَّظَافَةُ

বিষয়বস্তু : (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৪-৫৭) শরীর, পোশাক ও স্থান বা পরিবেশের পরিষ্কার, পরিপাটি, নির্মল ও ময়লামুক্ত অবস্থাকে বলে পরিচ্ছন্নতা। ———— অতঃএব আমরা পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ধর্মীয় অনুশাসনগুলো যথাযথভাবে পালন করব।

২.১৪.১ পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বলতে পারবে।

২.১৪.২ তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা –

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বোঝায়, তাহারাত বা পবিত্রতা কী সম্পর্কিত চার্ট, পরিচ্ছন্নতার উপকারিতা-অপকারিতার চার্ট/সফট কপি, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন।

১. পরিচ্ছন্নতা বা পবিত্রতা ইমানের কী?

২. পরিচ্ছন্ন থাকলে কী লাভ হয়?

৩. অপরিচ্ছন্ন থাকলে কী ক্ষতি হয়?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

গ. এবার বলুন , পরিচ্ছন্নতা বা পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। আল্লাহ তায়ালা চিরপবিত্র। যারা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পাক-সাফ থাকে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। আমাদের প্রিয় নবি (স) সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। তিনি সবাইকে পাক-সাফ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে নির্দেশ দিতেন।

যারা অপরিচ্ছন্ন থাকে, নোংরা থাকে তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। তাদের কেউ ভালোবাসে না, তাদের নানা রকম অসুখ-বিসুখ হয়। তাই নিজে,নিজের শরীর, পোশাক, ঘর বাড়ি ও তার আশপাশ, পড়ার টেবিল ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ও কীভাবে পরিষ্কার রাখা যায় তা জানতে হবে। এ জন্য আজকে আমরা ' পরিচ্ছন্নতা ' সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. মাল্টিমিডিয়ায়/চার্টের সাহায্যে-পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বোঝায়, তাহারাত বা পবিত্রতা কী , পরিচ্ছন্নতার উপকারিতা-অপকারিতা উপস্থাপন করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য উপস্থাপনের সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করুন। অতঃপর

ঙ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বোঝায়?

২. তাহারাত বা পবিত্রতা কী?

৩. পরিচ্ছন্নতা থেকে কী আলাদা করা যায় না?

৪. পরিচ্ছন্নতা বা পবিত্রতা কীসের অঙ্গ?

৫. কাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন?

৬ .আমাদের প্রিয় নবি (স) সবাইকে কী নির্দেশ দিতেন?

৭. অপরিচছন্ন ও নোংরা থাকলে কী কী ক্ষতি হয়?

৮. মহানবি (স) কী খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন?

৯. দাঁত পরিষ্কার না রাখলে কী ক্ষতি হবে?

১০. হাত কীভাবে পরিষ্কার রাখতে হয়?

১১. পা কীভাবে পরিষ্কার রাখতে হয়?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগতভাবে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন।

তারা ঠিকমতো পড়ছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

ছ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক দলে ভাগ কবুন। অতঃপর পাঠ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ : কীভাবে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা যায় শিক্ষার্থীরা তার একটি কর্মপন্থা তৈরি করবে এবং ছুটির দিনে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

মূল্যায়ন : আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞাসা করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. মহানবি (স) দুর্গন্ধযুক্ত কোনো কিছু খেয়ে কোথায় যেতে নিষেধ করেছেন ?

১. করো বাড়িতে ২. মসজিদে
৩. সভায় ৪. বিদ্যালয়ে।

খ. "আমার উম্মাতের কষ্ট না হলে, প্রত্যেক অযুর আগে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম"কে বলেছেন?

১. রাসুল (স) ২. হযরত ইসরাফিল (আ)
৩. হযরত ইসা (আ) ৪. হযরত মুসা (আ)।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. পরিচ্ছন্নতা বা পবিত্রতা ---- অঙ্গ।

খ. রাসুল (স) বলেছেন- "আমার উম্মাতের কষ্ট না হলে, প্রত্যেক অযুর আগে -- নির্দেশ দিতাম"।

গ. আল্লাহ তায়ালা -----।

ঘ. যারা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পাক-সাফ থাকে তাদেরকে -----ভালোবাসেন।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ –

ক. নির্মল ও ময়লামুক্ত অবস্থাকে বলে	আলাদা করা যায় না।
খ. পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্র কাকে	তাদের নানা রকম অসুখ-বিসুখ হয়।
গ. যারা অপরিচ্ছন্ন থাকে, নোংরা থাকে	পাক-সাফ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে নির্দেশ।
ঘ. প্রিয় নবি (স) সবাইকে দিতেন	পরিচ্ছন্নতা।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. আল্লাহ কাদেরকে ভালোবাসেন?

খ. শরীরের কোন কোন অঙ্গ বেশী নোংরা হয়?

গ অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা থাকলে কী কী ক্ষতি হয়?

ঘ. কীভাবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়?

৫. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন - মুখ, দাঁত , হাত ও পা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

পাঠ-১৫

ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আন্তরিকতা ও সব ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

বিষয়বস্তু : (পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৫-৫৯) ধর্মীয় অনুশাসন পালনে তথা ইবাদতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। ---------- যেমনি ভাবে তিনি আদম (আ)কে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন।"

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

২.১৫.১ নিজ ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আন্তরিক হবে।

২.১৫.২ সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার গুরুত্ব বলতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. অতঃপর আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ ও মানসিক প্রস্তুতি জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলো করুন-

১. মৌলিক ইবাদতগুলো কী কী?

২. ইবাদতের উদ্দেশ্য কী?

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কীভাবে ইবাদত করা প্রয়োজন?

৪. কীভাবে ইবাদত করলে, ইবাদত এবাদত বলে গণ্য হয় না?

শিক্ষার্থীরা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে বলে দিন।

গ. এবার, আজকে আমি 'ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আন্তরিকতা ও সব ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া' পাঠটি আলোচনা করব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. অতঃপর আজকের পাঠ্যাংশ সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য উপস্থাপনের সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করুন।

ঙ. বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ কথাসমূহ বোর্ডে লিখুন/ চার্টে প্রদর্শন করুন। কয়েকবার পড়ুন। শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন ও খাতায় লিখে নিতে বলুন।

যেমন : ১.সালাত হচ্ছে মুমিনের মিরাজ, আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের উপায়। ২. যাকাত দানে সম্পদ পবিত্র হয়,ব্যক্তি ও সমাজ থেকে হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়,ধনী-গরিবের ব্যবধান কমে, সমাজে সম্প্রীতি, আর্থিক নিরাপত্তা ও ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। ৩. সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষের পাশবিকতার দমন ও সৎ প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন হয়। ৪.হজের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার অনুভূতির প্রতিফলন ঘটে। ৫. নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে সালাত, সাওম ও হজ, যাকাতের মতো মৌলিক ইবাদতগুলোও ইবাদত হিসেবে গণ্য নাও হতে পারে। ৬. ইসলাম মানবতার ঐক্যে বিশ্বাস করে, বিভেদ পছন্দ করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ধর্মে যবর দস্তি নেই" لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ-

চ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন –

১. ধর্মীয় অনুশাসন পালনে তথা ইবাদতে কী একান্ত আবশ্যক?
২. কখন ইবাদত ইবাদত বলে গণ্য হয় না?
৩. আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের উপায় কী?
৪. আল্লাহ তায়ালার কাছে কোন ধরনের সালাতের কোনো মূল্য নেই?
৫. কীসের প্রতি মানুষের আর্কষণ ও ভালোবাসা একান্ত সহজাত?
৬. "সম্পদের মালিকানা আল্লাহর" এই ভাবধারার বাস্তব প্রমাণ ঘটে কিসে?
৭. যাকাত সমাজে কী কী সুফল আনে?
৮. মানুষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে যাকাতের গুরুত্ব কী?
৯. যাকাতের উদ্দেশ্য কী?
১০. সাওমের উদ্দেশ্য কী?
১১. কোন সাওম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়?
১৩. হজ আমাদের কী শিক্ষা দেয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হজের গুরুত্ব অপরিসীম?
১৪. ধর্মীয় অনুশাসন পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে কী হয়?
১৫. ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ মূলত কোন পিতা-মাতার সন্তান?
১৬. ইসলাম কী ধরনের জীবন ব্যবস্থা?
১৭. মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা এসেছে পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কী বলেন?
১৮. মদিনা সনদ কী?
১৯. "ধর্মে যবরদস্তি নেই।" কে বলেছেন?
২০. হাবশা অধিপতি আসহামার কাছে মহানবি (স) কী লিখেছিলেন?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগতভাবে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

ছ. শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশটুকু বই খুলে অনুচ্চস্বরে মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়ছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

জ. এবার শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক দলে ভাগ করুন। অতঃপর পাঠ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ : বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামে যে নীতিমালা আছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হল তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞাসা করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. কোন ধর্ম সব ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদার, সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল ?

১. খ্রিষ্টান ধর্ম ২. হিন্দুধর্ম
৩. ইসলাম ধর্ম ৪. বৌদ্ধ ধর্ম।

খ. সিয়ামের উদ্দেশ্য–

১ . তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জন ২. সারাদিন না খেয়ে থাকা

৩. কম খাওয়া ৪. কেবল রাতে খাওয়া ।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. সালাত হচ্ছে মুমিনের ----- ।

খ. ইসলাম সব ধর্ম ও ----- প্রতি উদার, সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল ।

গ. ইসলাম ------ ঐক্যে বিশ্বাস করে, বিভেদ পছন্দ করে না ।

ঘ. নিজের ধর্ম অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অনুমতি ------ নেই ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ রেখা টেনে মেলাতে বলুন-

ক. আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,	সব ধর্মের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ঘোষণা ও রক্ষাকবচ ।
খ. "মদিনার সনদ"	"ধর্মে যবরদস্তি নেই ।"
গ. ইসলাম এত উদার যে, মহানবি (স) ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের	বেশি অগ্রাধিকার দিতেন ।
ঘ. মহানবি (স) যুদ্ধের তুলনায় সন্ধি ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলাকে	মদিনা মসজিদে ইবাদতের সুযোগ করে দিয়েছিলেন ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. ধর্মীয় অনুশাসন পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার গুরুত্ব বর্ণনা কর ।

খ. সব ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদার, সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা কর ।

গ. মদিনার সনদ কী? এর গুরুত্ব বর্ণনা কর ।

ঘ. হজ বিশ্ব মুসলিমের মহা সম্মেলন । বুঝিয়ে বল ।

৫. বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবি (স) যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা বর্ণনা কর ।

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ

আখলাক অর্থ সদাচার, চরিত্র। সুন্দর স্বভাব ও ভালো চরিত্রকে আরবিতে আখলাক বলে। চরিত্র ভালো হলে জীবন সুন্দর হয়। সুখের হয়। যার চরিত্র সুন্দর এবং আচরণ ভালো সে সদা সত্য কথা বলে, পিতা-মাতার কথা শোনে, শিক্ষককে সম্মান করে, সৃষ্টির সেবা করে, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করে এবং সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করে, ইত্যাদি।

আর যার চরিত্র সুন্দর নয় এবং আচরণ মন্দ সে মিথ্যা বলে, পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করে না, সৃষ্টির সেবা করে না ইত্যাদি। যার চরিত্র ও আচরণ সুন্দর সবাই তাকে ভালোবাসে। বয়সে বড় হলে সবাই তাঁকে সম্মান করে। শ্রদ্ধা করে। আর বয়সে ছোট হলে সবাই তাকে আদর করে। স্নেহ–যত্ন করে। সবাই বলে তার চরিত্র ভালো। সে উত্তম লোক।

মহানবি (স) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।

যার চরিত্র সুন্দর নয়, আচরণ ভালো নয়, কেউ তাকে ভালোবাসে না। শ্রদ্ধা করে না। আদর ও স্নেহ করে না। সবাই তাকে ঘৃণা করে। অবিশ্বাস করে। কেউ তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে না।

আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধের একটি আদর্শ কাহিনী

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র) উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদ রওনা দেবেন। তাঁর মা তাঁর জামার আস্তিনের মধ্যে চল্লিশটি সোনার মুদ্রা সেলাই করে দিলেন। আর রওনা দেওয়ার পূর্বে পুত্রকে বললেন, "সর্বদা সত্য কথা বলবে, কখনো মিথ্যা বলবে না।" তিনি কাফেলার সাথে বাগদাদ রওনা দিলেন। পথিমধ্যে একদল ডাকাত কাফেলার ওপর হামলা করল। ডাকাতের দল কাফেলার সকলকে একের পর এক তল্লাশি করল। তাদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিল। তারা আব্দুল কাদির (র) কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে বালক! তোমার কাছে কী আছে? তিনি নির্ভয়ে উত্তর দিলেন,'চল্লিশটি সোনার মুদ্রা আছে'। ডাকাতরা ধমকের সুরে বলল, কোথায় 'সোনার মুদ্রা'? উত্তরে আব্দুল কাদির (র) বললেন, এগুলো আমার জামার আস্তিনের মধ্যে সেলাই করা আছে।' তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা দেখে ডাকাত

দলের সরদারের বিবেক খুলে গেল। সে অনুতপ্ত হলো। তারা সকলে সৎপথ ধরল। তারা সৎ হলো।

এভাবে সুন্দর আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে মুক্তি দেয়। মানব সমাজ আলোর পথ পায়। বস্তুত সুন্দর আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধ মানবজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের চরিত্র সুন্দর ও আচরণ ভালো করতে হলে আমরা–

আল্লাহর ইবাদত করব, পিতা-মাতার কথা শুনব।

শিক্ষককে সম্মান করব, সত্য কথা বলব।

সৃষ্টির সেবা করব, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করব।

মানবাধিকার ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলব।

আমরা কতগুলো মন্দ আচরণ থেকে দূরে থাকব। যেমন–

আমরা মিথ্যা কথা বলব না, ঝগড়া–বিবাদ করব না।

হিংসা করব না, চুরি–ডাকাতি করব না।

ধূমপান করব না, দেশের ও জনগণের ক্ষতি করব না।

আল্লাহর ইবাদত ভুলব না, কটু কথা বলব না।

পরিকল্পিত কাজ : ভালো আচরণ এবং মন্দ আচরণের পৃথক পৃথক চার্ট তৈরি কর।

সৃষ্টির সেবা (خِدْمَةُ الْخَلْقِ)

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ। তিনি সৃষ্টি করেছেন চাঁদ–সুরুজ, গ্রহ–তারা, নদীনালা, পাহাড়–পর্বত, গাছপালা এবং আরো অনেক কিছু। আল্লাহর এইসব সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সবার সেরা। আর তিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। তাই মানুষ আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখাবে। সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। এরই নাম সৃষ্টির সেবা।

যারা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখায় এবং সৃষ্টির সেবা করে আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি হন। তাদের ভালোবাসেন। তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন। মহানবি (স) বলেছেন:

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَآءِ

অর্থ: 'পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাদের প্রতি দয়া দেখাও। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'।

আল্লাহর ইবাদতের পর আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের সেবা করা। আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেবা করা। আমরা একে অপরের প্রতি দয়া দেখাব। সহানুভূতিশীল হব। যদি আমরা কারো প্রতি দয়া না দেখাই তাহলে আল্লাহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। আমাদের ওপর দয়া করবেন না। মহানবি (স) বলেছেন:

لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

অর্থ: যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া দেখান না।

আমরা মানুষের সেবা করব। অসুস্থ ব্যক্তির সেবাযত্ন করব। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেব। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করব। নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, দরিদ্র ও ভিক্ষুককে সাহায্য করব। বেকার লোকদের কাজের ব্যবস্থা করে দেব। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী বিপদে পড়লে সাহায্য-সহযোগিতা করব। মহানবি (স) বলেছেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা কর এবং বন্দিকে মুক্তি দাও"।

শুধু মানুষ নয়, সব জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ও গাছপালা ইত্যাদি আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেবা করব। গরু-ছাগল, কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেব না। প্রহার করব না। এদের যত্ন করব। কোনো জীবজন্তু বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধার করব। তাকে বাঁচাব। আর এ সবই নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে, 'একদা এক মহিলা পথের পাশে দেখতে পান যে, একটি কুকুর পিপাসায় খুবই কাতর। আর্তনাদ করছে। এখনই মারা যাবে এমন অবস্থা। মহিলার দয়া হলো। তিনি কাছেই একটি কূপ দেখতে পেলেন এবং কূপ থেকে পানি আনলেন। কুকুরের মুখের সামনে পানি ধরলেন। পানি পান করে কুকুরটি আরাম পেল। সে প্রাণে বেঁচে গেল।

মহিলা আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া দেখালেন। কুকুরটিকে সেবা করলেন। এ জন্য আল্লাহ ঐ মহিলার প্রতি খুশি হলেন। তার জীবনের সব পাপ ক্ষমা করে দিলেন'।

একটি আদর্শ কাহিনী

ফুয়াদ পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। একদিন সে স্কুলে যাওয়ার পথে একটি গরুর গাড়ি দেখল। গাড়িতে মালামাল বোঝাই খুব বেশি। এদিকে গাড়ির চাকা খাদে পড়ে গেছে। গরু খাদ থেকে গাড়িটি টেনে তুলতে পারছে না। গরুর খুব কষ্ট হচ্ছে। গরুর কষ্ট দেখে ফুয়াদের খুব কষ্ট হলো। তার দয়া হলো। সে গাড়ির গাড়োয়ানকে সাহায্য করল। গাড়িটি ঠেলে খাদ থেকে রাস্তার ওপরে উঠিয়ে দিল।

বোঝাই গাড়ি ঠেলে তুলছে

অতঃপর সে গাড়োয়ানকে বলল, চাচাজান, গরু–মহিষ তাদের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারে না। বেশি বোঝা চাপালে এদের খুব কষ্ট হয়। আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। গুনাহ হয়। গাড়োয়ান ফুয়াদের ব্যবহারে খুব খুশি হলো। সে ফুয়াদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করল।

আমাদের মহানবি (স) সৃষ্টির সেবার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। তিনি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষের সুখ–দুঃখের খোঁজখবর নিতেন। পাঁচওয়াক্ত সালাতের সময় মসজিদে সকলের খোঁজখবর নিতেন। তিনি শুধু মানবজাতির কল্যাণকামী ছিলেন না বরং আল্লাহর সকল

সৃষ্টির প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি সারাজীবন সৃষ্টির সেবা করে গেছেন। এ জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বা 'সমগ্র বিশ্বের রহমত স্বরূপ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

পরিকল্পিত কাজ : কী কী উপায়ে সৃষ্টির সেবা করা যায় তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

দেশপ্রেম (حُبُّ الْوَطَنِ)

দেশপ্রেম অর্থ দেশকে ভালোবাসা, স্বদেশকে ভালোবাসা, জন্মভূমিকে ভালোবাসা। নিজের দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার নামই দেশপ্রেম।

আমাদের মহানবি (স) তাঁর জন্মভূমি মক্কা নগরীকে খুব ভালোবাসতেন। মক্কার লোকজনকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। তিনি মক্কাবাসীকে সত্য ও ন্যায়পথে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রথম দিকে তারা মহানবি (স)–এর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তারা তাঁর ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশে নিজের জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

হিজরতের সময় মহানবি (স) তাঁর জন্মভূমি মক্কানগরী ছেড়ে যেতে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন। খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় অশ্রুভেজা চোখে বারবার মক্কার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর কাতরকণ্ঠে বলছিলেন:

"হে মক্কানগরী, তুমি কত সুন্দর!

তুমি আমার জন্মভূমি, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তুমি আমার কাছে কতই না প্রিয়!

হায়! আমার স্বজাতি যদি ষড়যন্ত্র না করত,

এদেশ থেকে আমাকে তাড়িয়ে না দিত

আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না ।

স্বদেশের প্রতি মহানবি (স)–এর কী গভীর ভালোবাসা! কী মধুর টান! কী অটুট দেশপ্রেম।

আমাদের জন্মভূমি এই বাংলাদেশ। আমাদের স্বদেশ এই বাংলাদেশ। আমরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি এই বাংলাদেশকে ভালোবাসব। প্রাণের চেয়েও ভালোবাসব। দেশের সকল সম্পদকে ভালোবাসব ও যত্ন করব। দেশের সম্পদ সংরক্ষণ করব। আর এগুলো করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

জাওয়াদের আব্বার নাম আব্দুল্লাহ আল মামুন। জাওয়াদ তার আব্বাকে জিজ্ঞাসা করল: আমরা দেশকে কীভাবে ভালোবাসব, বাংলাদেশকে কীভাবে ভালোবাসব আব্বু!

জাওয়াদের আব্বু উত্তরে বললেন, আমরা এভাবে দেশের সেবা করে দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি:

ক. দেশের সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করব, কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করব,

খ. গৃহপালিত পশুপাখির যত্ন নেব, তাদের কোনো কষ্ট দেব না,

গ. বৃক্ষরোপণ করব, ফলমূলের গাছ লাগাব, গাছ নষ্ট করব না, পাতা ছিঁড়ব না, ডাল ভাঙব না,

ঘ. বেঞ্চে, দেয়ালে বা অন্য কোথাও আজেবাজে কিছু লিখব না, সবকিছু পরিচ্ছন্ন রাখব, সংরক্ষণ করব,

ঙ. পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস অপচয় করব না, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করব,

চ. দেশকে ভালোবাসব, দেশের মানুষকে ভালোবাসব, সুন্দর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

তাই তো জ্ঞানীরা বলেছেন : حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِيْمَانِ

অর্থ : দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।

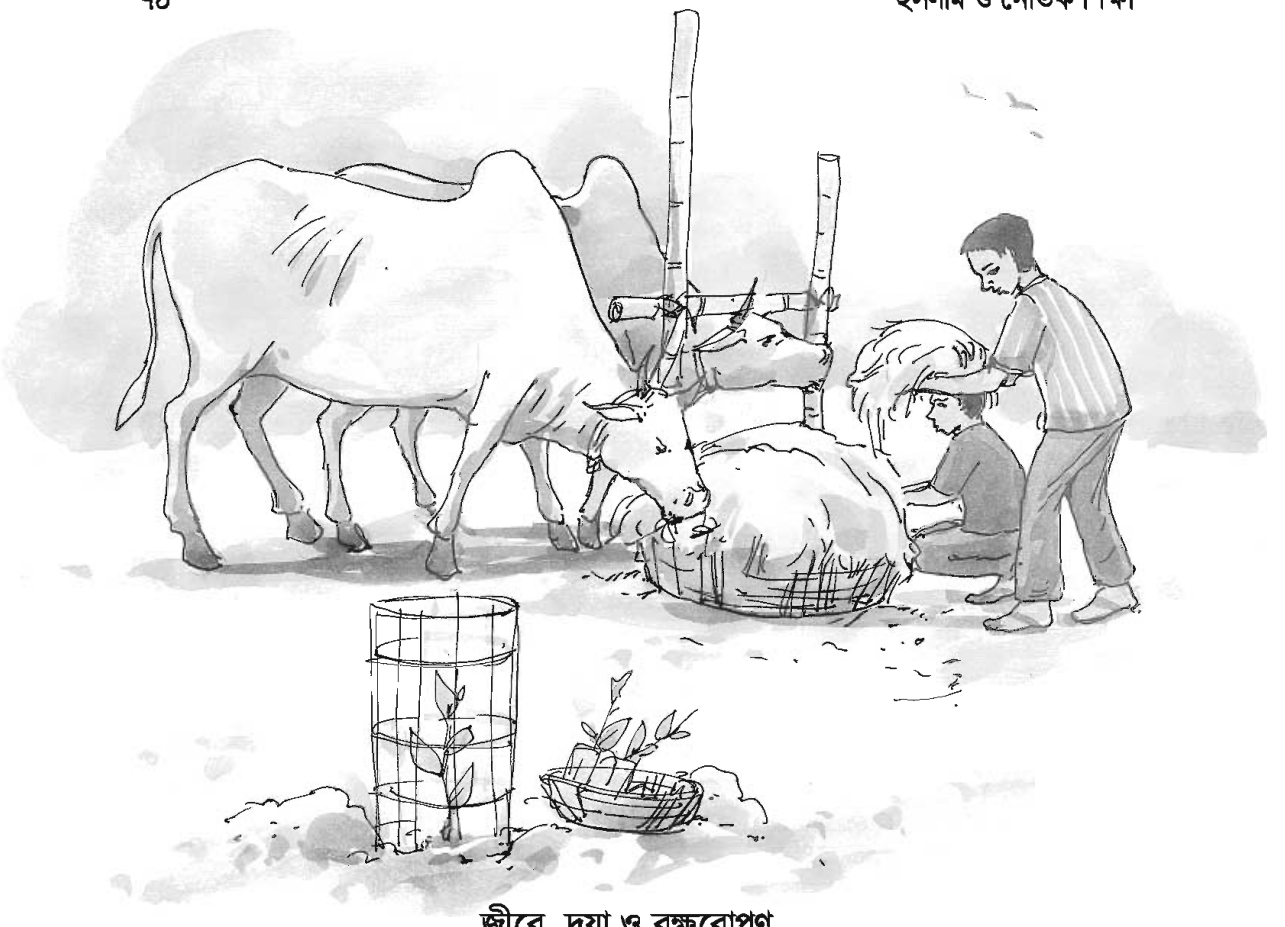

জীবে দয়া ও বৃক্ষরোপণ

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা কীভাবে দেশপ্রেম গড়ে তুলবে তার একটি চার্ট খাতায় লিখবে।

ক্ষমা (اَلْعَفْوُ)

ক্ষমা আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ গুণ। মানুষ ভুল করে। অন্যায় করে। গুনাহ করে। মানুষ অন্যায়–অপরাধ করার পর যদি অনুতপ্ত হয়, তাহলে আল্লাহ নিজগুণে অনুতপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন। যদি তিনি মানুষের অপরাধ ও গুনাহ ক্ষমা না করতেন তাহলে কোনো গুনাহগার ব্যক্তি তার শাস্তি থেকে রেহাই পেত না। তিনি ক্ষমা পছন্দ করেন।

আল্লাহ ক্ষমাশীল। যেমন তিনি মানুষকে ক্ষমা করে দেন, তেমনি মানুষের কর্তব্য অন্য অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়া। আল্লাহ বলেন, যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং লোকদেরকে

ক্ষমা করে এরূপ নেক বান্দাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।

ক্ষমা করা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। যার মন উদার, মানুষের জন্য যার দয়ামায়া বেশি, যে রাগ দমন করতে পারে, সেই ক্ষমাশীল হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে সকলেই ভালোবাসে। আল্লাহও ভালোবাসেন। এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন: ' যে ক্ষমা করল, ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করে দিল, তার জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার রয়েছে।'

একটি আদর্শ কাহিনী

আমাদের মহানবি (স) এর সারা জীবনই ছিল ক্ষমার উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি ছিলেন মানবজাতির পরম বন্ধু। কাফেররা তাঁর ওপর নির্মম অত্যাচার করত। তাঁকে মক্কা ছাড়তে বাধ্য করল। তিনি আল্লাহর নির্দেশে জীবন রক্ষার্থে এবং ইসলাম প্রচারের জন্য তায়েফ গমন করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন পালিত পুত্র যায়িদ (রা)। তায়েফবাসী তাঁর ইসলাম প্রচার শুনল না। তারা তাঁকে লাঞ্ছিত করল। তারা পাথরের আঘাতে তাঁকে এবং যায়িদ (রা)কে রক্তাক্ত করল। আল্লাহর রহমতে তাঁরা দুজনে রক্তাক্ত অবস্থায় তায়েফ থেকে পালিয়ে আসলেন। কিন্তু তবুও দয়ার নবি (স) তায়েফবাসীর জন্য বদদোয়া করলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তারা অবুঝ, তারা কিছুই বোঝে না। তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর।'

মহানবি (স) তাঁর প্রাণের শত্রুদেরকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি কোনোদিন তাদের ওপর প্রতিশোধ নেননি। তিনি হাসিমুখে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি মক্কাবাসীকে ক্ষমা করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মহানবি (স) এর প্রেম ও ক্ষমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মক্কাবাসী স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এভাবে মহানবি (স)–এর ক্ষমার আদর্শে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মক্কানগরী তওহিদের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীগণ শ্রেণিকক্ষে ক্ষমার গুরুত্ব সম্পর্কে পরস্পরে আলোচনা করবে এবং সকলে ক্ষমার গুরুত্ব সম্বন্ধে জানবে। সকলে ক্ষমা করা শিখবে এবং ক্ষমা করবে।

ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়া

(اَلتَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالْاِنْكَارُ عَلَى الْاِثْمِ)

ছোট–বড় যত সদাচার এবং সৎ কাজ– এ সবই ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, গরিব ও দুঃস্থদের জন্য সেবা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, তাদের স্বাবলম্বনের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট মেরামত ও তৈরি করা। এসব ভালো কাজে একে অপরের সহযোগিতা করতে হয়। যদি এলাকায় রাস্তাঘাট না থাকে তাহলে যাতায়াত ও চলাফেরার খুব অসুবিধা হয়। খাল ও পানির নালার ওপরে পুল ও সাঁকো না থাকলে যাতায়াতের সমস্যা হয়। তাই সকলে মিলে রাস্তাঘাট, পুল ও সাঁকো তৈরি করব। একে অপরকে সাহায্য–সহযোগিতা করব। তাহলে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে অসুবিধা হয় না।

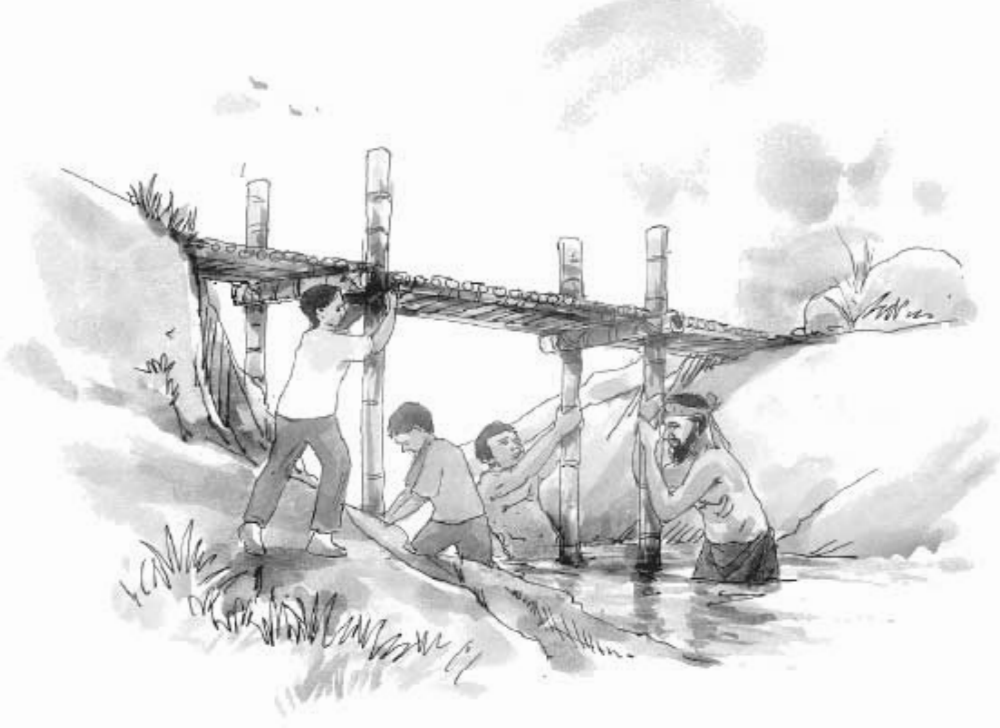

চিত্র : সমবায়ভিত্তিতে সাঁকো তৈরি করছে

কাজটা সুন্দর হয়। গ্রাম ও মহল্লার সকলে মিলেমিশে ভালো কাজ করলে গ্রাম ও মহল্লাটি সুন্দর হয়। একটি আদর্শ গ্রাম ও মহল্লা হিসেবে পরিচিত লাভ করে। কথায় বলে–

সবে মিলে করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ।

আমরা ময়লা আবর্জনা ফেলার একটি নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি করব। সকলে ডাস্টবিন অথবা নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলব। আমরা সকলে মিলে একটি ছোটখাটো গ্রন্থাগার গড়ে তুলব। অবসর সময়ে সেখানে গিয়ে বই পড়ব। আমরা সকলে মিলে রাস্তার পাশে বা ফাঁকা স্থানে গাছ লাগাব। ফুল ও সবজির বাগান করব। এগুলোর যত্ন নেব। যেখানে সেখানে প্রস্রাব–পায়খানা করা উচিৎ নয়। আমরা সবাই মিলে প্রত্যেক পরিবারের জন্য ২/১টি করে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরি করব। আমরা মাঝে মাঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বড়দের সাথে অংশ নেব। বড়দের সাহায্য করব। আমরা লেখাপড়ার পাশাপাশি এ ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেব। পরিবার, বিদ্যালয় ও এলাকার উন্নতি করব।

খারাপ ও অসৎ কাজই মন্দকাজ। কোনো কিছু চুরি করা, ছিনতাই করা, ঝগড়া ও মারপিট করা ইত্যাদি খারাপ কাজগুলো মন্দকাজ। এসব মন্দকাজে কখনো একে অপরের সাহায্য–সহযোগিতা করা উচিৎ নয়। মন্দকাজে বাধা দিতে হয়। যদি আমাদের কোনো সহপাঠ বই, খাতা কিম্বা পেন্সিল চুরি করে, শ্রেণিকক্ষের মধ্যে হৈ চৈও গন্ডগোল করে, চাকু বা ছুরি দিয়ে বেঞ্চের কোনা কাটে, দেয়ালে কালির দাগ দেয় তাহলে আমরা এসব মন্দকাজে তাকে বাধা দেব। এগুলো করতে নিষেধ করব। যদি সে আমাদের নিষেধ না শোনে তাহলে তার শিক্ষকের কাছে তার এসব মন্দ আচরণের কথা জানাব। শিক্ষক তাকে এসব মন্দ কাজ করতে বিরত রাখবেন। সংশোধন করে দেবেন। বাধা দেবেন।

সব ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং সব মন্দকাজে বাধা দেওয়া ইসলামের নির্দেশ এবং নৈতিক মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। মহানবি (স) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কারো মন্দকাজ করতে দেখে তাহলে সে যেন নিজের শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দেয়। আর যদি সে শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দিতে অপারগ হয় তাহলে উপদেশের মাধ্যমে তাকে সংশোধন করে। আর যদি তাও না পারে তাহলে সে যেন তার প্রতি ঘৃণা করে। আর এটাই দুর্বল ইমানের পরিচয়'।

আমাদের মহানবি (স) ও তাঁর সাহাবিগণ সর্বদা ভালো কাজে সহযোগিতা এবং মন্দকাজে বাধা প্রদান করতেন। ফলে তাদের সমাজ অত্যন্ত সুন্দররূপে গড়ে উঠেছিল। কেউ ভুলে অথবা গোপনে মন্দকাজ করলে সে নিজেই অনুতপ্ত হতো। লজ্জা পেত। মহানবি (স) এর কাছে চলে আসত। নিজের পাপের কথা স্বীকার করত। তওবা করত।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তোমরা ভালো ও সৎকাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর। আর মন্দ ও পাপ কাজে একে অপরকে অসহযোগিতা কর"।

আমরা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলব। মহানবি (স)–এর উপদেশ মানব। ভালোকাজে একে অপরকে সহযোগিতা করব। কেউ মন্দকাজ করলে তাকে বাধা দেব। মন্দকাজ করা থেকে বিরত রাখব। সুন্দর পরিবেশ গড়ব। সুন্দর সমাজ গড়ব। সুন্দর সোনার বাংলাদেশ গড়ব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা ভালো কাজের এবং মন্দকাজের একটি তালিকা পাশাপাশি খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

সততা

সততা মানে সাধুতা, মানবতা, সত্যবাদিতা। নিজের স্বার্থ বড় করে না দেখা এবং অপরের স্বার্থ ক্ষুন্ন হোক তা না চাওয়ার নামই সততা । যার মধ্যে এই মহৎ গুণটি রয়েছে তাকে সৎ ব্যক্তি বলা হয়। যার মধ্যে সততা আছে সে ন্যায়নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখবে। তার মধ্যে মানবতাবোধ থাকবে। সে সর্বদা সত্য কথা বলবে এবং মানুষের বিশ্বাস অর্জন করবে। এমনকি তার চরম শত্রুরাও তাকে বিশ্বাস করবে। সততা মানুষকে ভালো কাজের দিকে পরিচালিত করে। আর ভালো কাজ মানুষকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। তাই ইসলাম আমাদের কথাবার্তায়, কাজকর্মে ও আচার–আচরণে সততা রক্ষা করার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন।

অপরপক্ষে যেখানে সততার অভাব রয়েছে। সেখানে সুখ নেই। শান্তি নেই। সেখানে অশান্তি আর অশান্তি । সেখানে বদনাম বিরাজ করে। অসত্য এবং সততার অভাব মানুষকে সমাজে হেয় করে তোলে। যে সমাজে সত্যবাদিতা ও সততার অভাব ঘটে সে

সমাজ আস্তে আস্তে ধ্বংসের পথে চলে যায়। ধ্বংস হয়ে যায়। প্রতারণা ও দুর্নীতি সে সমাজকে আচ্ছন্ন করে। মহানবি (স) বলেছেন.

اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

অর্থ : সততা ও সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি দেয় আর অসত্য ও মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।

সততা সম্পর্কে আমরা একটি আদর্শ কাহিনী জানব

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন হযরত ওমর (রা) ।তিনি তাঁর রাষ্ট্রের সর্বোস্তরে ন্যায় বিচার করতেন। কোনো প্রকার অন্যায় কাজ হলে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা থাকত। ছোট বড়, আপন–পর, ধনী–দরিদ্র সকলের জন্য সমান বিচার হত। বিচারে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব হত না। তিনি রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে মদিনার অলিতে–গলিতে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নিতেন। তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতেন।

এক রাতে তিনি মদিনার পথে ঘুরতে ঘুরতে একটি কুঁড়ে ঘরের কাছে আসলেন। ঐ ঘরে এক দরিদ্র মা ও তার মেয়ে বসবাস করতেন। তিনি মা ও মেয়ের কথাবার্তা শুনতে পেলেন। দুধ বিক্রি করে তাদের সংসার চলত । মা তার মেয়েকে সকালে দুধের সাথে পানি মিশিয়ে দুধের পরিমাণ বাড়াতে বললেন। মেয়েটি তার মায়ের কথা শুনে অনুরোধ করে বললেন, মা এটা অন্যায় কাজ। যদি খলিফা এই অন্যায় জানতে পারেন তাহলে কঠিন শাস্তি দিবেন। মা বললেন একাজ তো খলিফা বা তার লোকজন দেখতে পারবে না। জানতেও পারবেন না। মেয়েটি তার মাকে বলল খলিফা ওমর বা তার লোকজন এ অন্যায় না দেখতে পেলেও স্বয়ং আল্লাহ তো সবকিছু দেখছেন। তার চোখ কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। তিনি সব কিছু দেখেন ও শোনেন।

হযরত ওমর (রা) মা ও মেয়ের এসব কথাবার্তা শুনে বাড়িতে ফিরে গেলেন। তিনি মেয়েটির সততায় খুবই খুশি হলেন ও মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁর যোগ্য ও স্নেহের পুত্রের সাথে ঐ দরিদ্র মহিলার সৎ কন্যার বিয়ে দিলেন। এই মেয়েটিই হলেন খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) এর নানি।

আমাদের মহানবি (স)এর চরিত্রে এই সততা গুণটি পরিপূর্ণ ছিল। তার চরম শত্রুরাও তার এই সততার কারণে তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তার প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে যেদিন শত্রুরা

তার বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল সেদিনও তার কাছে বহু লোকের অর্থ–সম্পদ আমানত ছিল। তিনি কারো কোনো অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করেননি। নষ্টও করেননি। আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় তিনি আমানতের সব অর্থসম্পদ হযরত আলী (রা)–এর কাছে রেখে গিয়েছিলেন। হযরত আলী (স) সেগুলো নিজ নিজ মালিককে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এটাই সততার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত । মহানবি (স) বলেছেন

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

অর্থ: ধর্মের মূল হলো সততা– সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের প্রকাশ।

পরিকল্পিত কাজ : সততা কাকে বলে শিক্ষার্থী খাতায় সুন্দর করে বুঝিয়ে লিখবে।

পিতা-মাতার খেদমত

এই পৃথিবীতে পিতা-মাতার চেয়ে আপনজন আমাদের আর কেউ নেই। পিতা-মাতার অছিলাতেই আমরা দুনিয়াতে এসেছি। তাঁদের স্নেহ ও আদরে আমরা লালিতপালিত হই এবং বড় হয়েছি। তাঁরা ভালোবাসা ও মমতা দিয়ে আমাদের আদরযত্ন করেন। শিশুকালে আমাদের মলমূত্র পরিষ্কার করেন। আমাদের অসুখবিসুখ হলে অনেক সেবাযত্ন করেন। আমাদের আনন্দে তাঁরা আনন্দ পান। আমাদের দুঃখকষ্টে তাঁরাও দুঃখকষ্ট পান। তাঁরা সবসময় আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করেন। আমাদের সুস্থতা ও সুখসমৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এহেন হিতাকাঙ্ক্ষী পিতা-মাতার প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

আমরা সবসময় পিতা-মাতার খেদমত করব। পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করব। তাঁদের আদেশ–নিষেধ শুনব এবং মেনে চলব। তাঁদের সম্মান দেখাব। তাঁদের সেবাযত্ন করব। তাঁরা অসুস্থ হলে সেবা করব। চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। তাঁরা যাতে সুখে–শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন সেদিকে খেয়াল রাখব। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

অর্থ: তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

আমরা পিতা-মাতার মনে সামান্যতম কষ্ট দেব না। দুঃখ দেব না। তাঁদের সামনে গলিগালাজ করব না। তাঁদেরকে কটুকথা বলব না এবং গালি দেব না । তাঁদেরকে মন্দ বলব না। তিরস্কার করব না। তাঁদের সাথে খারাপ ব্যবহার করব না। আমরা তাঁদের

সামনে বা অগোচরে এমন কথা বলব এবং এমন কাজ করব যা তাঁরা দেখলে বা শুনলে খুশি হয়। তাঁরা খুশি হলে আল্লাহও আমাদের ওপর খুশি হবে। মহানবি (স) বলেছেন,

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَ سَخَطُهُ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

অর্থ: পিতার সন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের সন্তুষ্টি আর পিতার অসন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি।

পিতামাতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে সন্তানের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ সময় যাতে তাঁদের সামান্যতম দুঃখকষ্ট ও অসুবিধা না হয় সেদিকে সবসময় খেয়াল রাখব। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করব। তাঁদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে সর্বদা নিম্নোক্ত দোয়া করব:

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! পিতা-মাতা আমাকে যেমন শৈশবে স্নেহ-যত্নে লালনপালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি ঠিক তেমনি দয়া করুন।

এখন আমরা পিতা-মাতার খেদমতের ব্যাপারে একটি আদর্শ কাহিনী জানব :

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র) ইরানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আম্মাকে সবসময় খেদমত করতেন। সেবাযত্ন করতেন। তাঁর আম্মাও তাঁকে খুবই আদর-স্নেহ করতেন। তাঁর আম্মা অসুস্থ ছিলেন। একদা তিনি তাঁর পুত্রের কাছে পানি চাইলেন। পুত্র বায়েজিদ আশপাশে কোথাও পানি পেলেন না। অবশেষে নদী থেকে পানি আনলেন। পানি নিয়ে আসতে একটু দেরি হয়েছে। তাঁর আম্মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। শীতের সময় ছিল তখন। বায়েজিদ (র) ভাবলেন আম্মাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে উঠালে তিনি কষ্ট পাবেন। তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হবে, তাই তিনি সারারাত পানির পাত্র হাতে নিয়ে মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কনকনে শীত। শীতে তার হাত অবশ হয়ে আসছিল। কিন্তু তবু তিনি আম্মাকে ডাকলেন না । ঘুম ভাঙালেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন।

শেষ রাতে আম্মার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। শিয়রে তাঁর ছেলেকে পানির পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি অবাক হলেন এবং খুব খুশি হলেন। তিনি প্রাণভরে ছেলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ মায়ের দোয়া কবুল করলেন। পরবর্তীতে ছেলেটি বিশ্ববিখ্যাত আল্লাহর ওলি বায়েজিদ বোস্তামী নামে

পরিচিত হলেন। আর এটাই নৈতিক মূল্যবোধের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

সন্তান মায়ের সেবায় পানির পাত্র হাতে অধির আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে

এভাবে পিতা-মাতার খেদমত করলে আল্লাহর রহমত লাভ করা যায়। পিতা-মাতার খেদমত ও সেবাযত্নের মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের চরম সুখশান্তি। মহানবি(স) বলেছেন,

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

অর্থ: মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা পিতা-মাতার খেদমত সম্পর্কে জানবে। পরস্পর আলোচনা করবে এবং খাতায় লিখবে।

শ্রমের মর্যাদা

শ্রম অর্থ মেহনত, পরিশ্রম, চেষ্টা, খাঁটুনি। আমরা সবাই শ্রম দেই। চেষ্টা করি, কেউ চাকরিতে শ্রম দেই, কেউ ব্যবসা–বাণিজ্যে শ্রম দেই। কেউ চাষাবাদে শ্রম দেই। কেউ লেখাপড়ায় শ্রম দেই। কেউ খেলাধুলায় শ্রম দেই। চেষ্টা ও শ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি।

কথায় বলে: ' চেষ্টা করলে কেষ্ট মেলে।' আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰي

অর্থ : মানুষ যা চেষ্টা করে তাই পায়।

ফুয়াদ পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। সে রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠে। মেসওয়াক করে। হাতমুখ ধুয়ে ওযু করে। ফজরের সালাত আদায় করে। কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করে। অতঃপর তার আম্মু মনিরার কাছে পড়তে বসে। সে প্রতিদিনের পড়া তৈরি করে নিয়ে স্কুলে যায়। শিক্ষক সাহেব ক্লাসে পড়ার মধ্য থেকে তাকে কোনো প্রশ্ন করলে সে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয়। শিক্ষক সাহেব তার ওপর খুব খুশি হন। শিক্ষক সাহেব ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন তোমরা পড়াশোনায় শ্রম ও মনোযোগ দিলে সবাই পড়া শিখতে পারবে। প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। চেষ্টা ও পরিশ্রমই শেখার ও জানার চাবিকাঠি।

আমরা অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে লজ্জাবোধ করি। মনে করি যে কাজ করলে লোকে ঘৃণা করবে। চাকর বলবে। কিন্তু এরকম মনে করা ঠিক না। কারণ আমরা সবাই শ্রম দেই। আমরা সকলে শ্রমিক । দেশের সম্মানীয় রাষ্ট্রপ্রধান দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য শ্রম দেন। বিনাময়ে অর্থ উপার্জন করেন। তাই কোনো শ্রম বা শ্রমিককে ঘৃণা করতে নেই। প্রত্যেক শ্রমিককে তার শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে। তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তাকে স্নেহ ও আদর করতে হবে।

আমাদের মহানবি (স) সবসময় নিজের কাজ নিজে করতেন। তিনি কখনো কাজে অবহেলা করতেন না। কোনো কাজকে ঘৃণা করতেন না। কাজ ফেলে রাখতেন না। অপরের কাজে সাহায্য–সহযোগিতা করতেন। তিনি ছেঁড়া জামা–কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। ময়লা জামা–কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। ঘর ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতেন। পানাহারের প্লেট–গ্লাস নিজেই ধুতেন। বাসায় মেহমান আসলে তাকে যত্ন করতেন। তিনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতো নিজ হাতে সব কাজ করতেন। আনন্দ পেতেন। মহানবি (স) চাকরদের সম্পর্কে বলেছেন, 'যারা কাজ করে তারা তোমাদের ভাই। নিজে যা খাবে তাদের তা খাওয়াবে। নিজে যা পরিধান করবে তাদেরও তা পরতে দেবে। কাজকর্মে তাদের সাহায্য করবে। তাদের বেশি কষ্ট দেবে না। তাদের মর্যাদা করবে। তাদের শ্রমের মর্যাদা দেবে'।

আমাদের অনেকের বাসায় গরিব অসহায় লোকজন ও মহিলারা নানারকম কাজকর্ম করে থাকে। ছোটো ছোটো বিভিন্ন বয়সের গরিব ছেলেমেয়েরা কাজকর্ম করে। আমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। কাজের লোকজন বয়সে বড় হলে তাদের সালাম দেব। সম্মান করব। মর্যাদা দেব। আর বয়সে ছোট হলে তাদের আদর করব। যত্ন নেব। নিজেরা যা খাব তাদেরও তাই খেতে দেব। তাদেরকে কাজে সাহায্য করব। তাদের কোনো কষ্ট দেব না। তাদের দুঃখ দেব না। তারা আমাদের মতো মানুষ। তারা আমাদের ভাইবোন। আমাদের যেমন মানমর্যাদা আছে, তাদের তেমনি মানমর্যাদা আছে। আমরা তাদের সম্মান করব। তাদের কাজের ও শ্রমের মর্যাদা দেব। আর এই শ্রমের মর্যাদা দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

পৃথিবীতে কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। কোনো কর্মী ও শ্রমিক নগন্য নয়। প্রত্যেক কর্মী ও শ্রমিকের হাতই উত্তম হাত। শ্রমের উপার্জনই উত্তম উপার্জন। শ্রমিকের কাজ শেষ হলে তার পারিশ্রমিক সাথে সাথেই দিয়ে দেওয়া উচিৎ। তাহলে শ্রমের ন্যায্য মর্যাদা দেওয়া হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। এটাই নৈতিক মূল্যবোধ।

চিত্র : শ্রমিকের মজুরি প্রদান করছে

মহানবি (স) বলেছেন, 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও' ।

পরিকল্পিত কাজ : আমরা নিজেদের কাজ নিজেরা করলে আমাদের মর্যাদা বাড়বে না কমবে? শিক্ষার্থীরা এ প্রশ্নের উত্তরটি খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

মানবাধিকার ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব

মানুষের অধিকারকে মানবাধিকার বলা হয়। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ একাকী বসবাস করতে পারে না। ধনী–গরিব, শিক্ষিত–অশিক্ষিত, বৃদ্ধ-যুবক ও শিশু সবাই এক সাথে বসবাস করে। আবার এদের মধ্যে অনেকে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও এতিম। এরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত থাকে। এসব মানুষের অধিকার রয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব মানুষ এক ও অভিন্ন। ভাষা, বর্ণ, বংশ ও অঞ্চলবিশেষে মানুষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সবাই মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত । মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। সকলেই সমান। সকলের সমান অধিকার রয়েছে। ইসলাম সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার দান করেছে।

ইসলাম-পূর্ব যুগে মানুষ বেচাকেনা হতো। তারা কেনা গোলামের ওপর নির্মম অত্যাচার করত । কেনা গোলামের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। সে বেতনও পেত না। মালিকের খেয়াল খুশিমতো তাকে চলতে হতো। মালিক তার ওপর নির্মম অত্যাচার করলেও সে কোনো প্রতিবাদ করতে পারতো না। সব অত্যাচার সহ্য করতে হতো। এহেন কেনা গোলামের সাথে মহানবি (স) এবং সাহাবিগণ অত্যন্ত মধুর আচরণ করেছেন। হযরত বেলাল (রা) এবং আরো অনেক কেনা গোলামকে তাঁরা মুক্ত করে দিয়েছিলেন। হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন হযরত খাদিজা (রা) এর কেনা গোলাম। মহানবি (স) তাঁকে নিজপুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন এবং তাঁকে সেনাপতির পদ দান করেছিলেন। এভাবে ইসলাম মানবাধিকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আর এটাই নৈতিক মূল্যবোধের অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

মানবাধিকার সম্পর্কে একটি আদর্শ কাহিনী

একদিন মহানবি (স) দেখলেন যে, রাস্তার ওপর একটি বালক শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। তার পরনে ছিল ছেঁড়া নোংরা জামা–কাপড়। মাথায় ছিল ভারী লাকড়ির বোঝা। তাকে দেখে মহানবি (স) এর মনে দয়া হলো। তিনি বালকটিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, বালকটির পিতা-মাতা নেই। সে রোজ জঙ্গল থেকে লাকড়ি কুড়িয়ে আনে। আর তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বালকটির কষ্টের কাহিনী শুনে মহানবি (স) এর

চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি বালকটিকে আদর করলেন এবং তাকে সাথে নিয়ে বাড়িতে আসলেন। তিনি বালকটিকে হযরত খাদিজা (রা) এর কাছে দিয়ে বললেন, 'বালকটি এতিম, তুমি একে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহযত্ন দিয়ে লালনপালন করবে।' মহানবি (স) এভাবে বালকটিকে আশ্রয় দিয়ে মানবাধিকারের আদর্শ স্থাপন করেছেন।

পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ) এবং মাতা হাওয়া (আ)। আমরা সকলে আদম (আ) এবং হাওয়া (আ)–এর সন্তান। অতএব, আমরা সকল মানুষ ভাই ভাই। মানবজাতি হযরত আদম (আ)–এর বংশধর। আস্তে আস্তে এই মানবজাতি পৃথিবীর সব জায়গাতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বসবাস করছে। এদের আকৃতি ও বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। তবুও এরা ভাই ভাই। বিশ্বের সকল মানুষ ভাই ভাই। এরা সবাই আদম (আ) হতে সৃষ্ট।

আমরা বর্ণগোত্র নির্বিশেষে সকল ভেদাভেদ ও কলহ–বিবাদ ভুলে যাব। বিশ্বের সবাই ভাই ভাই হিসেবে মিলেমিশে বসবাস করব। সকল দুর্নীতি ও বৈষম্য দূর করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হব। আর কোনো হিংসাবিদ্বেষ করব না। কারো কোনো অনিষ্ট করব না। একে অপরের উপকার করব।

মহানবি (স) বলেছেন, كُلُّكُمْ مِنْ اٰدَمَ وَ اٰدَمَ مِنْ تُرَابٍ

অর্থ: তোমরা প্রত্যেক আদম (আ) হতে, আর আদম (আ) মাটি হতে (সৃষ্ট)।

আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ব। মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করব। সোনার বাংলাদেশ গড়ব। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মানবাধিকার এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কী খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

পরিবেশ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে এ সব কিছুিই আমাদের পরিবেশ। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, মাটি, পানি, বায়ু, পাহাড়–পর্বত– এ সবকিছুই আমাদের পরিবেশ। এগুলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়। তাছাড়া ঘরবাড়ি, মসজিদ, মন্দির, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও রাস্তাঘাট ইত্যাদি সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো মানুষ তৈরি করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এসব পরিবেশের প্রয়োজন।

পরিবেশ সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ পরিবেশ আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করে। বড় বড় গাছ কেটে আমরা দরজা, জানালা ও ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি তৈরি করি। তা ছাড়া লাকড়ি হিসেবেও ব্যবহার করি। পশুপাখির মাংস আমরা খাই। গাভী আমাদের দুধ দেয়। আমাদের সুস্থ শরীরের জন্য বায়ুর প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে আমরা লেখাপড়া করি। মসজিদে আমরা ইবাদত করি। সালাত আদায় করি। মন্দিরে হিন্দুরা উপাসনা করে। পুকুর নদী ও জলাশয় থেকে আমরা মাছ পাই। রাস্তাঘাট আমাদের চলাচলের প্রধান ব্যবস্থা। মাঠে আমরা খেলা করি। এজন্য পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ করব। পরিবেশ সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণ করবে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে।

ক) বৃক্ষরোপণ করবে। বিনা প্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করা যাবে না। গাছের ডালপালা ভাঙা যাবে না। গাছের পাতা ছেঁড়া, নষ্ট করা যাবে না।

খ) অকারণে পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ হত্যা করা যাবে না।

গ) যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না।

ঘ) যেখানে সেখানে কফ, থুথু, এবং ময়লা–আবর্জনা ফেলা যাবে না। নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে।

ঙ) গাড়ি ও কলকারখানার ধোঁয়া পরিবেশ দূষিত করে। তাই যেখানে সেখানে কলকারখানা নির্মাণ করা যাবে না।

চ) পুকুরে গরু–মহিষ গোসল করালে পানি দুর্গন্ধ ও দূষিত হয়। এতে পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই পুকুরে গরু–মহিষ গোসল করানো যাবে না।

ছ) ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ ও রাস্তাঘাট সবসময় পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিক কোনো দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় যখন কোনো জনপদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্থ করে তোলে তখন তাকে আমরা বলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হঠাৎ করে আসে। এর ওপর সাধারণত মানুষের কোনো হাত থাকে না। যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, সুনামি, আইলা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের অনেক ক্ষতি হয়। যেমন, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে সমুদ্রের লোনা পানি ঢুকে যায়। ফলে গাছপালা, মৎস্যখামার ও শস্যক্ষেতের অনেক ক্ষতি হয়। জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়। কৃষি জমির ক্ষতি হয়। জমির উর্বরা শক্তি কমে যায়। কৃষি উৎপাদন কমে যায়।

সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত জনপদ

আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আইলা ও সিডরের নাম শুনেছি। এ দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের

কারণে আমাদের অনেক প্রাণহানি হয়েছে। অনেক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। খাবার পানির খুব অভাব দেখা দিয়েছিল। সুন্দরবনের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ অংশ বন নষ্ট হয়েছে। নানা প্রকার মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়েছে। বন্যা, খরা ও ভূমিকম্পের ফলে অনেক ঘরবাড়ি নষ্ট হয়। মানুষের বেঁচে থাকা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এ সময় আমরা

গাছের শিকড় দ্বারা মাটির ক্ষয়রোধ

সেবা–শুশ্রূষার মতো কার্যক্রম চালাব। এসব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াব। যেভাবে পারি তাদের সেবা, সহায়তা করব। এটাই হলো ইসলাম ও নৈতিকতার শিক্ষা।

বাংলাদেশের লোকজন যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে লড়াই করে বেঁচে আছে।

আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করব:

ক) যথাসম্ভব উঁচু জায়গায় বসতভিটা, গোয়ালঘর ও হাঁসমুরগির ঘর তৈরি করব।

খ) ঘরের ভেতরে উঁচু মাচা তৈরি করে তার ওপর খাদ্যশস্য ও বীজ ইত্যাদি সংরক্ষণ করব।

গ) পুকুরের পাড় উঁচু করব। টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন যথাসম্ভব উঁচু স্থানে বসাব।

ঘ) শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি, গুড় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ঘরে মজুদ রাখব।

ঙ) পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সাঁতারকাটা শিখাব।

চ) বন্যাকালিন সময়ে যাতায়াতের জন্য নৌকা না থাকলে কলাগাছের ভেলা তৈরি করে নেব।

তাহলে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচব। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে নিজে বাঁচা এবং অপরকে বাঁচানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পরিকল্পিত কাজ :

ক) শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়গুলো খাতায় লিখবে।

খ) শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার কৌশলগুলো খাতায় লিখবে।

অনুশীলনী

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. আখলাক অর্থ কী?

ক) আচরণ খ) সদাচার

গ) সুন্দর ঘ) উত্তম।

২. আমরা বেকার লোকদের কিসের ব্যবস্থা করে দেব?

ক) কাজের খ) সেবার

গ) মুক্তির ঘ) বস্ত্রের।

৩. দেশ প্রেম অর্থ কী?

ক) দেশের গান করা খ) দেশে বাস করা

গ) দেশকে দেখা ঘ) দেশকে ভালোবাসা।

৪. মহানবি (স) কোথায় হিজরত করেছিলেন?

ক) কুফায় খ) তায়েফে

গ) মদিনায় ঘ) মিশরে।

৫. মানুষ অন্যায় করার পর অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাকে কী করেন?

ক) স্মরণ করেন খ) ক্ষমা করেন

গ) শাসন করেন ঘ) ত্যাগ করেন।

৬. ভালো কাজে একে অপরকে কী করবে?

ক) ধমক দেবে খ) মারবে

গ) শাসন করবে ঘ) সহযোগিতা করবে?

৭. সততা মানে কী?

ক) ধৈর্যধারণ খ) সরলতা

গ) সাধতা ঘ) বিরোধিতা।

৮. হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র) কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?

ক) ইরান খ) ইরাক

গ) মিশর ঘ) লিবিয়া।

৯. মানুষ যা চেষ্টা করে তাই পায়, এটি কার উক্তি?

ক) মানুষের খ) ফেরেশতার

গ) মহানবি (স) এর ঘ) আল্লাহর?

১০. মানুষের অধিকারকে কী বলা হয়?

ক) মানবতা খ) মানবাধিকার

গ) মানবধর্ম ঘ) মানবজাতি।

১১. প্রাকৃতিক পরিবেশ কোনটি?

ক) জানালা খ) দালান

গ) দরজা ঘ) গাছপালা।

১২. কোনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়?

ক) বন্যা খ) ভূমিকম্প

গ) অগ্নিকান্ড ঘ) ঘূর্ণিঝড়?

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর?

১) যার আচরণ ভালো সে সকলেন সাথে ভালো ---- করে।

২) মানুষ আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি ----- দেখাবে।

৩) দেশ প্রেম ----- অজ্ঞা।

৪) মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স) মক্কাবাসীকে ----- বলেছিলেন?

৫) সততা মানুষকে ------ দেয়।

৬) মায়ের --- নিচে সন্তানের জান্নাত।

৭) চেষ্টা ও শ্রম ——— চাবিকাঠি।

গ. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের শব্দগুলো মিলাও:

বাম	ডান
১) তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক, যার চরিত্র	দয়া দেখান না
২) যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি দয়া দেখায় না আল্লাহ তার প্রতি	পুরস্কার রয়েছে
৩) আমাদের জন্মভূমির নাম	ময়লা ফেলব
৪) যে ক্ষমা করল তার জন্য আল্লাহর কাছে	সহযোগিতা করবে
৫) আমরা সকলে ডাস্টবিনে	সবচেয়ে সুন্দর
৬) তোমরা ভালো কাজে একে অপরকে	বাংলাদেশ

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন?

১. মহানবি (স) সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে কী বলেছেন?

২. 'সৃষ্টির সেবা' কাকে বলে?

৩. মহানবি (ম) মক্কাবাসীদের কিসের আহ্বান জানিয়েছিলেন?

৪. ক্ষমাশীল ব্যক্তি কে?

৫. মন্দ কাজ কাকে বলে?

৬. যার মধ্যে সততা আছে তাকে কী বলে?

৭. আমরা পিতা-মাতার সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?

৮. আমরা পিতা-মাতার জন্য কী বলে দোয়া করব?

৯. আমরা বাসার কাজের লোকদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?

১০. মহানবি (স) শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে কী বলেছেন?

১১. মানবজাতির আদিপিতা ও আদিমাতা কে ছিলেন?

১২. প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১. আমার কোন কোন মন্দ আচরণ থেকে দূরে থাকব?

২. আমরা কীভাবে মানুষের সেবা করব?

৩. কী কী উপায়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়?

৪. মহানবি (স) এর জীবনের ক্ষমার একটি আদর্শ কাহিনী উল্লেখ কর।

৫. আমরা ভালো কাজে কীভাবে সাহায্য করব?

৬. মন্দ কাজ সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

৭. হযরত উমর (রা)–এর সততার পরিচয় দাও।

৮. আমারা পিতা-মাতার খিদমত করব কেন?

৯. মহানবি (স) চাকরদের সম্পর্কে কী বলেছেন?

১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা কী কী কৌশল অবলম্বন করব?

অধ্যায়-৩
আখলাক (চরিত্র) ও নৈতিক মূল্যবোধ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধের তাৎপর্য বলতে পারা এবং ইসলাম শিক্ষার আলোকে চরিত্র গঠন করা।
৩.২ সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে বলতে পারা এবং সৃষ্টির সেবা করা।
৩.৩ দেশপ্রেম কী তা জানা। দেশকে ভালোবাসা এবং দেশের সেবা করা।
৩.৪ ক্ষমা কী তা বলতে পারা এবং ক্ষমাশীল হওয়া।
৩.৫ ভালো কাজে সহযোগিতা করার সুফল এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার উপকারিতা জানা। কাজ করা, ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।
৩.৬ সততা কী তা জানা এবং সৎ হওয়া।
৩.৭ মাতা-পিতার খেদমত কী তা জানা ও তাঁদের খেদমত করা।
৩.৮ শ্রমের মর্যাদা দেওয়া এবং নিজের কাজ নিজে করা।
৩.৯ মানবাধিকার ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে জানা ও সতর্ক হওয়া।
৩.১০ পরিবেশ সম্বন্ধে জানা, পরিবেশ উন্নয়নে ব্রতী হওয়া এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিজেকে রক্ষার কৌশল জানা।

শিখনফল

৩.১.১ আখলাক শব্দের অর্থ, আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
৩.১.২ তারা ভালো আচরণ করতে এবং মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকতে পারবে।
৩.২.১ সৃষ্টির সেবা ও সাহায্য করার গুরুত্ব বলতে পারবে।
৩.২.২ তারা সবসময় সৃষ্টির সেবা ও সাহায্য করবে।
৩.৩.১ দেশপ্রেমের ধারণা, গুরুত্ব এবং এ সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা বলতে পারবে।
৩.৩.২ তারা দেশকে ভালোবাসবে এবং জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে সর্তক হবে।
৩.৪.১ ক্ষমার পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
৩.৪.২ অন্যকে ক্ষমা করতে পারবে।
৩.৫.১ ভালো কাজে সহযোগিতা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার গুরুত্ব বলতে পারবে
৩.৫.২ ভালো কাজে সহযোগিতা করবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে।
৩.৬.১ সততার গুরুত্ব বলতে পারবে ও সৎ হবে।
৩.৭.১ মাতা-পিতার খেদমত করার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
৩.৭.২ তারা মাতা-পিতার খেদমত করতে পারবে।
৩.৮.১ শ্রমের মর্যাদা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
৩.৮.২ নিজের কাজ নিজে করতে পারবে।
৩.৯.১ মানবাধিকার ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে সতর্ক থাকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
৩.৯.২ তারা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।
৩.১০.১ পরিবেশ সম্বন্ধে বুঝতে পারবে ও তা সংরক্ষণে সচেষ্ট হবে।
৩.১০.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিজেকে ও সমাজকে রক্ষা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ১০

পাঠ-১

আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধ

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৪-৬৫) ' আখলাক অর্থ সদাচার---------- কটু কথা বলব না' ।

শিখনফল :

৩.১.১. আখলাক শব্দের অর্থ, আখলাক ও নৈতিক মূল্যরোধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে ।

৩.১.২ তারা ভালো আচরণ করতে এবং মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকতে পারবে ।

উপকরণ : চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুন:

১. ফুয়াদ, তুমি বাসার কাজের লোকদের সাথে কীরূপ ব্যবহার কর?

২. জাওয়াদ, তুমি পিতা-মাতার খেদমত কর তো?

ফুয়াদ উত্তরে বলবে: স্যার/ম্যাডাম, আমি বাসার কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করি ।

জাওয়াদ উত্তর দেবে: জি স্যার/ম্যাডাম, আমি পিতা-মাতার খেদমত করি ।

এখন বলুন, তোমাদের দুইজনের উত্তর শুনে খুশি হয়েছি। তোমাদের স্বভাব বা আখলাক ভালো। তোমাদের নৈতিক মূল্যবোধ আছে ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমরা ' আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধ ' পড়ব । চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ' আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধ ' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন । উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. আখলাক কাকে বলে?

২. চরিত্র ভালো হলে জীবন কীরূপ হয় ?

৩. কাদের কেউ শ্রদ্ধা করে না?

৪. মহানবি (স) কাকে সর্বোত্তম লোক বলেছেন?

৫. যার আচরণ মন্দ সে মানুষের সাথে কীরূপ ব্যবহার করে?

৬. বয়সে বড় হলে সবাই তাকে কী করে?

৭ হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র)- এর আস্তিনে তাঁর মা কয়টি সোনার মুদ্রা সেলাই করে দিয়েছিলেন?

৮. বিদেশে রওনা হওয়ার পূর্বে তাঁর মা আব্দুল কাদির জিলানী (র) কে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

৯. ডাকাত দল আব্দুল কাদির জিলানী (র) কে কী জিজ্ঞাসা করলেন?

১০. ডাকাত দল অনুতপ্ত হলো কেন?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা /শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর নিজেদের ভাষায় সচ্চরিত্রের এবং অসৎ চরিত্রের তালিকা তৈরি করতে দিন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ : দশটি ভালো কাজের তালিকা তৈরি করবে।

মূল্যায়ন :

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. আখলাক অর্থ কী?

১. আচরণ ২. সদাচার
৩. সুন্দর ৪. উত্তম

খ. হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র) উচ্চ শিক্ষার জন্য কোথায় রওনা দিয়েছিলেন?

১. বাগদাদে ২.তেহরানে
৩. মক্কায় ৪. মদিনায়

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. যার আচরণ ভালো সে সকলের সাথে ভালো ---------- করে ।
খ. যার চরিত্র সুন্দর নয় কেউ তাকে ---------- না ।
গ. চরিত্র ভালো হলে ---------- সুন্দর হয়।
ঘ. সুন্দর স্বভাব ও ভালো চরিত্রকে ---------- বলে।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক , যার চরিত্র	আদর করে।
খ. বয়সে ছোট হলে সবাই তাকে	তার আচরণ ভালো নয়।
গ. পথিমধ্যে এক দল ডাকাত কাফেলার ওপর	সবচেয়ে সুন্দর।
ঘ. যার চরিত্র সুন্দর নয়	হামলা করল।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. মহানবি (স) সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে কী বলেছেন?

খ. হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র) এর মা তাঁর জামার আস্তিনের মধ্যে কতটি সোনার মুদ্রা সেলাই করে দিয়েছিলেন?

গ. আমরা কার ইবাদত করব?

ঘ. আমাদের চরিত্র সুন্দর ও আচরণ ভালো করার জন্য কী কী করব?

ং. আমরা কোন কোন মন্দ আচরণ থেকে দূরে থাকব?

পাঠ-২

সৃষ্টির সেবা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা:৬৫-৬৮) 'আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন----------ভূষিত করেছেন' ।

শিখনফল:

৩.২.১ সৃষ্টির সেবা ও সাহায্য করার গুরুত্ব বলতে পারবে ।

৩.২.২ তারা সবসময় সৃষ্টির সেবা ও সাহায্য করবে ।

উপকরণ : চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, পাঠ্যপুস্তকের ছবি, পুস্তক ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুন:

১. আমরা ক্ষুধার্তকে কী দেই?

২. গাছপালা ও পশু-পাখিদের কী করি?

৩. কেউ অসুস্থ হলে আমরা কী করি?

শিক্ষার্থীরা উত্তরে বলবে, আমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেই । গাছপালা ও পশু-পাখিদের সেবাযত্ন করি । কেউ অসুস্থ হলে আমরা সেবা করি । তখন বলুন, তোমরা ঠিকই বলেছ । আমরা আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেবাযত্ন ও দেখাশোনা করি ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি ' সৃষ্টির সেবা' নিয়ে আলোচনা করব । চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'সৃষ্টির সেবা' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন । উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. চাঁদ-সুরুজ ও পাহাড়-পর্বত কে সৃষ্টি করেছেন?

২. সকল সৃষ্টির মধ্যে সবার সেরা কে?

৩. আল্লাহ কাদের প্রতি খুশি হন?

৪. আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন কার উপকারের জন্য?

৫. মানুষ আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি কী দেখাবে?

৬. আল্লাহ কাদের প্রতি দয়া দেখান না?

৭. মানুষের সেবা সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

৮. আমরা সৃষ্টির প্রতি দয়া না দেখালে আল্লাহ কী করবেন?

৯. গাড়িতে বেশি বোঝা চাপালে গরু-মহিষের কী হয়?

১০. এক মহিলা পথের পাশে কী দেখতে পান?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা /শিক্ষক নিজে পুনশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর আল্লাহর সৃষ্টির নামগুলো বলতে/লিখতে বলুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ : কী কী উপায়ে সৃষ্টির সেবা করা যায়, তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

মূল্যায়ন :

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. আমরা বেকার লোকদের কীসের ব্যবস্থা করে দেব?

১. কাজের ২. সেবার

৩. মুক্তির ৪. কাপড়ের

খ. আমরা ক্ষুধার্তকে কী দেব?

১. বই ২. খাতা

৩. কলম ৪. খাদ্য

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. মানুষ আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি ---------- দেখাবে ।

খ. আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের ---------- জন্য ।

গ. অসুস্থ ব্যক্তির ---------- করব ।

ঘ. কোন জীবজন্তু বিপদে পড়লে তাকে --------- করব ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না আল্লাহ্ তার প্রতি	সেবা করা ।
খ. আল্লাহর ইবাদত এর পর আমাদের প্রথম দায়িত্ব মানুষের	করব ।
গ. আমরা মানুষের সেবা	দয়া দেখান না ।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. সৃষ্টির সেবা কাকে বলে?

খ. মহানবি (স) পৃথিবীর সব সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখানোর ব্যাপারে কী বলেছেন?

গ. গাড়িটি খাদ থেকে টেনে তোলার জন্য ফুয়াদ কী করল?

ঘ. আমরা কীভাবে মানুষের সেবা করব?

ঙ. সৃষ্টির সেবা সম্বন্ধে একটি আদর্শ কাহিনী বল/লিখ ।

পাঠ-৩

দেশপ্রেম

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৮-৬৯) ' দেশপ্রেম অর্থ দেশকে ভালোবাসা ----- ইমানের অঙ্গ' ।

শিখনফল :

৩.৩.১ দেশপ্রেমের ধারণা, গুরুত্ব এবং এ সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা বলতে পারবে ।

৩.৩.২ দেশকে ভালোবাসবে এবং জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে সতর্ক হবে ।

উপকরণ: চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, পাঠ্যপুস্তকের ছবি, পুস্তক ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত বলুন:

১. আমাদের দেশের নাম কী ?

২. আমাদের দেশটি দেখতে কেমন?

৩. আমরা কোন দেশকে ভালোবাসি?

শিক্ষার্থীরা উত্তরে বলবে, আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ । আমাদের দেশটি দেখতে সুন্দর । আমরা

বাংলাদেশকে ভালোবাসি। তখন খুশি হয়ে বলুন, তোমরা ঠিকই বলেছ। বাংলাদেশ আমাদের স্বদেশ। আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসব। আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম থাকবে।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি 'দেশপ্রেম ' নিয়ে আলোচনা করব। চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'দেশপ্রেম' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার নাম কী?
২. মহানবি (স) এর জন্মভুমির নাম কী?
৩. মহানবি (স) মক্কাবাসীদের কোন পথে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন?
৪. মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরতের সময় মহানবি (স) এর মনের অবস্থা কেমন ছিল?
৫. আমরা দেশের সম্পদ কী করব?
৬. জাওয়াদ তার আব্বাকে কী জিজ্ঞাসা করল?
৭. দেশপ্রেম অর্থ কী?
৮. মহানবি (স) হিজরত করেছিলেন কেন?
৯. দেশের প্রতি আমাদেরও নৈতিক দায়িত্ব কী?
১০. মহানবি (স)কে কারা হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর দেশপ্রেম গড়ে তোলার একটি চার্ট তৈরি করতে বলুন এবং পাঠ্য পুস্তকে প্রদত্ত ছবিটি দেখান।

চ. অতপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ : কী কী উপায়ে দেশের সেবা করা যায়, তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

মূল্যায়ন: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. দেশপ্রেম অর্থ কী ?

১. দেশের গান করা　　২. দেশে বাস করা
৩. দেশকে দেখা　　৪. দেশকে ভালোবাসা

খ. মহানবি (স) কোথায় হিজরত করেছিলেন?

১. কুফায়　　২. তায়েফে
৩. মদিনায়　　৪. মিশরে

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. দেশপ্রেম ---------- অঙ্গ ।

খ. দেশের ---------- সংরক্ষণ করব ।

গ. মহানবি (স) তাঁর জন্মভূমি ---------- নগরীকে খুব ভালোবাসতেন।

ঘ. মক্কাবাসীগণ মহানবি (স) এর ওপর নির্মম ---------- শুরু করেছিল।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. আমাদের জন্মভূমির নাম	দেশপ্রেম।
খ. স্বদেশকে ভালোবাসার নাম	ভালোবাসবো।
গ. আমরা দেশকে	বাংলাদেশ।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. মহানবি (স) মক্কাবাসীকে কীসের আহ্বান জানিয়েছিলেন?

খ. দেশপ্রেম কাকে বলে?

গ. আমরা কীভাবে বৃক্ষ সংরক্ষণ করব?

ঘ. কীভাবে দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়?

ঙ. আমরা আমাদের বাংলাদেশকে কীভাবে ভালোবাসব?

চ. হিজরতের সময় মহানবি (স) এর প্রাণের আকুতি কী ছিল?

পাঠ-৪

ক্ষমা

বিষয়বস্তু: (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৭০-৭১) ' ক্ষমা আল্লাহ তায়ালার ---------- উদ্ভাসিত হয়েছিল' ।

শিখনফল:

৩.৪.১ ক্ষমার পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে।

৩.৪.২ অন্যকে ক্ষমা করতে পারবে।

উপকরণ: চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, পুস্তক ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুন:

১. কেউ অন্যায় বা অপরাধ করার পর যদি সে ঐ অন্যায় বা অপরাধ না করার জন্য অঙ্গীকার

করে তাহলে আমরা তাকে ক্ষমা করতে পারি কী?

২. অপরাধ বলতে কী বুঝ?

৩. অপরাধীর অপরাধ মার্জনা করাকে কী বলে?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে বলে দিন।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি 'ক্ষমা' নিয়ে আলোচনা করব । চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'ক্ষমা' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. আল্লাহ কাকে ক্ষমা করে দেন?

২. কার জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার রয়েছে?

৩. রাগ দমন করতে পারে কে?

৪. ক্ষমাশীল ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ কী ঘোষনা করেছেন?

৫. মহানবি (স) তায়েফ গমন করেছিলেন কেন?

৬. মহানবি (স) এর প্রেম ও ক্ষমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মক্কাবাসীগণ কী করেছিল ?

৭. কারা ক্ষমাশীল হয়?

৮. ক্ষমাশীলদের জন্য পুরস্কার কী?

৯. তায়েফবাসীদের জন্য মহানবি (স) কী দোয়া করেছেন?

১০. কখন মক্কাবাসীরা তওহিদের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা /শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর শিক্ষার্থীদের ক্ষমাগুণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আদর্শ কাহিনী বলুন।

চ. অতপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ:

শিক্ষার্থীগণ ক্ষমার গুরুত্ব সম্পর্কে পরস্পরে আলোচনা করবে। তারা ক্ষমার গুরুত্ব জানবে।

ক্ষমা করা শিখবে। ক্ষমা করবে।

মূল্যায়ন :

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. মানুষ অন্যায় করার পর অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাকে কী করেন?

১. স্মরণ করেন ২. ক্ষমা করেন
৩. শাসন করেন ৪. ত্যাগ করেন

খ. ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে সবাই কী করে?

১. ঘৃণা করে ২. অপছন্দ করে
৩. বয়কট করে ৪. ভালোবাসে

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. ক্ষমা করা মানুষের ---------- দায়িত্ব ।

খ. আল্লাহ ক্ষমা ---------- করেন ।

গ. ক্ষমা আল্লাহ তায়ালার একটি ---------- গুণ ।

ঘ. ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে সকলেই --------- ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. যে ক্ষমা করলো তার জন্য আল্লাহর কাছে	ভালোবাসে ।
খ. ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে সবাই	পরম বন্ধু ।
গ. মহানবি (স) ছিলেন মানব জাতির	পুরস্কার রয়েছে ।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. ক্ষমাশীল কে?

খ. যদি আল্লাহ মানুষের অপরাধ ও গুনাহ ক্ষমা না করতেন তাহলে কী হতো?

গ. মহানবি (স) তায়েফবাসীর জন্য কী দোয়া করলেন?

ঘ. মহানবি (স) এর জীবনের ক্ষমার একটি আদর্শ কাহিনী উল্লেখ কর ।

ঙ. মক্কাবাসী কখন এবং কেন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেন ।

পাঠ-৫

ভালো কাজে সহযোগিতা এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৭২-৭৪) ' ছোট বড় যত সদাচার---------- বাংলাদেশ গড়ব' ।

শিখনফল :

৩.৫.১ ভালো কাজে সহযোগিতা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার গুরুত্ব বলতে পারবে ।

৩.৫.২ ভালো কাজে সহযোগিতা করবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে ।

উপকরণ: চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, পাঠ্যপুস্তকের ছবি, পুস্তক ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুন:

তোমাদের স্কুলে আসার পথে আমবাগানে একটি চওড়া পানির নালার ওপর একটি সাঁকো দেওয়া দরকার । তোমরা কে কে ঐ সাঁকো তৈরির কাজে অংশ নেবে? মামুন, মারুফ, ফুয়াদ, জাওয়াদ, শাফি, আলিফ, আশরাফ এবং আরও অনেকে সাঁকো তৈরির কাজে অংশ নেবে বলে জানাল । শিক্ষক খুশি হলেন এবং বললেন: 'ভালো কাজে সহযোগিতা করা খুবই ভালো' ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি ' ভালো কাজে সহযোগিতা এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান ' নিয়ে আলোচনা করব । চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ' ভালো কাজে সহযোগিতা এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান ' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন । উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের

৫. খাল ও পানির নালার ওপরে সাঁকো না দিলে কী সমস্যা হয়?

৬. কেউ মন্দ কাজ করলে আমরা তাকে কী করব?

৭. গরিব ও দুস্থদের জন্য সেবা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা কী?

৮. গ্রাম ও মহল্লা কীভাবে সুন্দর করা যায়?

৯. আমরা সকলে মিলে ছোটখাটো গ্রন্থাগার তৈরি করব কেন?

১০. আল্লাহ তায়ালা 'ভালো কাজে সহযোগিতা এবং মন্দ কাজে অসহযোগিতা সম্পর্কে কী বলেছেন?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে । উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন । উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা /শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন ।

এরপর ভালো কাজ ও মন্দ কাজের একটি চার্ট তৈরি করতে বলুন এবং পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত সমবায় ভিত্তিতে তৈরি সাঁকোটির ছবি দেখান।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজঃ

ভালো কাজের এবং মন্দ কাজের একটি তালিকা পাশাপাশি খাতায় সুন্দর করে লিখতে বলুন।

মূল্যায়নঃ

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুনঃ

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. ভালো কাজে একে অপরকে কী করবে?

১. ধমক দেবে ২. মারবে

৩. শাসন করবে ৪. সহযোগিতা করবে

খ. বাধা দিতে হয় কীসে?

১. মন্দ কাজে ২. ভালো কাজে

৩. মজার কাজে ৪. পড়াশোনায়

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. সদাচার এবং সৎ কাজ সবই ---------- কাজের অন্তর্ভুক্ত।

খ. যেখানে সেখানে প্রস্রাব ---------- করা উচিৎ নয়।

গ. সব ডাস্টবিনে অথবা নির্দিষ্ট স্থানে ---------- ফেলব।

ঘ. খারাপ ও অসৎ কাজই ---------- ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. তোমরা ভালো কাজে একে অপরকে	ময়লা ফেলব।
খ. আমরা সকলে ডাস্টবিনে	নাহি লাজ।
গ. সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি	সহযোগিতা করবে।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. মন্দ কাজ কাকে বলে?

খ. ভালো কাজ কোনগুলো?

গ. আমরা কীরকম বাংলাদেশ গড়ব?

ঘ. আমরা ভালো কাজে কীভাবে সাহায্য করব?

ঙ. মন্দ কাজে বাধা দেওয়া সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

পাঠ-৬

সততা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৭৪-৭৬) ' সততা মানে সাধুতা ---------- মহৎ উদ্দেশ্যের প্রকাশ' ।

শিখনফল :

৩.৬.১ সততার গুরুত্ব বলতে পারবে ও সৎ হবে ।

উপকরণ : চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, পুস্তক ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুন:

পরীক্ষার সময় মামুনের কাছে দুটো পেনসিল ছিল । তার বন্ধু জসিমের কাছে কোন পেনসিল ছিল না । মামুন জসিমকে একটি পেনসিল দিল । জসিম খুব খুশি হলো । সবাই খুশি হয়ে পরীক্ষা দিল । এখন তোমরা বলতো: মামুন কীরূপ ছেলে?

শিক্ষার্থীরা বলল, মামুন ভালো ও সৎ ছেলে । তখন বলুন, নিজের স্বার্থ বড় করে না দেখা এবং অপরের স্বার্থ ক্ষুন্ন হোক না চাওয়ার নামই সততা । যার মধ্যে সততা ও মানবতা থাকে সেই সৎ ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি 'সততা' নিয়ে আলোচনা করব । চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'সততা' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন । উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. সৎ ব্যক্তি কে?
২. যার মধ্যে সততা আছে সে সর্বদা কী কথা বলে?
৩. সততা মানুষকে কীসের দিকে পরিচালিত করে?
৪. যে সমাজে সততার অভাব ঘটে সে সমাজ কীরূপ?
৫. আমানতের অর্থ-সম্পদ কী করতে হয়?
৬. ভালো কাজ মানুষকে কোথায় পৌঁছে দেয়?
৭. রাতের অন্ধকারে সাধারণ মানুষের খোঁজখবর কে নিতেন?
৮. সততা সম্পর্কে হাদীসে কী বলা হয়েছে?
৯. সততার অভাবে সমাজ মানুষকে কী করে?
১০. হযরত ওমর (রা) রাষ্ট্রের সর্বস্তরে কীরূপ বিচার করতেন?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর সততার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য সততা সম্পর্কে একটি আদর্শ কাহিনী সহজ ভাষায় আকর্ষনীয় করে উপস্থাপন করুন এবং শিক্ষার্থীদের আদর্শ কাহিনীটি বলতে বলুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ : সততা কাকে বলে, শিক্ষার্থীদের খাতায় সুন্দর করে বুঝিয়ে লিখতে বলুন।

মূল্যায়ন :

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. সততা মানে কী?

১. ধৈর্যধারন ২. সরলতা
৩. সাধুতা ৪. বিরোধিতা

খ. যার মধ্যে সততা আছে সে কীসের প্রতি শ্রদ্ধা রাখবে?

১. ন্যায়নীতির প্রতি ২. ঝগড়ার প্রতি
৩. কথার প্রতি ৪. মানুষের প্রতি

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. সততা মানুষকে ---------- দেয়।
খ. মিথ্যা মানুষকে ---------- করে।
গ. সততা মানুষকে ---------- কাজের দিকে পরিচালিত করে।
ঘ. ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন হযরত ---------- (রা)।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. ভালো কাজ মানুষকে জান্নাতে	অর্জন করবে।
খ. যার মধ্যে সততা আছে সে মানুষের বিশ্বাস	ধ্বংস করে।
গ. মিথ্যা মানুষকে	পৌঁছে দেয়।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. যার মধ্যে সততা আছে তাকে কী বলে?
খ. সততা কাকে বলে?
গ যেখানে সততার অভাব রয়েছে সেখানে কী নেই?
ক. সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?
খ. হজরত ওমর (র) এর আমলে দরিদ্র মা ও মেয়ের সততার ঘটনাটি উল্লেখ কর।

পাঠ-৭

পিতা-মাতার খেদমত

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৭৬-৭৮) ' এই পৃথিবীতে পিতা-মাতার চেয়ে ---------সন্তানের জান্নাত' ।

শিখনফল:

৩.৭.১ মাতা-পিতার খেদমত করার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে ।

৩.৭.২ তারা মাতা-পিতার খেদমত করতে পারবে ।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, পাঠ্যপুস্তকের ছবি, পুস্তক ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্ন করুন:

১. জাওয়াদ, তোমার আব্বু কেমন আছেন?

২. ফুয়াদ, তোমার আম্মু কেমন আছেন?

তারা দুইজনেই উত্তরে বলবে, আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন । তখন বলুন, এই পৃথিবীতে পিতা-মাতার চেয়ে আপনজন আর কেউ নেই । আমরা সবাই পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করব । তাঁদের খেদমত করব ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি 'পিতা-মাতার খেদমত' নিয়ে আলোচনা করব । চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'পিতা-মাতার খেদমত' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন । উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. পিতা-মাতা আমাদের কীরূপ আদর-যত্ন করেন?
২. আমাদের অসুখ হলে পিতা-মাতা কী করেন?
৩. আমরা পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধ কী করব?
৪. আমরা পিতা-মাতার সাথে কীরূপ ব্যবহার করব না?
৫. আল্লাহ তায়ালা 'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা' সম্পর্কে কী বলেছেন?
৬. পিতা-মাতা বৃদ্ধ হলে আমরা তাঁদের জন্য কী করব?
৭. মহানবি (স) 'মা' এর সেবা সম্পর্কে কী বলেছেন?
৮. আমরা পিতা-মাতার সামনে কীরূপ কাজ করব?
৯. পিতা-মাতার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে কী দোয়া করব?
১০. হযরত বায়েজিদ (র) সব সময় তাঁর আম্মাকে কী করতেন?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে । উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন । উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন

নিশ্চিত করুন।

এরপর কীভাবে পিতা-মাতার খেদমত করতে হয় তার একটি চার্ট খাতায় লিখতে বলুন এবং পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত মায়ের সেবার ছবিটি দেখান।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীরা পিতা-মাতার খেদমত সম্পর্কে জানবে। তারা পরস্পর আলোচনা করবে এবং খাতায় লিখবে।

মূল্যায়নঃ

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুনঃ

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. হজরত বায়েজীদ বোস্তামী (র) কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?

১. ইরান ২. ইরাক
৩. মিশর ৪. লিবিয়া

খ. আমাদের দুঃখ-কষ্টে পিতামাতা কীরূপ হন?

১. খুশি হন ২. সন্তুষ্ট হন
৩. আনন্দিত হন ৪. দুঃখ-কষ্ট পান

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. মায়ের ----------নিচে সন্তানের জান্নাত ।

খ. তোমরা পিতা-মাতার সাথে ---------- কর।

গ. পিতা-মাতা আমাদের সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে ---------- করেন ।

ঘ. পিতার সন্তুষ্টিতে ---------- সন্তুষ্টি।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. পিতা-মাতা সব সময় কল্যাণ	খেদমত করব।
খ. আমরা সব সময় পিতা-মাতার	দেব না।
গ. আমরা পিতা-মাতার মনে দুঃখ-কষ্ট	কামনা করেন।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. আমরা পিতা-মাতার সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?

খ. পিতা-মাতা অসুস্থ হলে কী করব?

গ. আমরা পিতা-মাতার জন্য কী দোয়া করব?

ঘ. আমরা পিতা-মাতার খেদমত করব কেন?

ঙ. পিতা-মাতার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো উল্লেখ কর।

পাঠ-৮

শ্রমের মর্যাদা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৭৮-৮০) ' শ্রম অর্থ মেহনত ----------পারিশ্রমিক দিয়ে দাও ' ।

শিখনফল :

৩.৮.১ শ্রমের মর্যাদা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে ।

৩.৮.২ তারা নিজের কাজ নিজে করতে পারবে ।

উপকরণ : চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, পাঠ্যপুস্তকের ছবি, পুস্তক ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুন:

পৃথিবীতে কোন কাজ তুচ্ছ নয় । শ্রমের উপার্জনই উত্তম উপার্জন । শ্রমের ন্যায্য মর্যাদা দিতে হয় ।

বল তো দেখি, শ্রমের কী দিতে হয়? শিক্ষার্থীরা বলল: স্যার/ম্যাডাম, শ্রমের ন্যায্য মর্যাদা দিতে হয় ।

তখন খুশি হয়ে বলুন, তোমরা সঠিক বলেছ ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি 'শ্রমের মর্যাদা' নিয়ে আলোচনা করব । চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'শ্রমের মর্যাদা' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন । উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. শ্রম অর্থ কী?
২. আমরা সবাই পরিশ্রমের জন্য কী দেই?
৩. নিজের কাজ নিজে করা কী?
৪. সাফল্যের চাবিকাঠি কী?
৫. শ্রমিককে কী করতে নেই?
৬. মহানবি (স) অপরের কাজে কী করতেন?
৭. পরিশ্রম না করলে কী পাওয়া যায় না?
৮. পড়াশোনায় শ্রম ও মনোযোগ দিলে কী উপকার হয়?
৯. যারা শ্রম দেয় তাদেরকে কী বলা হয়?
১০. শ্রমিকের পারিশ্রমিক সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে । উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন । উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা /শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন ।

এরপর পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত শ্রমের মর্যাদা স্বরূপ শ্রমিককে মজুরি প্রদানের ছবিটি দেখান।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

আমরা নিজেদের কাজ নিজেরা করলে আমাদের মর্যাদা বাড়বে, না কমবে? শিক্ষার্থীরা এ প্রশ্নের উত্তরটি খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. 'মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই পায়' - এটি কার উক্তি?

১. মানুষের উক্তি ২. ফেরেশতার উক্তি
৩. মহানবি (স) এর উক্তি ৪. আল্লাহর উক্তি

খ. আমরা লেখাপড়ায় কী দেই?

১. শ্রম দেই ২. খুশি দেই
৩. আনন্দ দেই ৪. কষ্ট দেই

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. চেষ্টা ও শ্রম ---------- চাবিকাঠি ।
খ. মানুষ যা ---------- করে তাই পায়।
গ. আমরা ---------- শ্রমিক ।
ঘ. শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার ---------- দিয়ে দাও।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. চেষ্টা করলে	ওযু করে।
খ. ফুয়াদ হাতমুখ ধুয়ে	শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে।
গ. প্রত্যেক শ্রমিককে তার	কেষ্ট মেলে।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. আমরা বাসার কাজের লোকদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?
খ. মহানবি (স) শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে কী বলেছেন?
গ. পড়াশোনায় শ্রম দিলে কী উপকার হয়?
ঘ. আমরা অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে লজ্জাবোধ করি কেন?
ঙ. মহানবি (স) চাকরদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে কী বলেছেন?
চ. 'পরিশ্রম না করলে উন্নতি হয় না'--- ব্যখ্যা কর।

পাঠ-৯

মানবাধিকার ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব

বিষয়বস্তু: (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৮১-৮২) ' মানুষের অধিকারকে ---------- নৈতিক দায়িত্ব' ।

শিখনফল:

৩.৯.১ মানবাধিকার ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ সতর্ক থাকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে ।

৩.৯.২ তারা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে ।

উপকরণ : চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, জামাতে সালাত আদায়ের ছবি, পুস্তক ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুন:

ভাষা, বর্ণ, বংশ ও অঞ্চল বিশেষে মানুষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও আমরা মানবজাতি । মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই । সব মানুষের সমান অধিকার রয়েছে । মানুষ ভাই ভাই । আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ।

এখন তোমরা বলতো, সব মানুষের কী রয়েছে? শিক্ষার্থীরা উত্তরে বলবে, অধিকার রয়েছে । এখন বলুন: আমাদের অধিকার রয়েছে এবং আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি 'মানবাধিকার ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব' নিয়ে আলোচনা করব । চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ' মানবাধিকার ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন । উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. মানবাধিকার কাকে বলে?
২. ইসলাম পূর্ব যুগে মালিক গোলামের ওপর কী করত?
৩. হজরত খাদিজা (রা) এর কেনা গোলাম কে ছিলেন?
৪. সকল মানুষের সমান কী রয়েছে?
৫. বিশ্বের সকল মানুষ কীভাবে বসবাস করবে?
৬. বিশ্বের সকল মানুষ কার হতে সৃষ্ট?
৭. মহানবি (স) হযরত যায়িদ (রা)কে কোন পদ দান করেছিলেন?
৮. আমরা কীভাবে বসবাস করব?
৯. মানবজাতি কার বংশধর?
১০. হযরত আদম (আ) কীসের তৈরি?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা /শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. এরপর 'মানবাধিকার ও সব মানুষ ভাই ভাই' - এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটি পরিচ্ছেদ লিখতে বলুন।

অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজঃ

শিক্ষার্থীরা মানবাধিকার এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুনঃ

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. মানুষের অধিকারকে কী বলা হয়?

১. মানবতা ২. মানবাধিকার ৩. মানবধর্ম ৪. মানবজাতি

খ. ইসলাম পূর্ব যুগে মানুষকে কী করা হতো?

১. লেখাপড়া ২. শিক্ষাদান ৩. সম্মান ৪. বেচাকেনা

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. মানুষ একাকী ---------- করতে পারে না ।

খ. ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব মানুষ ---------- ও অভিন্ন ।

গ. ইসলাম সব ---------- ন্যায্য অধিকার দান করেছে।

ঘ. ইসলাম পূর্ব যুগে মানুষ ----------হতো।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. মানুষ সামাজিক	ভেদাভেদ নেই।
খ. মানুষের মধ্যে কোন	অধিকার রয়েছে।
গ. সবার সমান	জীব।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. মানবজাতির আদি পিতা ও আদি মাতা কে ছিলেন?

খ. কেনা গোলামের সাথে মহানবি (স) কীরূপ আচরণ করতেন?

গ. মহানবি (স) হযরত যায়িদ (রা)কে কীরূপ স্নেহ করতেন?

ঘ. ইসলাম কীভাবে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে? বর্ণনা দাও।

ঙ. আমরা কীভাবে সোনার বাংলাদেশ গড়ব?

পাঠ-১০

পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৮৩ -৮৬) ' আমাদের চারপাশে ---------- নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য' ।

শিখনফল :

৩.১০.১ পরিবেশ সম্বন্ধে বুঝতে পারবে ও তা সংরক্ষণে সচেষ্ট হবে ।

৩.১০.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিজেকে ও সমাজকে রক্ষা করতে পারবে ।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, পাঠ্যপুস্তকের ছবি, পুস্তক ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্ন করুন:

১. আমাদের চারপাশে কী কী আছে? শিক্ষার্থীরা বলবে: আমাদের চারপাশে মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি আছে ।

২. তোমরা বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প দেখেছ কী? তারা উত্তরে বলবে : জ্বি স্যার/ম্যাডাম, আমরা এগুলো দেখেছি ।

তখন বলুন, আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে এ সব কিছুই আমাদের পরিবেশ । আর এই বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি আমাদের বিদ্ধস্ত করে তোলে । এগুলো প্রাকৃতিক দূর্যোগ ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি 'পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ' নিয়ে আলোচনা করব । চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন । উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. আমরা কোথায় ইবাদত করি?

২. হিন্দুরা কোথায় উপাসনা করে?

৩. আমরা পরিবেশ কী করব?

৪. পাহাড়-পর্বত কোন পরিবেশের অন্তর্ভূক্ত?

৫. মসজিদ, মন্দির কে তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করে?

৬. গাড়ি ও কলকারখানার ধোঁয়া কী দূষিত করে?

৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাকে বলে?

৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জমির উর্বরা শক্তি কী হয়?

৯. বন্যা, খরা ও ভূমিকম্পের কারণে কী নষ্ট হয়?

১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের কী হয়?

১১. কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম উল্লেখ কর।

১২. সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে কী কী ক্ষতি হয়?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়গুলোর চার্ট খাতায় লিখতে দিন এবং পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত জনপদের ছবি দেখান।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

ক. পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়গুলো উল্লেখ করবে।

খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার কৌশলগুলো উলেখ করবে।

মূল্যায়ন :

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না, তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কোনটি

১. জানালা ২. দালান

৩. দরজা ৪. গাছপালা

খ. আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে এসব কিছুই আমাদের কী?

১. মাটি ২.পরিবেশ

৩. পানি ৪. ঘরবাড়ি

গ. কোনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়?

১. বন্যা ২. ভূমিকম্প

৩. অগ্নিকান্ড ৪. ঘূর্ণিঝড়

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ---------- প্রয়োজন ।

খ. মসজিদে আমরা ---------- করি।

গ. পরিবেশ সংরক্ষণ করা আমাদের ---------- দায়িত্ব।

ঘ. পরিবারের প্রতিটি ---------- সাঁতারকাটা শিখাব।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. মসজিদ, মন্দির	মাংস খাই ।
খ. আমরা পশু-পাখির	ক্ষতি হয় ।
গ. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের অনেক	আইলা ।
ঘ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো	মানুষ তৈরি করে ।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে?

খ. সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত কী কী ?

গ. আইলার কারণে আমাদের কী ক্ষতি হয়েছে?

ঘ. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খাদ্যশস্য ও বীজ কীভাবে সংরক্ষণ করব?

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ শিক্ষা

কুরআন মজিদের পরিচয়

কুরআন মজিদ আল্লাহ তায়ালার কালাম। কালাম অর্থ বাণী। আল্লাহ তায়ালা এই কালাম মহানবি (স)–এর কাছে নাজিল করেন। আমাদের মহানবি (স) হলেন সর্বশেষ নবি ও রসুল। আর কুরআন মজিদ হলো সর্বশেষ আসমানি কিতাব।

পবিত্র কুরআন যেমন নাজিল হয়েছিল, তেমনি আছে। এ কিতাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি আর কোনো দিন, কোনো প্রকার পরিবর্তন হবেও না।

আল্লাহ পাক বলেন, আমি কুরআন মজিদ নাজিল করেছি আর এর হেফাজতকারীও আমি।

মানুষের ভালো হওয়ার এবং কল্যাণ লাভের সব কথা, সব নিয়ম–নীতি আল্লাহ পাক কুরআন মজিদে ঘোষণা করেছেন। কুরআন মজিদ তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো চারটি।

১. সহিহ শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা,

২. এর অর্থ বোঝা,

৩. আল্লাহ পাক যা আদেশ করেছেন তা পালন করা,

৪. আল্লাহ পাক যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।

মহানবি (স) এর সাথীগণ এ উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করতেন। আর এতে যা নির্দেশ রয়েছে তা পুরোপুরি মেনে চলতেন এবং যা করতে মানা করা হয়েছে তা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতেন। ফলে তাঁরা পৃথিবীর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একক কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই কুরআন মজিদ তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য কী কী এর একটি তালিকা তৈরি করবে। এরপর মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে সুন্দর করে লিখবে।

বোঝে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করলে আমরা জানতে পারব আল্লাহ তায়ালার পরিচয়, নবি–রসুলগণের পরিচয়, ফেরেশতাগণের পরিচয়, পরকালের পরিচয়। আমরা আরো জানতে পারব আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে? আমাদের রিজিকদাতা কে? কে আমাদের পালনকর্তা? কে সর্বশক্তিমান? কে সবকিছুর মালিক? কে পরম দয়ালু? কে একমাত্র শাস্তিদাতা?

আমরা আরো জানতে পারব আমাদের কাজকর্ম কিরূপ হওয়া উচিৎ। আমাদের চরিত্র কিরূপ হওয়া দরকার। আমরা এ দুনিয়ায় কার হুকুম মানব, আর কার হুকুম মানব না। কিসে আমাদের সম্মান ও সফলতা আর কিসে আমাদের ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনা।

পরিকল্পিত কাজ : কুরআন মজিদ বোঝে তেলাওয়াত করলে কি কি জানতে পারব তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা তৈরি করবে।

তাজবিদ (اَلتَّجْوِيْدُ)

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। সঠিক উচ্চারণে আমাদের কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করা শিখতে হবে। সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করলে আল্লাহ তায়ালার কালামের অর্থ ঠিক থাকে। সালাত শুদ্ধ হয়। সঠিক ও শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করতে না পারলে আল্লাহর কালামের অর্থ ঠিক থাকে না। সালাত শুদ্ধ হয় না। পাপ হয়।

শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তেলাওয়াতের নিয়মকে তাজবিদ বলে। তাজবিদে থাকে মাখরাজ, ইদগাম, গুন্নাহ ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ।

মাখরাজ (اَلْمَخْرَجُ)

আরবি শব্দ উচ্চারণের সময় মুখের এক এক জায়গা থেকে এক একটি হরফ উচ্চারিত হয়। কখনো জিহ্বা, কখনো তালু, কখনো দাঁত, কখনো ঠোঁট, কখনো কণ্ঠনালি– নানা স্থান থেকে হরফ উচ্চারণ করা হয়।

আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে বলে মাখরাজ। কোনো হরফকে সাকিন করে তার একটি হরকতবিশিষ্ট আলিফ বসিয়ে উচ্চারণ করলে সাকিন হরফটির আওয়াজ যে স্থানে

যেয়ে থেমে যায় তা হলো ঐ হরফের মাখরাজ বা উচ্চারণের স্থান। যেমন,

১. اَبْ = আলিফ বা যবর আব। এখানে বা বর্ণের উচ্চারণের সময় আওয়াজ দুই ঠোঁটে এসে থেমে গেছে। কাজেই ب বর্ণের মাখরাজ দুই ঠোঁট।

২. اَخْ = আলিফ খা যবর আখ। এখানে خ বর্ণের উচ্চারণে আওয়াজ থেমে গেছে কণ্ঠনালিতে। কাজেই خ বর্ণের মাখরাজ কণ্ঠনালি। এমনিভাবে আরবি ২৯টি বর্ণ ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এই স্থানগুলো হলো নাসাগহ্বর, মুখগহ্বর. জিহ্বা, তালু, আলজিহ্বা, কণ্ঠনালির শুরু, কণ্ঠনালির মধ্যভাগ, কণ্ঠনালির শেষ অংশ ওপরের ঠোঁট, সামনের ওপরের দুটি দাঁত, সামনের নিচের দুটি দাঁত, ডান দিকের ওপরের মাড়ির দাঁত, বাম দিকের ওপরের মাড়ির দাঁত ইত্যাদি।

১. কণ্ঠনালির শুরু থেকে উচ্চারিত হয় ء ـ ا

২. কণ্ঠনালির মাঝখান থেকে উচ্চারিত হয় ع ـ ح

৩. কণ্ঠনালির শেষ অংশ থেকে উচ্চারিত হয় غ ـ خ

৪. জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ق

৫. জিহ্বার গোড়ার কিছুটা সামনের অংশ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ك

৬. জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ج ـ ش ـ ى । উল্লেখ্য যে, জিহ্বার মাঝ অংশ তিনভাগে বিভক্ত। গোড়ার ভাগে ج তারপর ش তারপর ى উচ্চারিত হয়।

৭. জিহ্বার গোড়ার কিনারা, ওপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ض

৮. জিহ্বার অগ্রভাগের কিনারা সামনের ওপরের দাঁতের সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় د ذ

৯. জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ت

১০. জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ر

১১. জিহ্বার অগ্রভাগ ওপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ط د ت

১২. জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের ওপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ظ ذ ث

১৩. জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের নিচের দুই দাঁতের অগ্রভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়– ص س ز

১৪. নিচের ঠোঁটের ভেজা অংশ সামনের ওপরের দুই দাঁতের সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ف

১৫. দুই ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয় و ب م

১৬. মুখের খালি জায়গা থেকে মাদ্দ–এর হরফ উচ্চারিত হয় بَا بُوْ بِيْ

১৭. নাকের গহ্বর থেকে গুন্নাহ উচ্চারিত হয় م ن

কাজ : শিক্ষার্থীরা কোন কোন স্থান থেকে আরবি ২৯টি বর্ণ উচ্চারিত হয় তা দলে আলোচনা করে একটি তালিকা তৈরি করবে। এরপর মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে লিখবে।

ওয়াক্‌ফ বা বিরাম চিহ্ন

কুরআন মজিদ শুদ্ধ তেলাওয়াতের জন্য আয়াতের মধ্যে কয়েক প্রকারের বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এ চিহ্নগুলোর দ্বারা কোথায় থামতে হবে, কোন জায়গায় কিছুটা শ্বাস নেওয়া যাবে তা নির্দেশ করা হয়েছে। এ বিরাম চিহ্নকে ওয়াক্‌ফ বলা হয়।

বিরাম চিহ্ন দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো একজন আরবি না জানা লোকও যেন সহজে বোঝতে পারেন কোথায় কতটুকু থামতে হবে আর কোথায় থামলে অর্থ ঠিক থাকবে না। আগে কুরআন মজিদে এই চিহ্নগুলো দেওয়া ছিল না। যিনি সর্বপ্রথম এ চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন তার নাম আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে তাইফুর।

ওয়াক্‌ফ বা বিরাম চিহ্নের বিবরণ:

o = একে 'ওয়াক্‌ফ তাম' বলে। আয়াতের শেষে এ চিহ্ন থাকে। যেখানে শুধু এ চিহ্ন থাকে সেখানে আমরা অবশ্যই থামব। কিন্তু এর ওপর অন্য কোনো চিহ্ন থাকলে তখন আমরা সে অনুযায়ী আমল করব।

م = একে 'ওয়াক্‌ফ লাজিম' বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্‌ফ করা আবশ্যক, না করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

ط = একে 'ওয়াক্‌ফ মুতলাক' বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি উত্তম।

ج = একে 'ওয়াক্‌ফ জায়েজ' বলে। এখানে থামা না থামা উভয়ের অনুমতি আছে। তবে থামাই ভালো।

ز = একে 'ওয়াক্‌ফ মুজাওয়াজ' বলে। এখানে না থামাই ভালো ।

ص = একে 'ওয়াক্‌ফ মুরাখখাস' বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়া ভালো । তবে দমে না কুলালে থামা যায়।

ق = এখানে থামার ব্যাপারে মতভেদ আছে। থামবে না।

قف = এখানে থামা উচিৎ।

لا = এখানে থামা যাবে না। আয়াতের মাঝখানে থাকলে থামা যাবে না। আর আয়াতের শেষে গোল চিহ্নের ওপর থাকলে থামা যাবে।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে ওয়াক্ফ বা বিরাম চিহ্নের বিন্যাসসহ একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টার পেপারে লিখবে।

গুন্নাহ اَلْغُنَّةُ

কুরআন মজিদ সহীহ্ শুদ্ধভাবে তেলাওয়াতের একটি নিয়ম হলো গুন্নাহ। নাক ব্যবহার করে উচ্চারণ করাকে গুন্নাহ বলে।

আরবি হরফ ২৯টি। এর মধ্যে গুন্নাহর হরফ ২টি। م (মিম), ن (নূন)। এই হরফ দুইটি যখন তাশদীদযুক্ত হয়, তখন তার উচ্চারণ স্বরকে নাকের বাঁশির মধ্যে নিয়ে গুন গুন করে উচ্চারণ করতে হয়। গুন্নাহ করা ওয়াজিব। গুন্নাহর স্থলে কমপক্ষে এক আলিফ পরিমাণ লম্বা করতে হয়। যেমন,

اِنَّ (ইন্না), عَمَّ (আম্মা), ثُمَّ (সুম্মা) ইত্যাদি।

কুরআন মজিদ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে গুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা তেলাওয়াতের সময় যথাস্থানে গুন্নাহ করব।

সূরা ফীল (سُوْرَةُ الْفِيْلِ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

মক্কি সূরা, আয়াত সংখ্যা– ৫

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝
وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
مَّاْكُوْلٍ ۝

বাংলা উচ্চারণ:

১. আলাম তারা কাইফা ফায়ালা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফীল। ২. আলাম ইয়াজয়াল কাইদাহুম ফি তাদলিল। ৩. ওয়া আরসালা আলাইহিম তায়রান আবাবিল। ৪. তারমিহিম বিহিজারাতিম মিন সিজ্জিল। ৫. ফাজায়ালাহুম কায়াসফিম মা'কূল।

অর্থ :

১. তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের প্রতি কী করেছিলেন?

২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন নি?

৩. তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন।

৪. যারা তাদের ওপর কঙ্কর নিক্ষেপ করে।

৫. এরপর তিনি তাদের চর্বিত ঘাসের মতো করে দেন।

সূরা কুরাইশ (سُوْرَةُ قُرَيْشٍ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

মক্কি সূরা, আয়াত সংখ্যা– ৪

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا

الْبَيْتِ ۙ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ

বাংলা উচ্চারণ:

১. লি ঈলাফি কুরাইশীন।

২. ঈলাফিহিম রিহলাতাশ শিতায়ি ওয়াসসায়িফ।

৩. ফালইয়াবুদু রাব্বা হাজাল বায়তিল্লাজী।

৪. আতয়ামাহুম মিন জুয়েওঁ ওয়া আমানাহুম মিন খাউফ।

অর্থ : ১. যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে।

২. আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের।

৩. তারা ইবাদত করুক এই গৃহের প্রতিপালকের।

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ রেখেছেন।

সূরা মাউন (سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

মক্কি সূরা, আয়াত সংখ্যা– ৭

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ

عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ

سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

বাংলা উচ্চারণ:

১. আরাইতাল্লাযী ইউকাজ্জিবুবিদ্দীন। ২. ফাজালিকাল্লাযী ইয়াদুউল ইয়াতীম। ৩. ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তোয়ামিল মিসকিন। ৪. ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লিন। ৫. আল্লাযিনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন। ৬. আল্লাযিনা হুম ইউরাউন। ৭. ওয়া ইয়ামনাউনাল মাউন।

অর্থ : ১. তুমি কি দেখেছ তাকে যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে?

২. সে তো সেই যে, এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় ।

৩. এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।

৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের।

৫. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।

৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।

৭. গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্যদানে বিরত থাকে।

সূরা কাউসার (سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

মক্কি সূরা, আয়াত সংখ্যা– ৩

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

বাংলা উচ্চারণ :

১. ইন্না আতাইনা কালকাওসার।

২. ফাসাল্লি লি রাব্বিকা ওয়ানহার।

৩. ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার।

অর্থ : ১. আমি অবশ্যই তোমাকে কাওসার দান করেছি।

২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানি কর ।

৩. নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ ।

সূরা কাফিরূন (سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

মক্কি সূরা, আয়াত সংখ্যা– ৬

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۧ

বাংলা উচ্চারণ:

১. কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন। ২. লা আবুদু মা তাবুদুন। ৩.ওয়ালা আনতুম আবিদূনা মা আবুদ। ৪. ওয়া লা আনা আবিদুম মা আবাত্তুম। ৫. ওয়া লা আনতুম আবিদূনা মা আবুদ। ৬. লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।

অর্থ : ১. বল, হে কাফিরগণ।

২. আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা কর ।

৩. এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি ।

৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছ।

৫. এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি।

৬. তোমাদের দীন তোমাদের, আর আমার দীন আমার জন্য।

অনুশীলনী

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১) কণ্ঠনালির মাঝখান থেকে উচ্চারিত হয়–

ক. ء _ ه খ. غ _ خ

গ. ع _ ح ঘ. ف

২) কণ্ঠনালির শেষ অংশ থেকে উচ্চারিত হয়–

ক. ع _ ح খ. غ _ خ

গ. ج _ ش _ ى ঘ. ء _ ه

৩) জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়–

ক. ل খ. ك

গ. ن ঘ. ض

৪) জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের নিচের দুই দাঁতের অগ্রভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়–

ক. ط د ت খ. ص س ز

গ. ء _ ه ঘ. ف

৫) জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়–

ক. ء _ ه খ. ق

গ. غ _ خ ঘ. ك

৬) জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়–

ক. ج ـ ش ـ ى খ. ر

গ. ط د ت ঘ. ص س ز

৭) জিহ্বার অগ্রভাগ ওপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়–

ক. ظ ذ ث খ. ن

গ. ص س ز ঘ. ط د ت

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. কুরআন মজিদ আল্লাহর ..... ।

২. জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ..... ।

৩. ح ـ ع কণ্ঠনালির ..... থেকে উচ্চারিত হয়।

৪. বিরাম চিহ্নকে ..... বলে।

৫. কুরআন মজিদের ভাষা..... ।

গ. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
কুরআন মজিদ তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য	আসমানি কিতাব
কুরআন মজিদ হলো সর্বশেষ	৪টি
দুই ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয়	ق
জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চরিত হয়	ء ـ ا
কণ্ঠনালির শুরু থেকে উচ্চারিত হয়	و ب م

২. সংক্ষিপ্ত উত্তরপ্রশ্ন :

১. কুরআন মজিদ পাঠের উদ্দেশ্য কয়টি?

২. মাখরাজ কয়টি?

৩. কণ্ঠনালির হরফ কয়টি?

৪. ث ذ ظ কোথা থেকে উচ্চারিত হয়?

৫. দুই ঠোঁট থেকে কোন কোন হরফ উচ্চারিত হয়?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. কুরআন মজিদ কার বাণী? কুরআন মজিদ তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য কয়টি ও কী কী?

২. কুরআন মজিদ বোঝে তেলাওয়াত করলে কী কী বিষয়ে জানতে পারবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

৩. তাজবিদ কাকে বলে? সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করার কী কী লাভ আছে উল্লেখ কর।

৪. মাখরাজ কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।

৫. কোন কোন স্থান থেকে আরবি বর্ণগুলো উচ্চারিত হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

৬. কণ্ঠনালি থেকে কোন কোন বর্ণ উচ্চারিত হয় তা লিখ।

৭. জিহ্বা থেকে যেসব বর্ণ উচ্চারিত হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

৮. ওয়াক্‌ফ কাকে বলে? এর উদ্দেশ্য কী? সর্বপ্রথম কে এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন?

৯. ওয়াক্‌ফে তাম, লাজিম ও মুতলাকের চিহ্নগুলো অঙ্কন কর।

১০. সূরা ফীলের অর্থ লিখ।

১১. সূরা আল কাওসার আরবিতে লিখ।

অধ্যায় : চতুর্থ

কুরআন মজিদ শিক্ষা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ কুরআন মজিদের পরিচয় জানা এবং সহীহ্ করে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারা।
৪.২ তাজবিদের পরিচয় ও গুরুত্ব বলতে পারা এবং তাজবিদসহ কুরআন তেলাওয়াত করতে পারা।
৪.৩ আরবি বর্ণের মাখরাজ জানা এবং সঠিকভাবে আরবি বর্ণের উচ্চারণ করা।
৪.৪ ওয়াকফ কী তা বলতে পারা এবং যথা স্থানে ওয়াকফ করা।
৪.৫ গুন্নাহ্ এর পরিচয় জানা এবং সঠিক নিয়মে গুন্নাহ্ করতে পারা।
৪.৬ সূরা ফীল বলতে ও শুদ্ধভাবে সালাতে পড়তে পারা।
৪.৭ সূরা কুরাইশ বলতে ও শুদ্ধভাবে সালাতে পড়তে পারা।
৪.৮ সূরা আল মাউন বলতে ও শুদ্ধভাবে সালাতে পড়তে পারা।
৪.৯ সূরা কাওসার বলতে ও শুদ্ধভাবে সালাতে পড়তে পারা।
৪.১০ সূরা কাফিরুন বলতে ও শুদ্ধভাবে সালাতে পড়তে পারা।

শিখনফল

৪.১.১ কুরআন মজিদের পরিচয় বলতে পারবে।
৪.১.২ তাঁরা কুরআন মজিদ সহীহ্ করে তেলাওয়াত করতে পারবে।
৪.২.১ তাজবীদের পরিচয় ও গুরুত্ব বলতে পারবে।
৪.২.২ তাঁরা তাজবীদের সাথে কুরআন মজিদ পড়তে পারবে।
৪.৩.১ মাখরাজের পরিচয় ও আরবি বর্ণের উচ্চারণের স্থানগুলো বলতে পারবে।
৪.৩.২ তাঁরা আরবি বর্ণগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবে।
৪.৪.১ ওয়াকফ বা বিরাম চিহ্ন কী তা বলতে ও চিনতে পারবে।
৪.৪.২ তাঁরা বিরাম চিহ্নে নিয়মিত থামতে পারবে।
৪.৫.১ গুন্নাহ্ এর অর্থ ও গুরুত্ব বলতে পারবে।
৪.৫.২ গুন্নাহের অক্ষরগুলো কী তা বলতে পারবে।
৪.৬.১ সূরা ফীল শুদ্ধ উচ্চারণে ও মুখস্থ পড়তে পারবে।
৪.৬.২ তাঁরা সূরা ফীল শুদ্ধভাবে সালাতে পড়তে পারবে।
৪.৭.১ সূরা কুরাইশ শুদ্ধ উচ্চারণে ও মুখস্ত পড়তে পারবে।
৪.৭.২ তাঁরা এ সূরাটি সালাতে পাঠ করবে।
৪.৮.১ সূরা মাউন শুদ্ধ উচ্চারণে ও মুখস্ত পড়তে পারবে।
৪.৮.২ তাঁরা এ সূরাটি শুদ্ধভাবে সালাতে পাঠ করতে পারবে।
৪.৯.১ সূরা কাউসার শুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্ত পড়তে পারবে।
৪.৯.২ তাঁরা এ সূরাটি শুদ্ধভাবে সালাতে পাঠ করতে পারবে।
৪.১০.১ সূরা কাফিরুন শুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্ত পড়তে পারবে।
৪.১০.২ তাঁরা এ সূরাটি শুদ্ধভাবে সালাতে পড়তে পারবে।

পাঠ বিভাজ : এ অধ্যায়টি ৯টি পাঠে বিভক্ত।

পাঠ- ১
কুরআন মজিদ শিক্ষা

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা-৯১-৯২) বিষয়বস্তু : কুরআন মজিদ .....ইত্যাদি ।

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৪.১.১ কুরআন মজিদের পরিচয় বলতে পারবে ।

৪.১.২ তারা কুরআন মজিদ সহীহ করে তেলাওয়াত করতে পারবে ।

৪.২.১ তাজবিদের পরিচয় ও গুরুত্ব বলতে পারবে ।

৪.২.২ তাঁরা তাজবিদের সাথে কুরআন মজিদ পড়তে পারবে ।

উপকরণ :

সিডি/ পেনড্রাইভ/মাল্টিমিডিয়া/রঙ্গিন বড় অক্ষরে লেখা 'কুরআন মজিদ শিক্ষা' । বাস্তব কুরআন শরিফ, কুরআনের ছবি, কুরআন মজিদ সম্পর্কিত মহানবির (স)এর বাণীর ফেস্টুন, চক/ মার্কার, ডাস্টার,স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন । শিক্ষার্থীদের ১/২ জনের ব্যক্তিগত খোঁজ খবর নিন ।

খ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন ।

১. কুরআন মজিদ কার কালাম?
২. সর্বশেষ আসমনি কিতাব কোনটি?
৩. তাজবিদ কাকে বলে?

গ. এসো তা হলে আজ আমরা কুরআন মজিদ সম্পর্কে আলোচনা করি । এই বলে আজকের পাঠ ঘোষণা করুন । পাঠ শিরোনাম *'কুরআন মজিদ শিক্ষা'* বোর্ডে লিখুন । আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের উচ্চস্বরে 'কুরআন মজিদ শিক্ষা' বলতে ও তাদের খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. এরপর আজকের পাঠটি আলোচনা এবং সহজ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন ।

১. কুরআন মজিদ কার কালাম?
২. কালাম অর্থ কী?
৩. সর্বশেষ আসমনি কিতাব কোনটি?
৪. কুরআন মজিদ আল্লাহ তায়ালা কার ওপর নাযিল করেন?
৫. কোন কিতাব কোন পরিবর্তন হয়নি এবং হবেও না?
৬. কুরআন মজিদ হিফাযত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কী বলেছেন?

৭. কুরআন মজিদ তেলাওয়াতের উদ্যেশ্য কয়টি?
৮. কুরআন মজিদ তেলাওয়াতের উদ্যেশ্যগুলো কী কী?
৯. সাহাবিরা কীভাবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল?
১০. কুরআন মজিদ বুঝে তেলাওয়াত করলে আমরা কী কী জানতে পারব?
১১. আমরা কুরআন মজিদ কীভাবে শিখব?
১২. সঠিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করলে কী হয়?
১৩. তাজবিদ কাকে বলে?
১৪. তাজবিদে কী কী বিষয় থাকে?

ঙ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিবে। তারা না পারলে আপনি তাদের সঠিক উত্তরে সহযোগিতা করুন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

বই সংযোগ : অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নিরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

১. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কুরআন মজিদ তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যগুলো নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলুন।
২. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বুঝে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করলে কী কী জানতে পারা যায় এর একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। তারা না পারলে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন :

যে পাঠটি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞাসা করুন–

১. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে প্রদর্শন করুন। সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন।

ক. কুরআন মজিদ কার কালাম ?

(১) রাসুলের কালাম (৩) আল্লাহর কালাম
(২) ফিরিশতার কালাম (৪) বিজ্ঞানীদের কালাম

খ. সর্বশেষ আসমানি কিতাব কোনটি ?

(১) তাওরাত (২) যাবুর
(৩) কুরআন (৪) ইঞ্জিল

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী বসবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন–

ক. কুরআন মজিদ ---------- কালাম।
খ. কুরআন মজিদ হলো সর্বশেষ ---------- কিতাব।
গ. ---------- (স) ওপর নাযেল হয় এ কিতাব।
ঘ. ----------আমাদের মাতৃভাষা।

৩. কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলাতে বলুন।

ক. কুরআন মজিদ	কিতাব।
খ. সর্বশেষ আসমানি	নির্দেশমতো চলব।
গ. কুরআন মজিদের	শুদ্ধকরে শিখব।
ঘ. আমরা কুরআন মজিদ	আল্লাহর কালাম।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন –

ক. কুরআন মজিদ কার কালাম?

খ. সাহাবিরা কীভাবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল?

গ. আমরা কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করব কীভাবে?

ঘ. তাজবিদে কী কী বিষয় থাকে?

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন –

ক. কুরআন মজিদ সংরক্ষণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ কী বলেছেন?

খ. কুরআন মজিদের গুরুত সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখ।

গ. সঠিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করলে কী হয়?

ঘ. কুরআন মজিদ বুঝে তেলাওয়াত করলে কী কী জানা যায় এর একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ- ২

মাখরাজ

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা: ৯২-৯৩) বিষয়বস্তু : আরবি শব্দ উচ্চারণের.....উচ্চারিত হয়

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৪.৩.১ মাখরাজের পরিচয় ও আরবি বর্ণের উচ্চারণের স্থানগুলো বলতে পারবে।

৪.৩.২ তাঁরা আরবি বর্ণগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবে।

উপকরণ : আরবি বর্ণমালার সিডি/পেনড্রাইভ/ মাল্টি মিডিয়া/রঙ্গিন বড় অক্ষরে লেখা **'মাখরাজ'**/ ফোম/কাগজ কাটা বর্ণের মডেল, চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড/চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদেরকে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। তাদের ১/২জনের ব্যক্তিগত খোঁজ খবর নিন।

খ. রঙ্গিন লেখা ' ***মাখরাজ*** '/ফোম/কাগজ কাটা বর্ণের মডেল যথাস্থানে টাঙিয়ে দিন।

গ. শিক্ষার্থীদেরকে রঙিন বর্ণগুলো ভালোভাবে দেখতে বলুন। তাদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগের জন্য কয়েকটি সহজ ও ছোট প্রশ্ন করুন-

১. কুরআন মজিদের ভাষা কী?
২. আরবি হরফ কয়টি?
৩. আরবি হরফের উচ্চারণ স্থানকে কী বলে?

ঘ. এবার পাঠ শিরোনাম ' *মাখরাজ* ' ঘোষণা করুন ও বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদেরকে তা নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলুন।

ঙ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন।

১. কুরআন মজিদের ভাষা কী?
২. আরবি হরফ কোন দিক থেকে পড়তে হয়?
৩. আরবি বর্ণগুলো কোন কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়?
৪. আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে কী বলে?
৫. আরবি হরফের মাখরাজ কীভাবে ঠিক করতে হয়?
৬. আরবি বর্ণ কয়টি?
৭. আরবি ২৯টি বর্ণ কয়টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়?
৮. আরবি বর্ণ উচ্চারণের স্থানগুলো কী কী?
৯. কণ্ঠনালির শুরু থেকে কোন কোন বর্ণ উচ্চারিত হয়?
১০. কণ্ঠনালির মাঝখান থেকে কোন কোন বর্ণ উচ্চারিত হয়?
১১. কণ্ঠনালির শেষ অংশ থেকে কোন কোন বর্ণ উচ্চারিত হয়?
১২. ك ও ق বর্ণ উচ্চারণের স্থানগুলো কী কী?
১৩. ى, ش, ج বর্ণগুলোর মাখরাজ বল।
১৪. ض এর মাখরাজ লিখ।

ঙ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে আপনি তাদের সঠিক উত্তরে সহযোগিতা করুন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. এবার প্রথমে '৯৫-৯৬ পৃষ্ঠার চিত্র ও চার্ট দেখিয়ে ১ম থেকে ৭ম পর্যন্ত মাখরাজের পরিচয় ও শুদ্ধ উচ্চারণ আপনি নিজে বলুন। শিক্ষার্থীদেরকে আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে বলতে বলুন।

ছ. পরে পারগ শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে '৯৫-৯৬ পৃষ্ঠার চিত্র ও চার্ট দেখে ১টি করে মাখরাজের নাম ও শুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চস্বরে বলতে বলুন। অন্য সবাই তাকে অনুসরণ করে উচ্চস্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে ১ম থেকে ৭ম পর্যন্ত মাখরাজের নাম ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের ১ম থেকে ৭ম পর্যন্ত মাখরাজের নাম ও বর্ণনা বই দেখে সুন্দর করে লিখে আগামী দিন আনতে বলুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিখন অর্জনমান পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. কুরআন মজিদের ভাষা কী?

(১) বাংলা (২) হিব্রু

(৩) আরবি (৪) উর্দু

খ. আরবি হরফ কয়টি?

(১) ২৯টি (২) ১৯টি

(৩) ০৯টি (৪) ৪৯টি

গ. আরবি হরফের মাখরাজ কয়টি?

(১) ২৭টি (২) ১৭টি

(৪) ০৭টি (৪) ৪৭টি

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন:

ক. কণ্ঠনালির শুরু থেকে উচ্চারিত হয় ——————— ।

খ. কণ্ঠনালির মাঝখান থেকে উচ্চারিত হয় ——————— ।

গ. কণ্ঠনালির শেষ অংশ থেকে উচ্চারিত হয় ——————— ।

ঘ. আরবি হরফের মাখরাজ ———————টি ।

৩. কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলাতে বলুন-

ক. আরবি হরফ	মাখরাজ বলে ।
খ. আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে	উচ্চারিত হয় غ-خ
গ. কণ্ঠনালির মাঝখান থেকে	লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ق
ঘ. জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে	২৯টি ।
	২৭টি ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন –

ক. ك বর্ণ উচ্চারণের স্থান কোনটি?

খ. ق বর্ণ এর মাখরাজ বল ।

গ. ى, ش, ج বর্ণগুলোর মাখরাজ বল ।

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন –

ক. কণ্ঠনালি থেকে যেসব বর্ণ উচ্চারিত হয় এর একটি তালিকা তৈরি কর ।

খ. জিহ্বা থেকে যেসব বর্ণ উচ্চারিত হয় এর একটি তালিকা তৈরি কর ।

পাঠ-৩

মাখরাজ

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা: ৯৫,৯৬-৯৮) জিহ্বার অগ্রভাগের .... শিখবে।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.৪.১ ওয়াকফ বা বিরাম চিহ্ন কী তা বলতে ও চিনতে পারবে।
৪.৪.২ তারা বিরাম চিহ্নে নিয়মিত থামতে পারবে।

উপকরণ

হরফের সিডি/পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন অক্ষরে লেখা 'মাখরাজ' ফেস্টুন/কাগজ/ ফোম কাটা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, *মার্কারবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।*

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। তাদের ২/৩ জনের ব্যক্তিগত খোঁজ খবর নিন।

খ. মাখরাজের সিডি/পেনড্রাইভ/রঙিন অক্ষরে লেখা মাখরাজের চার্ট/কাগজ/ফোম কাটা মডেল যথাস্থানে ব্যবহার করুন এবং শিক্ষার্থীদেরকে চার্ট/মডেল ভালোভাবে দেখতে বলুন। শিক্ষার্থীদেরকে পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য প্রশ্ন করুন -

১. আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে কী বলে?

২. কণ্ঠনালির মধ্য থেকে কোন কোন বর্ণ উচ্চারিত হয়?

৩. ت বর্ণ উচ্চারণের স্থান কোনটি?

গ. এবার পাঠ শিরোনাম "মাখরাজ বলুন।

ঘ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন।

১. মাখরাজ কাকে বলে?
২. আরবি হরফের মাখরাজ কয়টি?
৩. ذ د বর্ণ কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়?
৪. জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে কোন বর্ণ উচ্চারিত হয়?
৫. জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ তালুর সাথে লাগিয়ে কোন বর্ণ উচ্চারিত হয়?
৬. জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে কোন বর্ণ উচ্চারিত হয়?
৭. জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের উপরের দুই দাতের অগ্রভাগে লাগিয়ে কয়টি বর্ণ উচ্চারিত হয়?
৮. জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের উপরের দুই দাতের অগ্রভাগে লাগিয়ে কোন বর্ণ উচ্চারিত হয়?
৯. ن বর্ণ উচ্চারণের স্থান কোনটি?

১০. দুই ঠোঁট থেকে কোন বর্ণ উচ্চারিত হয়?
১১. মুখের খালি জায়গা থেকে কোন হরফ উচ্চারিত হয়?
১২. নাকের গহবর থেকে কী উচ্চারিত হয়?

ঙ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিবে। তারা না পারলে আপনি তাদের সঠিক উত্তরে সহযোগিতা করুন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

বই সংযোগ : অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নিরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করুন। প্রত্যেককে আরবি ২৯টি হরফ কোন কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হয় তা দলে আলোচনা করে একটি তালিকা তৈরি করতে এবং মারকার দিয়ে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। তারা না পারলে আপনি সহযোগিতা করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথক পৃথক ভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
চারটি বিকল্প উত্তরসহ প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে কী বলে?

(১) মাখরাজ (২) গুন্নাহ
(৩) ইজহার (৩) মাদ্দ

খ. আরবি হরফের মাখরাজ কয়টি?

(১) ২৭টি (২) ৪৭টি
(৩) ৩৭টি (৪) ১৭টি

গ. মুখের খালি জায়গা থেকে কোন হরফ উচ্চারিত হয়?

(১) ن হরফ (২) মাদ্দের হরফ
(৩) ش হরফ (৪) ر হরফ

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন:

ক. জিহবার অগ্রভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ---------- ।
খ. জিহবার অগ্রভাগের পিঠ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় --------- ।
গ. জিহবার অগ্রভাগ ওপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ---------- ।
ঘ. জিহবার অগ্রভাগ সামনের ওপরের দুই দাতের অগ্রভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় -------- ।

৩. কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলাতে বলুন-

ক. জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের ওপরের	মাদ্দের হরফ উচ্চারিত হয়।
খ. দুই ঠোঁট থেকে	গুন্নাহ উচ্চারিত হয়।
গ. মুখের খালি জায়গা থেকে	উচ্চারিত হয়
ঘ. নাকের গহ্বর থেকে	দুই দাতের অগ্রভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়।

এর মাখরাজ বল।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন –

ক. ت বর্ণ উচ্চারণের স্থান কোনটি?

খ. ف বর্ণ এর মাখরাজ বল।

গ. ذ د বর্ণগুলোর মাখরাজ বল।

ঘ. ر এর মাখরাজ বল।

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন –

ক. মাখরাজ কাকে বলে?

খ. নাকের গহ্বর থেকে কী উচ্চারিত হয়?

গ. আরবি প্রতিটি বর্ণের মাখরাজের একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ - ৪

ওয়াকফ ও গুন্নাহ

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা: ৯৯—১০০) কুরআন মজিদ শুদ্ধ.....গুন্নাহ করবে।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৪.৪.১ ওয়াকফ বা বিরাম চিহ্ন কি তা বলতে ও চিনতে পারে।

৪.৪.২ ওয়াকফ বা বিরাম চিহ্নে নিয়মিত জানতে পারবে।

৪.৫.১ গুন্নাহ এর অর্থ ও গুরুত্ব বলতে পারবে।

৪.৫.২ গুন্নাহের অক্ষরগুলো কী তা বলতে পারবে।

উপকরণ

ওয়াকফ ও গুন্নাহ এর সিডি/পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন অক্ষরে লেখা 'ওয়াকফ ও গুন্নাহ' এর কেস্টুন/ কাগজ/ফোম কাটা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করুন।

খ. এরপর শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২জন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত খবর নিন।

গ. এরপর ওয়াকফ ও গুন্নাহ এর সিডি/পেনড্রাইভ রঙিন অক্ষরে লেখা ওয়াকফ ও গুন্নাহ এর চার্ট/কাগজ / ফোম কাটা মডেল যথাস্থানে ব্যবহার করুন।

ঘ. এরপর শিক্ষার্থীদের ওয়াকফ ও গুন্নাহ এর চার্ট / মডেল ভালোভাবে দেখতে বলুন।

ঙ. এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য পাঠ সংশিষ্ট প্রশ্ন করুন -

১. বিরাম চিহ্নকে আরবিতে কী বলে?

২. সর্বপ্রথম কে এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন?

৩. গুন্নাহ কাকে বলে?

চ. এসো তাহলে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করি। এই বলে পাঠ শিরোনাম " ওয়াকফ ও গুন্নাহ "বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

ছ. এখন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন -

১. কুরআন মজিদ শুদ্ধ তেলাওয়াতের জন্য আয়াতের মধ্যে কী ব্যবহার করা হয়েছে?

২. এ চিহ্নগুলো দ্বারা কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে?

৩. বিরাম চিহ্নকে আরবিতে কী বলে?

৪. ০ এ বিরাম চিহ্ন এর নাম এবং কাজ কী?

৫. مـ এ বিরাম চিহ্ন এর নাম এবং কাজ কী?

৬. ط এ বিরাম চিহ্ন এর নাম এবং কাজ কী?

৭. ج এ বিরাম চিহ্ন এর নাম এবং কাজ কী?

৮. ز এ বিরাম চিহ্ন এর নাম এবং কাজ কী?

৯. ص এ বিরাম চিহ্ন এর নাম এবং কাজ কী?

১০. ق এ বিরাম চিহ্ন এর নাম এবং কাজ কী?

১১. قف এ বিরাম চিহ্ন এর নাম এবং কাজ কী?

১২. لا এ বিরাম চিহ্ন এর নাম এবং কাজ কী?

১৩. গুন্নাহ কাকে বলে?

১৪. গুন্নাহ এর হরফ কয়টি ও কী কী?

১৫. গুন্নাহ এরস্থলে কয় আলিফ পরিমাণ লম্বা করতে হয়?

ঙ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে আপনি তাদের সঠিক উত্তরে সহযোগিতা করুন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

বই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নিরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করুন। প্রত্যেক দলকে ওয়াকফ চিহ্ন, নাম ও বিবরণসহ তালিকা তৈরি করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে কাদের কাজে সহযোগিতা করুন।

মূল্যায়ন

মূল্যায়নের অন্যতম কৌশল হচ্ছে প্রশ্নোত্তর। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. বিরাম চিহ্নকে আরবিতে কী বলে?

(১) মাখরাজ (২) গুন্নাহ

(৩) ওয়াকফ (৩) মাদ্দ

খ. ওয়াকফ চিহ্নগুলো সর্ব প্রথম কে ব্যবহার করেন?

(১) আবু আব্দুলাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (২) আবু আব্দুলাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর

(৩) আবু আব্দুলাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৪) আবু আব্দুলাহ মুহাম্মদ ইবনে তাকি

গ. গুন্নাহ এর স্থলে কয় আলিফ পরিমাণ লম্বা করতে হয়?

(১) এক আলিফ পরিমাণ (২) দুই আলিফ পরিমাণ

(৩) তিন আলিফ পরিমাণ (৪) চার আলিফ পরিমাণ

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূণ্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন:

ক. যিনি সর্ব প্রথম এ ওয়াকফ চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন তার নাম ---------- ।

খ. ০ = একে '----------' বলে।

গ. م = একে '----------' বলে।

ঘ. ط = একে '----------' বলে।

৩. কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলাতে বলুন-

ক. ز = একে 'ওয়াকফে	মুরাখখাস বলে।
খ. ص = একে 'ওয়াকফে	মুজাওয়ায' বলে।
গ. ق = এখানে থামার ব্যাপারে	উচিত।
ঘ. قف = এখানে থামা	মতভেদ আছে।

পাঠ - ৫

সূরা ফীল

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা: ১০১)

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৪.৬.১ সূরা ফীল শুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্ত পড়তে পারবে।

৪.৬.২ তাঁরা এ সূরাটি সালাতে শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।

উপকরণ :

সুরা ফীল এর সিডি/পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন অক্ষরে লেখা "সূরা ফীল"। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত খোঁজ খবর জিজ্ঞাসা করুন।

গ. 'সূরা ফীল'- এর সিডি/পেনড্রাইভ/রঙিন অক্ষরে লেখা "সূরা ফীল" যথাস্থানে ব্যবহার করুন।

ঘ. এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করুন -

১. শিক্ষার্থীদের একজনকে একটি সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করতে বলুন-

২. তোমরা কে কে হাতী দেখেছ হাত তোল ?

৩. কুরআন মাজিদে হাতির নামে একটি সূরার নাম আছে এ সূরাটির নাম কে বলতে পার ?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম ঘোষণা করুন "সূরা ফীল"বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন।

চ. এখন সহজ সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ উপস্থাপন করুন -

১. সূরা ফীল কোথায় নাযিল হয়েছিল?
২. সূরা ফীলের আয়াত সংখ্যা কত?
৩. সূরা ফীলের প্রথম আয়াতটি মুখস্থ বল।
৪. সূরা ফীলের দ্বিতীয় আয়াতটি মুখস্থ বল।
৫. সূরা ফীলের তৃতীয় আয়াতটি মুখস্থ বল।
৬. সূরা ফীলের চতুর্থ আয়াতটি মুখস্থ বল।
৭. সূরা ফীলের পঞ্চম আয়াতটি মুখস্থ বল।
৮. সূরা ফীলের প্রথম আয়াতটির অর্থ বল।
৯. সূরা ফীলের দ্বিতীয় আয়াতটির অর্থ বল।
১০. সূরা ফীলের তৃতীয় আয়াতটির অর্থ বল।

১১. সূরা ফীলের চতুর্থ আয়াতটির অর্থ বল।

১২. সূরা ফীলের পঞ্চম আয়াতটির অর্থ বল।

ছ. শিক্ষার্থীরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে আপনি আন্তরিকভাবে সঠিক উত্তর বলে দিন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

জ. এরপর শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। প্রত্যেক দলনেতাকে প্রতিটি আয়াত উচ্চস্বরে বানান করে পড়তে বলুন। অন্য সবাই দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা 'সূরা ফীল' বানান করে শিখবে ও মুখস্থ করবে।

বই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নিরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের সূরা ফীল বাংলা উচ্চারণে লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখুন। তারা না পারলে তাদেরকে সহযোগিতা করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিখন অর্জন মান পৃথক পৃথক ভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. ফীল অর্থ কী?

(১) গরু (২) বকরী

(৩) হাতি (৪) পাখি

খ. সূরা ফীলের আয়াত সংখ্যা কত?

(১) ২টি (২) ৩টি

(৩) ৪টি (৪) ৫টি

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূণ্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন:

ক. আলাম তারা কাইফা ফায়ালা রাব্বুকা বি আসহা বিল -------।

খ. আলাম ইয়াজায়াল কাইদাহুম ফী ---------।

গ. ওয়া আরসালা আলাইহিম তায়রান ----------।

ঘ. তারমিহিম বিহিজারাতিম মিন ---------।

৩. কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলাতে বলুন-

ক. আলাম তারা কাইফা ফায়ালা	তায়রান আবাবিল ।
খ. আলাম ইয়াজায়াল কাইদাহুম	মিন সিজ্জিল ।
গ. ওয়া আরসালা আলাইহিম	ফী তাদলিল ।
ঘ. তারমিহিম বিহিজারাতিম	মা'কুল ।
ঙ. ফাজায়ালাহুম কায়াসফিম	রাব্বুকা বি আসহা বিল ফিল ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন -

ক. সূরা ফীলের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল ।

খ. সূরা ফীলের ৩য় আয়াত মুখস্থ বল ।

গ. সূরা ফীলের শেষ আয়াত মুখস্থ বল ।

ঘ. সূরা- ফীলের প্রথম দুই আয়াত বাংলায় আনুবাদ কর ।

ঙ. সূরা- ফীলের শেষ দুই আয়াত বাংলায় আনুবাদ কর ।

চ. সূরা- ফীল বাংলায় উচ্চারণ লিখ ।

ছ. সূরা- ফীল বাংলায় আনুবাদ কর ।

পাঠ-৬

সূরা কুরাইশ

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা: ১০২)

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৪.৭.১ 'সুরা কুরাইশ' শুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্ত পড়তে পারবে ।

৪.৭.২ তাঁরা এ সূরাটি সালাতে শুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারবে ।

উপকরণ :

'সুরা কুরাইশ' এর সিডি/পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন অক্ষরে লেখা 'সূরা কুরাইশ' । চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন ।

খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন । ১/২ জন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত খোঁজ, খবর নিন ।

গ. ' সূরা কুরাইশ'- এর সিডি/পেনড্রাইভ/রঙিন অক্ষরে লেখা 'সূরা কুরাইশ' যথাস্থানে ব্যবহার করুন।

ঘ. এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করুন -

১. শিক্ষার্থীদের একজনকে একটি সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করতে বলুন-

২. কুরআন মাজিদে মক্কার প্রসিদ্ধ বংশের নামে একটি সূরার নাম আছে তা কে বলতে পারবে?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম 'সূরা কুরাইশ' বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন 'সূরা কুরাইশ'।

চ. এখন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ পরিচালনা করুন -

১. 'সূরা কুরাইশ' কোথায় নাযিল হয়েছিল?

২. সূরা কুরাইশের আয়াতসংখ্যা কত?

৩. সূরা কুরাইশের প্রথম আয়াতটি মুখস্থ বল।

৪. সূরা কুরাইশের দ্বিতীয় আয়াতটি মুখস্থ বল।

৫. সূরা কুরাইশের তৃতীয় আয়াতটি মুখস্থ বল।

৬. সূরা কুরাইশের চতুর্থ আয়াতটি মুখস্থ বল।

৮. সূরা কুরাইশের প্রথম আয়াতটির অর্থ বল।

৯. সূরা কুরাইশের দ্বিতীয় আয়াতটির অর্থ বল।

১০. সূরা কুরাইশের তৃতীয় আয়াতটির অর্থ বল।

১১. সূরা কুরাইশের চতুর্থ আয়াতটির অর্থ বল।

ছ. শিক্ষার্থীরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে আপনি আন্তরিকভাবে সঠিক উত্তর বলে দিন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

জ. এরপর শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। প্রত্যেক দলনেতাকে প্রতিটি আয়াত উচ্চস্বরে বানান করে পড়তে বলুন। অন্য সবাই দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অণুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা 'সূরা কুরাইশ' বানান করে শিখবে ও মুখস্থ করবে।

বই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের সূরা কুরাইশ বাংলা উচ্চারণে লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখুন। তারা না পারলে তাদেরকে সহযোগিতা করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথক পৃথক ভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. কুরাইশ কী?

(১) একটি শহর (২) একটি গোত্র

(৩) একটি পাহাড় (৪) একটি পাখি

খ. সূরা কুরাইশের আয়াত সংখ্যা কত?

(১) ২টি (২) ৩টি

(৩) ৪টি (৪) ৫টি

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন:

ক. লি ইলাফি -------- ।

খ. ইলাফিহিম রিহলাতা শিতায়ে --------- ।

গ. ফালইয়াবুদু রাব্বা হাযাল ---------- ।

ঘ. আতআমাহুম মিন জুঁয়েও ওয়া আমানাহুম মিন --------- ।

৩. কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলাতে বলুন-

ক. লি ইলাফি	বাইতিল্লাযী ।
খ. ইলাফিহিম রিহলাতা শিতায়ি	ওয়াস সায়্যিফ ।
গ. ফালইয়াবুদু রাব্বা হাযাল	কুরাইশিন ।
ঘ. আতআমাহুম মিন জুঁয়েও ওয়া	আমানাহুম মিন খাওফ ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন -

ক. সূরা কুরাইশের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল ।

খ. সূরা কুরাইশের ৩য় আয়াত মুখস্থ বল ।

গ. সূরা কুরাইশের শেষ আয়াত মুখস্থ বল ।

ঘ. সূরা- কুরাইশের প্রথম দুই আয়াত বাংলায় আনুবাদ কর ।

ঙ. সূরা- কুরাইশের শেষ দুই আয়াত বাংলায় আনুবাদ কর ।

চ. সূরা- কুরাইশ বাংলায় উচ্চারণ লিখ ।

ছ. সূরা- কুরাইশ বাংলায় আনুবাদ কর ।

পাঠ - ৭

সূরা মাউন

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা: ১০৩)

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.৮.১ 'সূরা মাউন' শুদ্ধ উচ্চারণে ও মুখস্থ পড়তে পারবে।

৪.৮.২ তাঁরা এ সূরাটি সালাতে শুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারবে।

উপকরণ

সূরা আল মাউন এর সিডি/পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন অক্ষরে লেখা সুরা আল মাউন/কাগজ/ ফোম পাট মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যগত খোঁজ, খবর নিন।

গ.' সূরা আল মাউন -এর সিডি/পেনড্রাইভ/রঙিন অক্ষরে লেখা "সূরা আল মাউন" যথাস্থানে ব্যবহার করুন।

ঘ. এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করুন -

১. শিক্ষার্থীদের একজনকে একটি সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করতে বলুন-

২. তোমরা ৩টি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর নাম বলতে পারবে কে?

৩. কুরআন মজিদে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর নামে একটি সূরার নাম আছে এ সূরাটির নাম কে বলতে পার?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম "সূরা আল মাউন" বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন।

চ. এখন সহজ, সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ উপস্থাপন করুন -

১. সুরা মাউন কোথায় নাযিল হয়েছিল?

২. সুরা মাউন আয়াতসংখ্যা কত?

৩. সূরা মাউনের প্রথম আয়াতটি মুখস্থ বল।

৪. সূরা মাউনের দ্বিতীয় আয়াতটি মুখস্থ বল।

৫. সূরা মাউনের তৃতীয় আয়াতটি মুখস্থ বল।

৬. সূরা মাউনের চতুর্থ আয়াতটি মুখস্থ বল।

৭. সূরা মাউনের পঞ্চম আয়াতটি মুখস্থ বল।

৮. সূরা মাউনের প্রথম আয়াতটির অর্থ বল।
৯. সূরা মাউনের দ্বিতীয় আয়াতটির অর্থ বল।
১০. সূরা মাউনের তৃতীয় আয়াতটির অর্থ বল।
১১. সূরা মাউনের চতুর্থ আয়াতটির অর্থ বল।
১২. সূরা মাউনের পঞ্চম আয়াতটির অর্থ বল।

ছ. শিক্ষার্থীরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে আপনি আন্তরিকভাবে সঠিক উত্তর বলে দিন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

জ. এরপর শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। প্রত্যেক দলনেতাকে প্রতিটি আয়াত উচ্চস্বরে বানান করে পড়তে বলুন। অন্য সবাই দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা 'সূরা মাউন' বানান করে শিখবে ও মুখস্থ করবে।

বই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের সূরা মাউন বাংলা উচ্চারণে লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখুন। তারা না পারলে তাদেরকে সহযোগিতা করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. মাউন অর্থ কী?

(১) প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী (২) বকরী
(৩) হাতি (৪) পাখি

ক. সূরা মাউনের আয়াত সংখ্যা কত?

(১) ২টি (২) ৫টি
(৩) ৪টি (৪) ৭টি

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন:

ক. আড়া আইতাল্লাযী ইউকাযযীবু -------।
খ. ফাযালিকা ল্লাযী ইয়াদুউল ---------।

গ. ওয়লা ইয়া হুদ্দু আলা তায়ামিল---------- ।

ঘ. ফাওয়াইলুল্লিল --------- ।

৩. কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলাতে বলুন-

ক. আড়া আইতাল্লাযী	ইয়তিম ।
খ. ফাযালিকা ল্লাযী ইয়াদুউল	তোয়ামিল মিসকিন ।
গ. ওয়লা ইয়া হুদ্দু আলা	মুসাল্লিন ।
ঘ. ফাওয়াইলুল্লিল	সাহুন ।
ঙ. আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম	ইউকাযযীবুবিদ্দিন ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন -

ক. সূরা মাউনের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল ।

খ. সূরা মাউনের ৩য় আয়াত মুখস্থ বল ।

গ. সূরা মাউনের শেষ আয়াত মুখস্থ বল ।

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন -

ক. সূরা মাউনের প্রথম দুই আয়াত বাংলায় অনুবাদ কর ।

খ. সূরা মাউনের শেষ দুই আয়াত বাংলায় অনুবাদ কর ।

গ. সূরা মাউন বাংলায় উচ্চারণ লিখ ।

ঘ. সূরা মাউন বাংলায় অনুবাদ কর ।

পাঠ - ৮

সূরা কাউসার

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা: ১০৪)

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৪.৯.১ সূরা কাউসার শুদ্ধ উচ্চারণে ও মুখস্ত পড়তে পারবে ।

৪.৯.২ তাঁরা এ সূরাটি শুদ্ধভাবে সালাতে পাঠ করতে পারবে ।

উপকরণ

সুরা কাউসার এর সিডি/পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন অক্ষরে লেখা "সূরা কাউসার" । কাগজ/ফোম কাটা/ মডেল । চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/ পয়েন্টার ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর পারিবারিক খোঁজ-খবর জিজ্ঞেস করুন।

গ.' সুরা কাউসার-এর সিডি/পেনড্রাইভ/রঙিন অক্ষরে লেখা "সূরা কাউসার" যথাস্থানে ব্যবহার করুন।

ঘ. এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করুন -

১. শিক্ষার্থীদের একজনকে একটি সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করতে বলুন-

২. তোমরা কী ঝর্না দেখেছ?

৩. কুরআন মাজিদে বেহেশতী ঝর্নার নামে একটি সূরার নাম আছে এ সূরাটির নাম কে বলতে পার?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম সুরা কাউসার বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন "সূরা কাউসার"।

চ. এখন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সহজ আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ পরিচালনা করুন -

১. সূরা কাউসার কোথায় নাযিল হয়েছিল?

২. সূরা কাউসার আয়াত সংখ্যা কত?

৩. সূরা কাউসার প্রথম আয়াতটি মুখস্থ বল।

৪. সূরা কাউসারের দ্বিতীয় আয়াতটি মুখস্থ বল।

৫. সূরা কাউসারের তৃতীয় আয়াতটি মুখস্থ বল।

৬. সূরা কাউসারের প্রথম আয়াতটির অর্থ বল।

৭. সূরা কাউসারের দ্বিতীয় আয়াতটির অর্থ বল।

৮. সূরা কাউসারের তৃতীয় আয়াতটির অর্থ বল।

ছ. শিক্ষার্থীরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে আপনি আন্তরিকভাবে সঠিক উত্তর বলে দিন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

জ. এরপর শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। প্রত্যেক দলনেতাকে প্রতিটি আয়াত উচ্চস্বরে বানান করে পড়তে বলুন। অন্য সবাই দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা 'সূরা কাউসার ' বানান করে শিখবে ও মুখস্থ করবে।

বই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের কাউসারের বাংলা অর্থ লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখুন। তারা না পারলে তাদেরকে সহযোগিতা করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. কাউসার অর্থ কী?

(১) পিয়ালা (২) বেহেশতের ঝর্ণা
(৩) সংসদভবন। (৪) পাখি

ক. সূরা কাউসারের আয়াত সংখ্যা কত?

(১) ২টি (২) ৩টি
(৩) ৪টি (৪) ৫টি

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন:

ক. ইন্না আতাইনা -------।

খ. ফসাল্লি লি রাব্বিকা ---------।

গ. ইন্না শানিয়াকা হুয়াল ----------।

৩. কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলাতে বলুন-

ক. ইন্না আতাইনা	ওয়ানহার।
খ. ফসাল্লি লি রাব্বিকা	আবতার।
গ. ইন্না শানিয়াকা হুয়াল	কাল কাউসার।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. সূরা কাউসারের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল।

খ. সূরা কাউসারের ৩য় আয়াত মুখস্থ বল।

গ. সূরা কাউসারের শেষ আয়াত মুখস্থ বল।

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. সূরা- কাউসারের প্রথম দুই আয়াত বাংলায় অনুবাদ কর।

খ. সূরা- কাউসারের শেষ দুই আয়াত বাংলায় অনুবাদ কর।

গ. সূরা- কাউসারের বাংলায় উচ্চারণ লিখ।

ঘ. সূরা- কাউসারের বাংলায় অনুবাদ কর।

পাঠ -৯

সূরা কাফিরুন

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা: ১০৫)

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.১০.১ সূরা কাফিরুন শুদ্ধ উচ্চারণ ও মুখস্থ পড়তে পারবে।

৪.১০.২ তাঁরা এ সূরাটি শুদ্ধভাবে সালাতে পড়তে পারবে।

উপকরণ

সূরা কাফিরুন-এর সম্পর্কিত সিডি/ পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন অক্ষরে লেখা "***কাফিরুন***"। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর পারিবারিক খোঁজ খবর নিন।

গ.' সূরা কাফিরুন'- এর সিডি/পেনড্রাইভ/রঙিন অক্ষরে লেখা "সূরা কাফিরুন" যথাস্থানে ব্যবহার করুন।

ঘ. এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করুন -

১. শিক্ষার্থীদের একজনকে একটি সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করতে বলুন-

২. যারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে না বরং অস্বীকার করে তাদের কী বলা হয় ?

৩. কুরআন মজিদে কাফিরদের নামে একটি সূরার নাম আছে এ সূরাটির নাম কে বলতে পার ?.

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম "সূরা কাফিরুন"বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন।

চ. এখন সহজ সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ উপস্থাপন করুন -

১. সূরা কাফিরুন কোথায় নাযিল হয়েছিল ?

২. সূরা কাফিরুনের আয়াতসংখ্যা কত ?

৩. সূরা কাফিরুনের প্রথম আয়াতটি মুখস্থ বল।

৪. সূরা কাফিরুনের দ্বিতীয় আয়াতটি মুখস্থ বল।

৫. সূরা কাফিরুনের তৃতীয় আয়াতটি মুখস্থ বল।

৬. সূরা কাফিরুনের চতুর্থ আয়াতটি মুখস্থ বল।

৭. সূরা কাফিরুনের পঞ্চম আয়াতটি মুখস্থ বল।

৮. সূরা কাফিরুনের ষষ্ঠ আয়াতটি মুখস্থ বল।

৯. সূরা কাফিরুনের প্রথম আয়াতটির অর্থ বল।

১০. সূরা কাফিরুনের দ্বিতীয় আয়াতটির অর্থ বল।

১১. সূরা কাফিরুনের তৃতীয় আয়াতটির অর্থ বল।

১২. সূরা কাফিরুনের চতুর্থ আয়াতটির অর্থ বল।

১৩. সূরা কাফিরুনের পঞ্চম আয়াতটির অর্থ বল।

ছ. শিক্ষার্থীরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে আপনি আন্তরিকভাবে সঠিক উত্তর বলে দিন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

জ. এরপর শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। প্রত্যেক দলনেতাকে প্রতিটি আয়াত উচ্চস্বরে বানান করে পড়তে বলুন। অন্য সবাই দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা 'সূরা কাফিরুন' বানান করে শিখবে ও মুখস্থ করবে।

বই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের সূরা ফীল বাংলা উচ্চারণে লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখুন। তারা না পারলে তাদেরকে সহযোগিতা করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. কাফিরুন অর্থ কী?

(১) মুমিনগণ (২) পাপীগণ

(৩) মুনাফিকগণ (৪) কাফিরগণ

ক. সূরা ফীলের আয়াত সংখ্যা কত?

(১) ২টি (২) ৪টি

(৩) ৬টি (৪) ৮টি

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন:

ক. কুল ইয়া আইয়্যুহাল ------- ।

খ. লা আ'বুদু মা --------- ।

গ. ওয়ালা আনতুম আবিদুনা মা ---------- ।

ঘ. ওয়া লা আনা আবিদুম মা --------- ।

৩. কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলাতে বলুন-

ক. কুল ইয়া আইয়্যুহাল	মা আবাদতুম ।
খ. লা আ'বুদু মা	মা আবুদ ।
গ. ওয়ালা আনতুম আবিদুনা	তাবুদুন ।
ঘ. ওয়া লা আনা আবিদুম	ওয়ালিয়া দীন ।
ঙ. লাকুম দীনুকুম	কাফিরুন ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. সূরা কাফিরুনের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল ।

খ. সূরা কাফিরুনের ৩য় আয়াত মুখস্থ বল ।

গ. সূরা কাফিরুনের শেষ আয়াত মুখস্থ বল ।

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. সূরা-কাফিরুনের প্রথম দুই আয়াত বাংলায় অনুবাদ কর ।

খ. সূরা-কাফিরুনের শেষ দুই আয়াত বাংলায় অনুবাদ কর ।

গ. সূরা-কাফিরুন বাংলায় উচ্চারণ লিখ ।

ঘ. সূরা-কাফিরুন বাংলায় অনুবাদ কর ।

পঞ্চম অধ্যায়

মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য নবিগণের পরিচয়

আমরা আগেই জেনেছি, আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবি–রসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা নিজেরা আল্লাহর হুকুম পালন করে মানুষদের হাতে–কলমে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা ছিলেন মানুষের মহান ও আদর্শ শিক্ষক। নবি–রাসুলগণ ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী, নির্লোভ ও নিষ্পাপ। তাঁরা ছিলেন দয়ালু ও মানব–দরদী। তাঁরা আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। তাঁরা আল্লাহর তায়ালার দীন প্রচারে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। পৃথিবীতে অনেক নবি–রাসুল এসেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবি হযরত আদম (আ) আর সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স)। এ অধ্যায় আমরা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শ; কুরআন মজিদে উল্লিখিত ২৫ জন নবির নাম এবং কয়েকজন নবির পরিচয় জানবো।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শ

মহানবি (স) এর জন্ম ও পরিচয়

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল এবং রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমিনা। তাঁর দাদার নাম ছিল আব্দুল মুত্তালিব। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ এবং আহমাদ। তাঁর জন্মের পূর্বেই পিতা আব্দুল্লাহ মারা যান।

আরবের অবস্থা

মহানবি (স) এর জন্মের সময় আরবের লোকেরা নানা পাপের কাজে লিপ্ত ছিল। মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া–ফ্যাসাদ, যুদ্ধ–বিগ্রহ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন, মদ, জুয়া ইত্যাদি নিয়েই তারা মেতে ছিল। এক আল্লাহকে ভুলে তারা নানা দেব–দেবীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করত। পবিত্র কাবা তারা মূর্তিতে ভরে রেখে ছিল। কাবা প্রাঙ্গণে তারা ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। তখন বাজারে পণ্যের মতো মানুষ বেচাকেনা হতো।

মনিবরা দাস–দাসীদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন করত। পরিবারে ও সমাজে নারীদের কোনো মান–সম্মান বা অধিকার ছিল না। সে সময় কন্যা শিশু জন্মগ্রহণ করা পিতা–মাতার জন্য খুবই অপমানের বিষয় ছিল। মেয়ে শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হতো। তাদের আচার–আচরণ ছিল বর্বর ও মানবতাবিরোধী। এ সময়ে মানুষের জানমালের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। মদপান, জুয়াখেলা, সুদ, ব্যভিচার ছিল তখনকার লোকদের নিত্য–নৈমিত্তিক ব্যাপার। কুসংস্কার ও পাপ–পঙ্কিলতার অতলতলে নিমজ্জিত ছিল তারা। সে সময়কে বলা হয় 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বা মূর্খতার যুগ। মানবতার এ চরম দুর্দিনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বন্ধু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহম্মদ (স) কে পাঠালেন বিশ্বমানবতার শান্তিদূত হিসেবে। পথহারা মানুষকে সত্য, সুন্দর, ধর্ম ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য।

শৈশব ও কৈশোর

হযরত মুহাম্মদ (স)–এর জন্মের পর চাচা আবু লাহাবের দাসী সোয়েবা তাঁকে মাতৃস্নেহে লালন–পালন করেন। তারপর তখনকার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের প্রথা অনুসারে বানু সাদ গোত্রের বেদুঈন মহিলা হালিমার হাতে তাঁর লালনপালনের ভার দেওয়া হয়। সোয়েবা যদিও তাঁকে অল্পদিন লালন–পালন করেছেন তবুও তিনি প্রথম দুধমাতা ও তাঁর পরিবারের প্রতি খুব কৃতজ্ঞ ছিলেন। অনেকদিন পরেও তাঁদের খোঁজ–খবর নিয়েছেন এবং উপহার উপঢৌকন দিয়েছেন। পাঁচ বছর পর্যন্ত বিবি হালিমা নিজের সন্তানের মতো শিশু মুহাম্মদ(স) কে লালনপালন করেন। এ সময় শিশু মুহাম্মদ (স)–এর চরিত্রে ইনসাফ ও ত্যাগের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে। তিনি হালিমার একটি স্তন থেকে দুধ পান করতেন, অন্যটি দুধ ভাই আবদুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন। তিনি বেদুঈন পরিবারে থেকে বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিখেন ও মরুভূমির মুক্ত পরিবেশে সু– স্বাস্থ্যের অধিকারী হন।

পাঁচ বছর বয়সে তিনি মা আমিনার কোলে ফিরে আসেন। আদর–সোহাগে মা তাঁকে লালনপালন করতে থাকেন। কিন্তু মায়ের আদর তাঁর কপালে বেশি দিন স্থায়ী হলো না। তাঁর ছয় বছর বয়সে মাও ইন্তেকাল করেন। এবার তিনি পিতা-মাতা দুইজনকেই হারিয়ে এতিম হয়ে যান। এরপর তিনি দাদা আব্দুল মুত্তালিবের আদর–স্নেহে লালিত–পালিত হতে থাকেন। কিন্তু আট বছর বয়সের সময় তাঁর দাদাও মারা যান। এরপর তিনি চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন।

আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। কিশোর মুহাম্মদ (স) ছিলেন কর্মঠ। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি চাচার অসচ্ছল পরিবারে নানাভাবে সাহায্য করতেন। বাড়তি আয়ের জন্য রাখালদের সাথে ছাগল–মেষ চড়াতেন। রাখাল বালকদের জন্য তিনি ছিলেন আদর্শ। তাদের সাথে তিনি সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বজায় রাখতেন। রাখালদের মধ্যে ঝগড়া–বিবাদ হলে তিনি বিচারকের ভূমিকা পালন করতেন। তিনি চাচার ব্যবসা–বাণিজ্যেও সাহায্য করতেন। একবার চাচার সাথে ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায়ও গিয়েছিলেন। এ সময় বহিরা নামক এক পাদ্রীর সাথে তাঁর দেখা হয়। বহিরা তাঁকে অসাধারণ বালক বলে মন্তব্য করেন এবং শেষ নবি বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি আবু তালিবকে তাঁর ব্যাপারে সাবধানও করেন। কারণ শত্রুরা তাঁর অনিষ্ট করতে পারে।

সিরিয়া থেকে ফেরার পর বালক মুহম্মদ (স) ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে আঁতকে ওঠেন। ওকায মেলায় জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ হয়েছিল। কায়াসগোত্র অন্যায়ভাবে এ যুদ্ধ কুরাইশদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। এজন্য একে 'হারবুল ফিজার' বা অন্যায় সময় বলা হয়। এ যুদ্ধ চলে একটানা পাঁচ বছর। অনেক মানুষ আহত–নিহত হলো। যুদ্ধের বিভীষিকাময় করুণ দৃশ্য দেখে, আহতদের করুণ আর্তনাদে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন।

তিনি শান্তিকামী উৎসাহী যুবক বন্ধুদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটি শান্তি সংঘ গঠন করলেন। এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবা করা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি – শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে সম্প্রীতি বজায় রাখা ইত্যাদি। তিনি তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক সফলতা লাভ করেন। সেদিনকার শান্তি সংঘের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আজও আমাদের কিশোর ও যুব সমাজ নিজেদের এ ধরনের মহৎ কাজে নিয়োজিত করতে পারে।

ইতি মধ্যেই সত্যবাদী, বিশ্বাসী, আমানতদার, বিচক্ষণ, পরোপকারী, শান্তিকামী যুবক হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স)–এর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আপন–পর সকলেই তাঁকে "আস সাদিক' মানে সত্যবাদী, 'আল–আমীন' মানে বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করলো। তাঁর কাছে ধন–সম্পদ আমানত রাখতে লাগল।

হাজরে আসওয়াদ স্থাপন

বহুদিন পূর্বের নির্মিত পুরাতন কাবাঘর সংস্কারের কাজ হাতে নিল কুরাইশরা। যথারীতি

কাবাঘর পুনর্নির্মাণও করল তারা। কিন্তু পবিত্র হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর স্থাপন নিয়ে বিবাদ লগে গেল। প্রত্যেক গোত্রই এ পাথর কা'বার দেয়ালে স্থাপনের সম্মান নিতে চাইল। যুদ্ধের সাজ সাজ রব পড়ে গেল। অবশেষে প্রবীণতম গোত্র প্রধান উমাইয়া বিন মুগীরার প্রস্তাব অনুসারে সিদ্ধান্ত হলো, আগামীকাল প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সবার আগে কাবা ঘরে আসবেন তাঁর ওপরই বিবাদ মীমাংসার ভার অর্পিত হবে। তাঁর সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নেবে। প্রত্যুষে দেখা গেলো– হযরত মুহাম্মদ (স) কাবায় প্রবেশ করছেন। সবাই আনন্দে চিৎকার করে বলল– 'আল–আমীন' আসছেন, আমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। সঠিক মীমাংসাই হবে। মুহাম্মদ (স) একখানা চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারপর চাদরে নিজ হাতে পাথরখানা রাখলেন। গোত্র সরদারগণকে ডেকে চাদর ধরতে বললেন। তারা ধরে তা যথাস্থানে বহন করে নিয়ে গেল। 'আল–আমীন' নিজের হাতে পাথরখানা কাবার দেয়ালে বসিয়ে দিলেন। একটি অনিবার্য যুদ্ধ থেকে সবাই বেঁচে গেল। পাথর উঠাবার সম্মান পেয়ে সবাই খুশিও হলো। বিচার ফয়সালার বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলে সমাজে শান্তি–শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক অনিবার্য সংঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

হযরত খাদিজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণ ও বিবাহ

তখনকার দিনে আরবে একজন বিখ্যাত ধনী ও বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁর নাম খাদিজা। তিনি তাঁর বিশাল বাণিজ্য দেখাশোনা করার জন্য একজন বিশ্বাসী বিচক্ষণ লোক খুঁজছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স)–এর সুন্দর চরিত্রের সুনাম শুনে তিনি তাঁর ওপর ব্যবসায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। মুহাম্মদ (স) খাদিজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান। সাথে খাদিজার বিশ্বস্ত কর্মচারী মাইসারাও ছিলেন। ব্যবসায়ে আশাতীত লাভ করে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। মাইসারার কাছে হযরত মুহাম্মদ (স)–এর সততা, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার কথা শুনে খাদিজা অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর সাথে নিজের বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুহাম্মদ (স) এর অভিভাবক চাচা আবু তালিব হযরত মুহাম্মদ (স)–এর সাথে খাদিজার বিয়ের সকল ব্যবস্থা করে দেন। শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো, তখন মুহাম্মদ (স) এর বয়স পঁচিশ বছর। আর খাদিজার বয়স চল্লিশ বছর। তাঁদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের হয়েছিল। হযরত খাদিজা বেঁচে থাকতে তিনি অন্য কোনো বিয়ে করেন নি। বিয়ের পরে খাদিজার আন্তরিকতায় তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক হন। কিন্তু তিনি এ সম্পদ ভোগ–বিলাস ও আরাম–আয়েশে ব্যয় না করে গরিব–দুঃখী ও আর্ত–পীড়িতদের সেবায় অকাতরে ব্যয় করেন।

নবুয়ত লাভ

হযরত মুহাম্মদ (স) শিশু বয়স থেকেই মানুষের মুক্তির জন্য, শান্তির জন্য ভাবতেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর এ ভাবনা আরও গভীর হয়। মূর্তি পূজো ও কুসংস্কারে লিপ্ত এবং নানা দুঃখকষ্টে জর্জরিত মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর সব ভাবনা। মানুষ তাঁর স্রষ্টাকে ভুলে যাবে, হাতে বানানো মূর্তির সামনে মাথা নত করবে, এটা হয় না। কী করা যায়, কীভাবে মানুষে হৃদয়ে এক আল্লাহর ভাবনা জাগানো যায়। কী করে কুফর শিরক থেকে তাদের মুক্ত করা যায়। এ সকল বিষয়ের চিন্তা–ভাবনায় তিনি মগ্ন। বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে নির্জন হেরা পর্বতের গুহায় নির্জনে ধ্যান করতেন। কখনো কখনো একাধারে দুই–তিন দিনও সেখানে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এভাবে দীর্ঘদিন ধ্যানমগ্ন থাকার পর অবশেষে চল্লিশ বছর বয়সে রমজান মাসের কদরের রাতে আঁধার গুহা আলোকিত হয়ে উঠল।

হেরা গুহা

আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) আল্লাহর মহান বাণী ওহি নিয়ে আসলেন। মহানবি (স) কে লক্ষ্য করে বললেন–'ইকরা' পড়ুন। তিনি মহানবি (স) কে সূরা আলাক এর প্রথম পাঁচটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন –

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۔

اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۔ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۔ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ۔

বাংলা উচ্চারণ :

ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম। আল্লামাল ইনসানা মা–লাম ইয়ালাম।

অর্থ : ১. পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক (এঁটে থাকা বস্তু) থেকে।

৩. পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক তো মহিমান্বিত।

৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।

৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে– যা সে জানত না। (সূরা আলাক : ১ –৫)

নবিজি ঘরে ফিরে খাদিজার কাছে সব ঘটনা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, "আমাকে বস্ত্রাবৃত্ত করো, আমি আমার জীবনের আশঙ্কা করছি।" তখন খাদিজা নবিজিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "না, কখনও না। আল্লাহর কসম! তিনি কখনও আপনার অনিষ্ট করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়– স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, আর্ত–পীড়িত ও দুঃস্থদের সাহায্য করেন, মেহমানদের সেবা–যত্ন করেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য করেন।" হযরত খাদিজার এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবুয়ত লাভের আগেও মহানবি (স) কি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মানবিক মহৎ গুণাবলির অনুশীলন করতেন, মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। বর্বর আরবদের মধ্যে থেকেও তিনি নির্মল ও সুন্দর জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শ।

ইমানের দাওয়াত

নবুয়ত লাভের পর হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর নির্দেশে প্রথমে নিকট আত্মীয়– স্বজনের কাছে গোপনে ইমানের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর দাওয়াতে সর্ব প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর সুখ–দুঃখের অংশীদার সতী–সাধ্বী স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা)। এরপর তাঁদের

পরিবারভুক্ত হযরত আলী (রা) ও হযরত যায়দ (রা) ইবন হারিসা ইসলাম গ্রহণ করেন। পরিবারের বাইরে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবুবকর (রা)। তিনি ছিলেন রাসুল (স)–এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পেয়ে তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এতে মূর্তি পূজারীরা তাঁর ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। তাঁর ও তাঁর সাহাবিদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকে। তারা মহানবি (স) কে নানা রকম প্রলোভনও দেখাতে থাকে। নেতৃত্ব ও ধন–সম্পদ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। রাসুল (স) স্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দেন, "আমার এক হাতে সূর্য, আর এক হাতে চাঁদ এনে দিলেও আমি এ সত্য প্রচার থেকে বিরত হবো না।"

তিনি বললেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। ইবাদত করতে হবে একমাত্র তাঁরই। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি আরও বললেন, তোমাদের হাতে বানানো দেবদেবীর ও প্রতিমার কোনো ক্ষমতা নেই। এদের ভালোমন্দ করার কোনো শক্তিই নেই। আসমান–জমিন, চন্দ্র–সূর্য, গ্রহ–নক্ষত্র সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, পালনকারী ও রিজিকদাতা। তিনিই আমাদের জীবন–মৃত্যুর মালিক। সুতরাং দাসত্ব, আনুগত্য ও এবাদত করতে হবে একমাত্র তাঁরই।

তিনি আরও বললেন, তোমরা সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের পথে ফিরে এসো। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, জুয়া, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা এসবই পাপের কাজ। সুতরাং এগুলো পরিহার করো। কারো প্রতি অন্যায়–অবিচার করবে না। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে না। অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ হরণ করবে না। কারো প্রতি জুলুম করবে না।

মহানবি (স) আরও বোঝালেন, তোমাদের দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। মৃত্যুর পরে আরও এক জীবন আছে, তাকে বলে পরকাল। সে জীবন অনন্তকালের। দুনিয়ার ভালোমন্দ সব কাজের হিসাব দিতে হবে পরকালে আল্লাহর দরবারে।

দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ ও রসুলের কথা মানবে, ভালো কাজ করবে, পরকালে তারা মুক্তি পাবে। চিরসুখের স্থান জান্নাত লাভ করবে। আর যারা আল্লাহ ও রসুলের কথা মানবে না, মন্দ কাজ করবে, তারা চরম শাস্তির স্থান জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

ইসলাম প্রচারে তায়েফ গমন

নবুয়তের দশম বছরে মহানবি (স)–এর প্রিয়তমা সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রা) ও তাঁর স্নেহপরায়ণ চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। এতে তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে

পড়েন। সীমাহীন শোক ও কাফেরদের অকথ্য অত্যাচারের মুখেও তিনি দীন প্রচার করতে থাকেন। তিনি মক্কাবাসীদের থেকে এক রকম নিরাশ হয়েই দীন প্রচারের জন্য তায়েফ গমন করেন। সেখানকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণতো করলোই না, বরং তারা প্রস্তরাঘাতে মহানবি (স) এর পবিত্র শরীর ক্ষত–বিক্ষত ও রক্তাক্ত করে ছাড়ল। নবি (স) এমন সময়ও তায়েফবাসীদের জন্য বদদোয়া করলেন না। বরং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। ইতিহাসে এমন ক্ষমার দৃষ্টান্ত বিরল।

মিরাজে গমন

মক্কার কাফেরদের সীমাহীন অত্যাচার ও তায়েফবাসীর দুর্ব্যবহারে মহানবি (স) অত্যন্ত মর্মাহত ও ব্যথিত। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। তিনি মিরাজে গমন করলেন। তিনি আল্লাহ পাকের দিদারে ধন্য হলেন। নবুয়তের একাদশ সনে রজব মাসের ২৭ তারিখে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স)কে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করিয়ে আনেন। একেই বলে মিরাজ।

বায়তুল মুকাদ্দাস

এই ভ্রমণে বায়তুল মুকাদ্দাসে তিনি পূর্ববর্তী নবিগণের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন। সেখান থেকে সাত আসমান অতিক্রম করে আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ করেন। তিনি আল্লাহর নিকট থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ

পান। মিরাজ মহানবি (স)–এর জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এতে তিনি নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে পূর্ণ উদ্যমে দীন প্রচার করতে থাকেন। এই সফরে জান্নাত–জাহান্নাম দর্শন করে অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

মদিনায় হিজরত

৬২১ খ্রিস্টাব্দে হজের মৌসুমে মদিনা থেকে ১২ জন লোকের একটি দল মক্কায় আসেন এবং গোপনে মহানবি (স) এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী বছর ঐ সময় মদিনা থেকে ২ জন মহিলাসহ ৭৫ জনের একটি দল মক্কায় আসেন এবং আকাবায় মহানবি (স) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা মহানবি (স) ও সাহাবিদের মদিনায় হিজরতের আহ্বান জানান এবং সব রকম সাহায্য সহযোগিতা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

মক্কার কাফিরদের বিরোধিতা ও নির্যাতনের মাত্রা যখন বেড়ে গেল এবং মক্কায় ইসলাম প্রচার বাঁধাগ্রস্ত হলো, তখন মহানবি (স) সাহাবিগণকে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন এবং নিজে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় রইলেন।

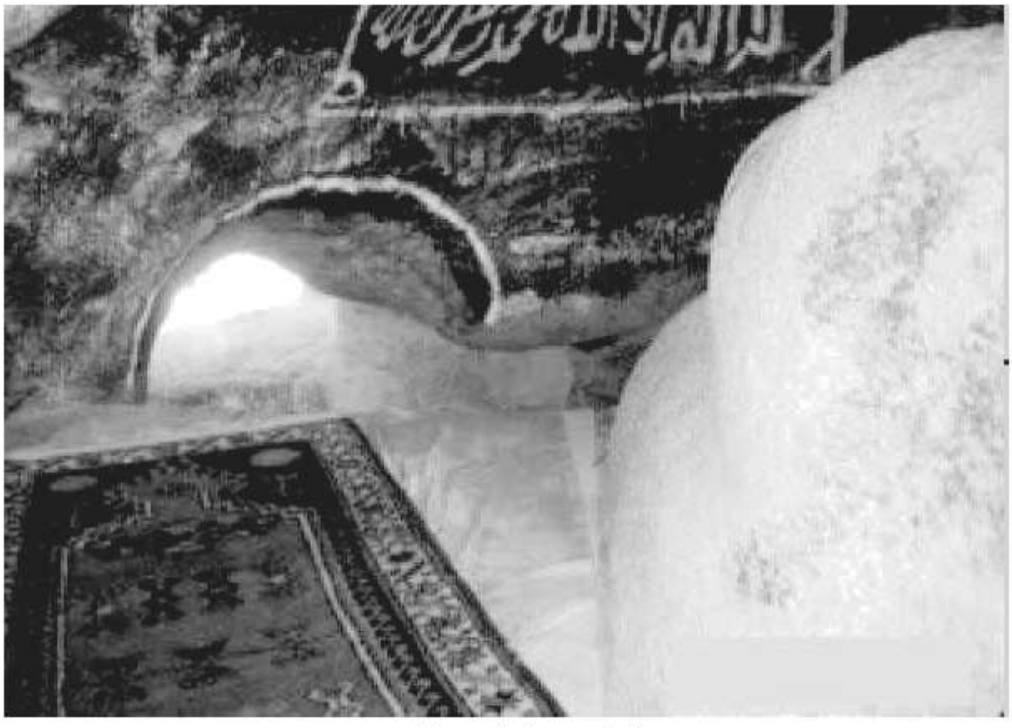

সাওর পাহাড়ের গুহা

কাফেররা দেখল যে, মুসলমানরা মক্কা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাচ্ছে। নবি (স) হয়তো এক ফাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যাবেন, তাদের শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মহানবি (স) কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। এক রাতে তারা নবি (স) এর ঘর অবরোধ করল এবং প্রত্যুষে তাঁকে হত্যা করার অপেক্ষায় থাকল। আল্লাহ তায়ালা নবিকে কাফেরদের চক্রান্তের কথা জানিয়ে দিলেন এবং মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। হিজরত অর্থ 'দেশ ত্যাগ'। মহানবি (স) হযরত আবু বকর (রা) কে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় রওয়ানা হলেন। গচ্ছিত সম্পদ মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মহানবি (স) হযরত আলী (রা) কে তাঁর ঘরে রেখে যান। কাফেররা ঘরে ঢুকে নবি (স) কে না পেয়ে এবং তাঁর বিছানায় আলীকে দেখতে পেয়ে ক্রোধে অধীর হলো। কিন্তু নবি (স) এর আমানতদারী দেখে তারা মনে মনে লজ্জিত হলো। মহানবি (স) ও আবু বকর সিদ্দীক (রা) কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মক্কার সাওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন। কাফেররা তাঁদের খুঁজতে খুঁজতে একেবারে গুহার মুখে। আবু বকর (রা) গুহার মুখে কাফেরদের গতিবিধি লক্ষ করে বিচলিত হলেন। মহানবি (স) বললেন, "আবু বকর! চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন"।

আল্লাহর ওপর মহানবি (স)–এর ছিল গভীর আস্থা, অটল বিশ্বাস।

তিনদিন গুহায় অবস্থানের পর মহানবি (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর মদিনায় পৌঁছেন। মদিনার আবাল বৃদ্ধ বনিতা পরম আগ্রহ ও ভালোবাসায় মহানবি (স) কে গ্রহণ করলেন, মদিনার ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। নবিজির হিজরত ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর মাধ্যমে ইসলাম নতুন গতি ও নতুন শক্তি লাভ করে।

মহানবি (স) মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। মুহাজির মানে–হিজরতকারী। মক্কা থেকে হিজরত করে যাঁরা মদিনায় যান তাঁদেরকে বলা হয় মুহাজির। আর মুহাজিরদের মদিনায় যাঁরা আশ্রয় ও সাহায্য সহযোগিতা দিলেন, তাঁরা হলেন আনসার। আনসার মানে–সাহায্যকারী। মুসলিম জাতি আজ ভ্রাতৃঘাতী কার্যকলাপ পরিহার করে মদিনার আনসারগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসলে আজও বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিণত হতে পারে।

মদিনার সনদ

মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করে একটি আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন। এখানে মুহাজির, আনসারসহ সকল মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী–ইহুদি,

খ্রিষ্টান ও অন্যান্য মতাদর্শের লোক একত্রে মিলেমিশে সুখে–শান্তিতে নিরাপদে বাস করবে। তাদের মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় থাকবে এবং স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মকর্ম পালন করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে মদিনার নিরাপত্তা ও নিশ্চিত হবে এই উদ্দেশ্যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন। এটিই মদিনার সনদ নামে খ্যাত এবং এটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সনদ। এই সনদে ৪৭টি ধারা ছিল। যেমন–

১. সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। ধর্মীয় ব্যাপারে কেউ কারও ওপর হস্তক্ষেপ করবে না।

২. সনদে স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি সাধারণ জাতি গঠিত হবে এবং সকলে সমান নাগরিক সুবিধা ভোগ করবে।

৩. কেউ অপরাধ করলে তা তার ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে; সে জন্য গোত্র বা সম্প্রদায় দায়ী হবে না।

৪. হত্যা, রক্তারক্তি, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপকর্ম নিষিদ্ধ করা হলো, মদিনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হলো।

৫. হযরত মুহাম্মদ (স)–এর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কেউ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

৬. সম্পদ্রায়গুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মহানবি (স) তা মীমাংসা করে দিবেন ইত্যাদি।

মদিনার সনদ হযরত মুহাম্মদ (স)–এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কুটনৈতিক দুরদর্শিতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সুন্দর সমাজ গঠনের এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে। এতে বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আর্থ–সামাজিক অধিকার নিশ্চিত হয়।

বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ

মক্কার কাফির–মুশরিকরা চেয়েছিল ইসলাম মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে। মদিনায় ইসলামের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে তারা হিংসায় জ্বলে ওঠে। মদিনার ইহুদিরা তাদের প্ররোচিত করছিল। আবার আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার গুজব উঠে ছিল।

কাফেররা মদিনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হলো। সংবাদ পেয়ে রসুল (স) ৩১৩ জন সাহাবিসহ মদিনা থেকে প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণ–পশ্চিমে বদর নামক স্থানে উপস্থিত হন। দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজান/ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ বদর প্রান্তরে দুই পক্ষ পরস্পর মুখোমুখী হলো। কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এক হাজার। অস্ত্রশস্ত্র বেশুমার। মুসলিমদের সংখ্যা নগণ্য। অস্ত্রশস্ত্র তেমন কিছু নেই। কিন্তু তাঁরা ইমানের বলে বলীয়ান। তাঁদের আল্লাহর ওপর অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভরসা। তুমুল যুদ্ধ হলো। মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হলো।

বদর যুদ্ধে কুরাইশ নেতা আবু জাহল, ওলীদ, উৎবা ও শায়বাসহ ৭০ জন মারা যায় এবং ৭০ জন বন্দি হয়। মুসলিম পক্ষে ১৪ জন শহীদ হন, কেউ বন্দি হননি। রসুল (স) ও মুসলিমগণ যুদ্ধ বন্দিদের সাথে উদার ও মানবিক আচরণ করেছিলেন। নিজেরা না খেয়ে বন্দিদের খাওয়াতেন। নিজেরা পায়ে হেঁটে বন্দিদের বাহনের ব্যবস্থা করতেন। বন্দী মুক্তির চমৎকার ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষিত বন্দিদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১০ জন করে নিরক্ষর মুসলিম বালক–বালিকাদের শিক্ষিত করা। এটি শিক্ষাবিস্তারে রসুল (স)–এর প্রচেষ্টারই অংশ। এ যুদ্ধে রসুল (স) যেমন সুন্দর সমরনীতির প্রবর্তন করেন, তেমনি আহত–নিহতদের নাক–কান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে উল্লাস করার জাহিলিয়া যুগের নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ রহিত করেন। এ যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। স্বল্পসংখ্যক মুসলিম বাহিনীর হাতে কাফেরদের বিরাট বাহিনী পরাজিত হয়। এতে কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

ওহুদ পাহাড়

বদর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পরেও কাফেররা দমে গেলো না। তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে বারবার আক্রমণ চালাতে লাগল । এরমধ্যে ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ ছিল ভয়াবহ। এসব যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হলেও ওহুদ যুদ্ধে সামান্য ভুলের জন্য মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। ৭০ জন সাহাবা শাহাদত বরণ করেন। মহানবি (স)–এর পবিত্র দাঁত ভেঙে যায়।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

হিজরী ৬ সনে (৬২৮ খ্রিস্টাব্দে) রাসুল (স) উমরা পালনের উদ্দেশ্যে ১৪০০ জন সাহাবিসহ মক্কা যাত্রা করেন এবং মক্কার ৯ মাইল দূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে উপনীত হন। কুরাইশরা উমরা পালনে বাধা দেয়। রাসুল (স) জানালেন আমরা যুদ্ধের জন্য আসি নি, শুধু উমরা করেই চলে যাব। কিন্তু কুরাইশরা তাতেও রাজি হলো না। রাসুল (স) মক্কাবাসীদের কাছে উসমান (রা) কে দূত হিসেবে পাঠান। তাঁর ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি শহিদ হয়েছেন বলে রব ওঠে। রাসুল (স) মুসলমানদের থেকে এই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নেন। কাফেররা ভীত হয়ে উসমান (রা) কে ফেরত দেয় এবং সুহাইল আমরকে সন্ধির প্রস্তাবসহ পাঠায়। দশ বছরের জন্য সন্ধি হয়। এটিই হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

সন্ধির শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম শর্ত ছিল:

১. মুসলমানগণ এ বছর উমরা না করেই ফিরে যাবেন, আগামী বছর নিরস্ত্রভাবে ৩ দিনের জন্য আসবেন,

২. কোনো মক্কাবাসী মদিনায় আশ্রয় নিলে তাকে মক্কায় ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন, কিন্তু কেউ মদিনা থেকে মক্কায় আসলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। আরবের যে কোনো গোত্র দুপক্ষের যে কারো সাথে মিত্রতা করতে পারবে ইত্যাদি।

আপাতদৃষ্টিতে এই সন্ধির শর্তগুলো মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে সুফল বয়ে এনেছিলো। এতে কাফেররা মুসলমানদের একটি শক্তিধর স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মেনে নেয়। দেশ–বিদেশে ইসলাম প্রচারের সুযোগ হয়। দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। একে কুরআনে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলা হয়েছে।

মক্কা বিজয়

কুরাইশ ও তাদের মিত্র বনু বকর হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলমানদের মিত্র খুযআ গোত্রকে আক্রমণ করে, তাদের মালামাল লুট করে এবং অনেককে আহত ও নিহত করে। রসুল (স) এর শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ না করে তারা সন্ধি বাতিল করে।

৮ম হিজরির রমযান মাসে মহানবি (স) দশ হাজার সাহাবি নিয়ে মক্কা বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন। হঠাৎ এতো বড় মুসলিম বাহিনী দেখে কুরাইশরা ভয় পেয়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান মহানবি (স) কে মক্কায় স্বাগত জানায়। মহানবি (স) প্রায় বিনাবাধায় একেবারে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেন।

ক্ষমা

যে মক্কাবাসী একদিন মহানবি (স) ও মুসলমানদের নির্মম নির্যাতন করেছিল। মহানবি (স) কে হত্যা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, যাঁকে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিলো। মদীনায়ও তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি। সেই মক্কায় আজ তিনি বিজয়ীর বেশে। তিনি এখন মক্কার একচ্ছত্র অধিপতি। আর মক্কাবাসী তাঁর সামনে অপরাধির বেশে দণ্ডায়মান।

মহানবি (স) জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা আমার কাছে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করছ?"

তারা বললো, "আজ আপনি আমাদের যে কোনো শাস্তি দিতে পারেন, তবে আপনি তো আমাদের দয়ালু ভাই ও দয়ালু ভাইয়ের পুত্র, আপনার কাছে আমরা দয়াপূর্ণ ব্যবহারই প্রত্যাশা করছি।"

রাসুল (স) বললেন, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত, স্বাধীন।"

মহানবি (স) সবাইকে ক্ষমা করেছিলেন। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকেও ক্ষমা করেছিলেন। এই আবু সুফিয়ান উহুদ যুদ্ধে কাফেরদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এতে মহানবি (স) এর দাঁত শহীদ হয়েছিল। তাঁর প্রিয় চাচা হযরত হামযা (রা) শহিদ

হয়েছিলেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর কলিজা চর্বন করেছিল। তিনি তাকেও ক্ষমা করেছিলেন। ক্ষমার এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত ।

বিদায় হজ

মহানবি (স) দশম হিজরিতে হজ পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ। তিনি এরপর আর হজ করার সুযোগ পাননি। তাই একে বিদায় হজ বলে।

মহানবি (স) লক্ষাধিক সাহাবিগণকে নিয়ে হজ আদায় করেন। এই হজেই তিনি আরাফাত ময়দানে জাবালে রহমতে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। এটিই ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত।

এই ভাষণে মহানবি (স) সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। যেমন–

১. সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই।

২. আজকের এদিন, এ স্থান, এ মাস যেমন পবিত্র, তেমনি তোমাদের পরস্পরের জানমাল ও ইজ্জত–আবরু পরস্পরের নিকট পবিত্র।

৩. অধীনস্থদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তা খাওয়াবে। তোমরা যা পরবে তাদেরও তাই পরাবে।

৪. একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেবে না।

৫. ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সর্বপ্রকার সুদ হারাম করা হলো। সকল সুদের পাওনা বাতিল করা হলো।

৬. নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও তেমন অধিকার আছে।

৭. জাহেলি যুগের সকল কুসংস্কার ও হত্যার প্রতিশোধ বাতিল করা হলো।

৮. আমানতের খিয়ানত করবে না, গুনার কাজ থেকে বিরত থাকবে। মনে রাখবে একদিন সকলকেই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

৯. আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী এবং তাঁর রাসুলের আদর্শ রেখে যাচ্ছি, তোমরা এই দুইটি যতোদিন আঁকড়ে থাকবে, ততোদিন তোমরা বিপথগামী হবে না।

তিনি আরও অনেক মূল্যবান কথা বললেন।

এরপর মহানবি (স) আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! তোমার বাণীকে আমি যথাযথভাবে মানুষের নিকট পৌঁছাতে পেরেছি?"

উপস্থিত লক্ষ জনতা সমস্বরে জবাব দিলেন, "হ্যা, নিশ্চয়ই।"

মহানবি (স) বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।"

এরপর অবতীর্ণ হলো "আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল–মায়িদা : ৩)

বিদায় হজ থেকে ফেরার পর মহানবি (স) অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে হিজরি একাদশ সালের ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রসুল (স) ইন্তেকাল করেন।

মদিনা শরিফে মসজিদে নববির এক পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। বিশ্বের মুসলমানগণ ভক্তিভরে নবির রওজা জিয়ারত করেন।

মহানবি (স) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ। ক্ষমা, উদারতা, ধৈর্য–সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, দয়া, দানে, কাজে–কর্মে, আচার–আচরণে, মানবতা ও মহত্ত্বে তিনি ছিলেন সর্বকালের সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

বাংলা উচ্চারণ: লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসুলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাতুন। অর্থ "রাসুলুল্লাহ (স) এর জীবনে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আহসাব: ২১)

আমরা মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ মেনে চলব ।

কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি–রসুলগণের নাম:

১	হযরত	আদম (আ)	১৪	হযরত	সুলাইমান (আ)
২	হযরত	নূহ (আ)	১৫	হযরত	মূসা ও হারূন (আ)
৩	হযরত	সালিহ (আ)	১৬	হযরত	ইলিয়াস (আ)
৪	হযরত	লূত (আ)	১৭	হযরত	আইয়ুব (আ)
৫	হযরত	ইদরীস (আ)	১৮	হযরত	ইউনুস (আ)
৬	হযরত	হূদ (আ)	১৯	হযরত	জাকারিয়া (আ)
৭	হযরত	ইবরাহীম (আ)	২০	হযরত	ইয়াহিয়া (আ)
৮	হযরত	ইসমাঈল (আ)	২১	হযরত	যুলকিফল (আ)
৯	হযরত	ইসহাক (আ)	২২	হযরত	উযায়র (আ)
১০	হযরত	ইয়াকুব (আ)	২৩	হযরত	আলা ইয়াসাআ (আ)
১১	হযরত	ইউসুফ (আ)	২৪	হযরত	ঈসা (আ)
১২	হযরত	শুআইব (আ)	২৫	হযরত	মুাহম্মদ (স)
১৩	হযরত	দাউদ (আ)			

পরিকল্পিত কাজ :

১ কুরআন মজিদে উল্লিখিত ২৫ জন নবি–রাসুলের নামের তালিকা তৈরি করবে।

২ মহানবি (স) এর একটি সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জি তৈরি করবে।

হযরত আদম (আ)

আল্লাহ তায়ালা মাটি দিয়ে মানবদেহ তৈরি করলেন। তাতে আত্মা দিলেন। এখন এই দেহ প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ইনিই হলেন পৃথিবীর আদি মানব হযরত আদম (আ)।

আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন: "আদম তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তোমরা তাঁকে সম্মান জানাও। তাঁর সম্মানে তাঁকে সিজদাহ কর। সবাই তাঁকে সম্মান দেখাল। তাঁকে

সিজদাহ্ করল। তবে এই ফেরেশতাদের সাথে ছিল এক জিন। নাম তার আজাজিল। সে আদমকে সিজদাহ্ করল না। সে বলল: 'আমি আগুনের তৈরী। আদম মাটির তৈরী। আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি তাকে সম্মান করব না। সিজদাহ্ করব না। সে আদমকে সিজদাহ্ করল না।'

আজাজিল ছিল অহংকারী। আল্লাহ অহংকারীকে ভালোবাসেন না। আল্লাহ্ আজাজিলের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। আজাজিল হয়ে গেল শয়তান। নাম হলো তার ইবলিস। ইবলিস আল্লাহর আদেশ অমান্য করার দরুন অভিশপ্ত শয়তান হয়ে গেল।

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম (আ) কে জান্নাতের মধ্যে থাকতে দিলেন। আদম জান্নাতে আরাম–আয়েশ ও সুখ–শান্তিতে থাকতে লাগলেন। কিন্তু এই অফুরন্ত আরাম–আয়েশের মধ্যেও তিনি নিঃসঙ্গ অনুভব করছিলেন। তাই দয়াময় আল্লাহ্ হযরত আদম (আ)–এর এক সঙ্গিনী বানালেন। নাম তাঁর হওয়া (আ)।

আল্লাহ্ তাঁদেরকে বললেন: 'তোমরা উভয়ে জান্নাতে থাক। খুশিমতো পানাহার করো, আরাম–আয়েশ ও আনন্দ উপভোগ করো। কিন্তু সাবধান! কখনও এ গাছটির কাছে যেও না। যদি যাও তাহলে খুবই অন্যায় হবে। দারুণ ক্ষতি হবে।'

হযরত আদম (আ) এবং হযরত হাওয়া (আ) আল্লাহর হুকুম মেনে জান্নাতের মধ্যে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু শয়তান ইবলিস অপমানের প্রতিশোধ নেযার জন্য পথ খুঁজতে লাগল। সে জান্নাতে প্রবেশ করে তাঁদের ক্ষতি করার ফন্দি আঁটল। অবশেষে একদিন তাঁদেরকে ধোঁকা দিলো। ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়াতে সক্ষম হলো। তাঁরা ইবলিসের প্ররোচনায় ঐ ফল খেয়ে আল্লাহর আদেশ অমান্য করলেন।

আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় আল্লাহ্ তাঁদের ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাঁদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। তাঁদের দুজনকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। তাঁরা পৃথিবীতে এসে নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। অনেক দিন যাবৎ সবসময় কাঁদতে থাকলেন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তওবা করতে থাকলেন।

অবশেষে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের দোয়া কবুল করলেন। তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। তাঁদের তওবা কবুল করলেন। তাঁরা পৃথিবীতে নতুন জীবন শুরু করলেন। সুখে–শান্তিতে

বসবাস করতে থাকলেন। তাঁদের সন্তান হলো। পৃথিবী মানুষে ভরে উঠল। শুরু হলো মানবজাতির পথযাত্রা।

হযরত আদম (আ) আল্লাহর তওহিদে বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর সন্তানদের বললেন: "তোমাদেরও সারা বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে। তাঁরই কাছে মাথা নত করবে। তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের শান্তি দেবেন। তোমরা জান্নাত লাভ করবে।

আর যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস না কর। তাঁকে না মান। তাহলে দুঃখ পাবে। কষ্ট পাবে। আল্লাহ তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবে। তোমরা জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।"

হযরত আদম (আ) ছিলেন প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবি। আমরা সবাই তাঁর বংশধর। আমরা সবাই তাঁর জীবনাদর্শে উৎসাহিত হবো। আমরা ভুল বা অন্যায় করলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব। তওবা করব। আমাদের সন্তানদের ইসলাম শিক্ষায় গড়ে তুলবো। আল্লাহর এবাদত করব। সর্বদা আল্লাহকে খুশি রাখব। তাহলে পৃথিবীতে আমরা সুখ পাব। শান্তি পাব। মৃত্যুর পরও শান্তি পাব। জান্নাত লাভ করব। জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাব।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা হযরত আদম (আ) তাঁর সন্তানদের যে উপদেশ বাণী দিয়েছিলেন তা খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

হযরত নূহ (আ)

হযরত আদম (আ)–এর ইন্তেকালের পর কেটে গেল অনেক বছর। হলো বহুকাল। বেড়ে গেল অনেক মানুষ। আস্তে আস্তে মানুষ ভুলে গেল আল্লাহকে। লিপ্ত হলো তারা মূর্তি পূজায়। পৃথিবীতে অন্যায়–অত্যাচার বেড়ে গেল। আরো বৃদ্ধি পেল ঝগড়া–মারামারি। অশান্তি আর অশান্তি । তখন আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়েতের জন্য এক নবি পাঠালেন। এই নবির নাম হযরত নূহ (আ)।

হযরত নূহ (আ) আল্লাহর আদেশে দীর্ঘ সাড়ে নয়'শ বছর পৃথিবীতে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকলেন। ভালো কাজ করতে বললেন। মন্দ ও খারাপ কাজ বর্জন করার উপদেশ দিলেন।

তিনি মানুষকে বললেন: "তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান আন। এক আল্লাহর এবাদত কর্ মূর্তিপূজা ত্যাগ কর। ভালো কাজ কর। মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক। আখিরাতের জবিনের ওপর বিশ্বাস রাখ।" তাঁর এই দাওয়াতে মাত্র আশি জন নারী–পুরুষ সায় দিল। ইমান আনল। বাকি লোকজন তাঁর কথার গুরুত্ব দিল না। তাঁকে পাগল বলে উপহাস করল। কষ্ট দিতে লাগল। তারা কাফেরই থেকে গেল।

হযরত নূহ (আ) দীর্ঘদিন তাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হলেন। অবশেষে হতাশ ও বিরক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে তোমার দীনের পথে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা আমার কথায় সাড়া দেয় নি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিন।"

আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ (আ) এর দোয়া কবুল করলেন। আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন কিছুদিনের মধ্যে তাদের ওপর আমার গজব নাজেল হবে। মহাপ্লাবন হবে। আল্লাহ তাঁকে একটি নৌকা তৈরি করতে বললেন। বলে দিলেন, গজবের আভাস দেখা দিলেই ইমানদার লোকজনদের নিয়ে নৌকায় উঠে যাবে। সাথে দরকারী আসবাবপত্রও নেবে।'

হযরত নূহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে এক বিরাট নৌকা তৈরি করলেন। আর সবাইকে শোনালেন: আল্লাহর কথা না মানার কারণে ভীষণ আজাব আসবে। সবাইকে হুঁশিয়ার করলেন। কিন্তু লোকজন তাঁর কথা শুনল না। সৎপথে এলো না। তারা হযরত নূহ (আ) কে আরো বেশি বেশি ঠাট্টা উপহাস করতে লাগল। তারা বলতে থাকল: "এ মরুভুমিতে কীভাবে নৌকা ভাসবে?"

অবশেষে সত্যি সত্যি তুফানের আলামত দেখা দিল। মাটি ফুঁড়ে পানি বের হলো। শুরু হলো প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। বন্যা আসল। হযরত নূহ (আ) তাঁর ইমানদার দলবলসহ নৌকায় আরোহণ করলেন। আরো নিলেন প্রতিটি জীবজন্তুর এক এক জোড়া এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। তিনি নৌকা ছাড়ার আগে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়লেন :

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا۔ اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ۔

বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর রাহীম।

অর্থ : আল্লাহর নামে এটি চলবে এবং আল্লাহর নামে এটি থামবে। আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

হযরত নূহ (আ)–এর তৈরি নৌকা

পানি বেড়েই চলল আরো প্রবল হলো ঝড় ও বৃষ্টি। নৌকা সবকিছু নিয়ে পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মধ্যেও চলতে লাগল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হলো। মাটি থেকেও প্রবল বেগে পানি উঠল। সবকিছু পানিতে ডুবে গেল। কাফেররা পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয়ে পাহাড়ের ওপর আরোহণ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল পাহাড় ডুবে গেল। তখন কাফেররা আর যাবে কোথায়? সকলে পানিতে ডুবে মারা গেল। কাফেররা ধ্বংস হলো। এমনকি হযরত নূহ (আ) এর ছেলে কেনান আল্লাহ ও নবির কথা অমান্য করায় পানিতে ডুবে মারা গেল। কেউ বাঁচতে পারল না।

এদিকে হযরত নূহ (আ) তাঁর দলবলসহ আল্লাহর রহমতে পানির ওপরে নৌকাতে ভাসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশে পানি আস্তে আস্তে কমে গেল। নৌকা জুদি পাহাড়ে এসে থামল। হযরত নূহ (আ) লোকজন, জীবজন্তু ও অন্যান্য সবকিছু নিয়ে নৌকা থেকে নেমে আসলেন। পৃথিবী আগের মতো আবার সবুজ শ্যামল হয়ে উঠল। তাঁরা পৃথিবীতে আবার নতুন জীবন শুরু করল ।

হযরত নূহ (আ) ছিলেন সত্য ও ন্যায় প্রচারে আপোষহীন। প্রচুর বাধা–বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি সত্য প্রচার থেকে একটুও পিছু হটেননি। আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন।

আমরা তাঁর জীবনাদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ করব। আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য আমরা সারাজীবন পরিশ্রম করব। আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য শত বাধাবিপত্তি আসলেও আমরা পিছু হটবো না। আমরা আল্লাহর এবাদত করব। আর সকলকে আল্লাহর দীন মানার জন্য উৎসাহিত করব । যদি আমরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করি তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হব।

পরিকল্পিত কাজ

হযরত নূহ (আ) এর জীবনাদর্শ শিক্ষার্থীরা খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

হযরত ইবরাহীম (আ)

প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। ইরাক দেশের বাবেল শহরে এক পুরোহিত পরিবারে হযরত ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকার লোকেরা মূর্তিপূজা করত। মানুষকে প্রতারিত করত। পুরোহিতগণ রাজা–বাদশাহের সহযোগিতায় জনগণের ওপর অত্যাচার করত। তারা ভাগ্যের ভালোমন্দ জানার জন্য গণকদের শরণাপন্ন হত। গণকদের প্রতি ছিল তাদের অঘাত বিশ্বাস। তারা চন্দ্র–সূর্য, গ্রহ–নক্ষত্র ইত্যাদি সবকিছুর পূজা করত।

হযরত ইবরাহীম (আ) বাল্যকাল থেকেই মূর্তিপূজার ঘোরবিরোধী ছিলেন। তিনি দেখলেন, চন্দ্র–সূর্য প্রতিদিন একই দিকে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। মূর্তিতো নিজেদের হাতে গড়া। দেশের বাদশাহ আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ। মানুষ কেন এদের

পূজা করবে? এদের কাছে মাথা নত করবে? আমাদের জীবন–মৃত্যু, সুখ–দুঃখ এদের কারো হাতে নেই। আমরা এদেরকে 'রব' বলে স্বীকার করব কেন? বস্তুত আমাদের 'রব' একমাত্র আল্লাহ, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর হাতেই সকলের জীবন–মৃত্যু। আমরা একমাত্র সেই আল্লাহরই ইবাদত করি।

হযরত ইবরাহীম (আ)–এর আমলে সেখানকার বাদশাহ ছিল নমরুদ। নমরুদ ছিল নির্মম অত্যাচারী বাদশাহ। হযরত ইবরাহীম (আ)–এর পিতার নাম ছিল আজর। আজর ছিলেন মূর্তি উপাসক। হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পিতা ও অন্য সবাইকে বোঝালেন মূর্তি পূজা করা ঠিক নয়। কিন্তু তারা মানল না। তারা তাঁর বিরুদ্ধে বাদশাহ নমরুদের কাছে নালিশ করল। বাদশাহ নমরূদের দরবার থেকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো – হযরত ইবরাহীম (আ) কে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। তাদের এ ভয়াবহ সিদ্ধান্তে তিনি একটুও বিচলিত হলেন না। আল্লাহর ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল।

নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ) কে মেরে ফেলার জন্য বিশাল অগ্নিকুণ্ড তৈরি করল। আর সেই জ্বলন্ত আগুনে তাকে ফেলে দেওয়া হলো। কিন্তু আল্লাহর আদেশে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে রেহাই পেলেন। তাঁর কোনো ক্ষতি হলো না। কোনো কষ্ট হলো না। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বাঁচালেন। তাঁকে রক্ষা করলেন। রাখে আল্লাহ্ মারে কে! আল্লাহ বললেন :

يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ـ

" হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য তুমি ঠাণ্ডা হয়ে যাও। আরামদায়ক হয়ে যাও।"

হযরত ইবরাহীম (আ) মানুষকে আবার আল্লাহর পথে ডাকা শুরু করলেন। এবারেও তাঁর কথা কেউ শুনল না। বরং তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করল। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বদেশ ইরাক ত্যাগ করে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে চলে গেলেন। সেখানে তিনি আল্লাহর দীন প্রচার করতে থাকেন। তিনি বলতে থাকেন, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো 'রব' নেই, মাবুদ নেই। তোমরা সকলে আল্লাহর ইবাদত কর। এভাবেই তাঁর যৌবনকাল অতিবাহিত হলো।

হযরত ইবরাহীম (আ)–এর জীবনের শেষ ভাগ। ৮৬ বছর বয়স। আল্লাহর রহমতে তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দুইপুত্র হযরত ইসমাইল (আ) এবং

হযরত ইসহাক (আ) নবি ছিলেন। একদা হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর আদেশে শিশু ইসমাইল ও তাঁর মা হাজেরাকে মক্কায় নির্বাসন দিয়ে আসলেন। জনমানবহীন পাহাড় ঘেরা মরু উপত্যকা মক্কা। আল্লাহর কুদরতে সেখানে পাথর ফেটে পানি বের হলো। সৃষ্টি হলো জমজম কূপ। পানির খবর পেয়ে সেখানে মানুষ বসবাস করতে লাগল। গড়ে উঠল জনবসতি। স্থাপিত হলো মক্কানগরী।

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ) কে আদেশ দিলেন : 'তোমার প্রিয় বস্তুকে আমার নামে কুরবানি দাও।' তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য তিনি তাঁর প্রিয়তম পুত্র ইসমাঈল (আ) কে কুরবানি দেবেন। তিনি পুত্রের গলায় ছুরি চালালেন। ঠিক এ সময়ে আল্লাহ খুশি হয়ে জান্নাত থেকে এক দুম্বা পাঠালেন। ইসমাইল (আ)–এর পরিবর্তে দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল। আল্লাহ এই কুরবানি প্রথা কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখলেন। তিনি এবং পুত্র ইসমাইল (আ) মিলে এখানেই কাবাগৃহ নির্মাণ করেন। তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবি। তাঁকে খলিলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু বলা হয়।

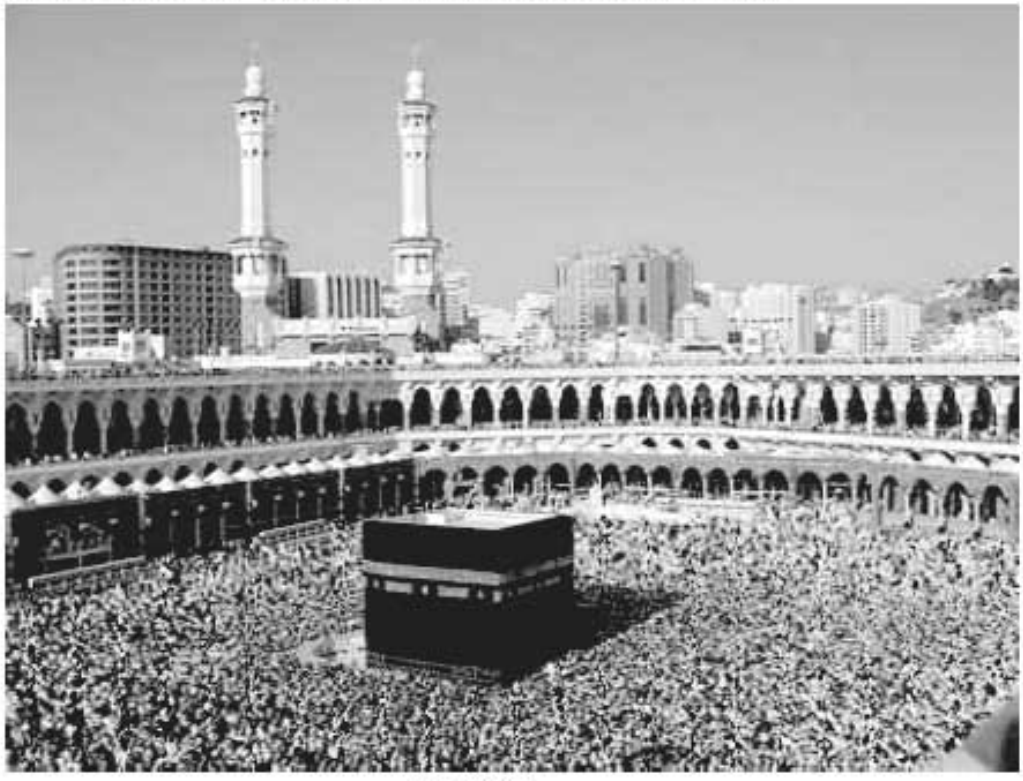

কাবা শরিফ

হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যেসব ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আমরাও আমাদের জীবনে সেগুলো বাস্তবায়িত করব।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীরা ইবরাহীম (আ)–এর সময়ের লোকদের কার্যকলাপ খাতায় লিখবে।

হযরত দাউদ (আ)

হযরত দাউদ (আ) বানু ইসরাইল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি মেষ চড়াতেন। তিনি ছিলেন অসীম সাহসী এবং অসাধারণ বীরত্বের অধিকারী। তিনি বাদশাহ তালুতের সেনাপতি ছিলেন। তাঁর যুদ্ধ কৌশল ছিল অসাধারণ। তিনি সেনাপতি থাকাকালে আল্লাহদ্রোহী ও অত্যাচারী শাসক জালুতকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করেছিলেন। বাদশাহ তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে স্বীয় কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। বাদশাহর মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তিনি অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি রাতে খুব কম ঘুমাতেন। প্রায় সারা রাত আল্লাহর ইবাদত করতেন। সালাত আদায় করতেন। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতেন। তিনি একদিন পর একদিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাওম পালন করতেন।

তিনি একজন নবি ও রাসুল ছিলেন। তাঁর ওপর প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাব 'যাবুর' নাজিল হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন : "দাউদ (আ) কে আমি যাবুর দান করেছি।"

তিনি আল্লাহর নির্দেশে দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর। তিনি যাবুর কিতাব তেলাওয়াত করতেন। তাঁর সুমধুর তেলাওয়াত বনের পশু–পাখিরাও শুনত। এমনকি নদী ও সাগরের মাছগুলোও তাঁর তেলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হত। তিনি এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আ) পুশপাখিদের ভাষা বুঝতেন। তাদের সাথে কথাবার্তাও বলতে পারতেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। তিনি ছিলেন সুশাসক ও সুবিচারক। জনগণ সব সময় তাঁর কাছ থেকে ন্যায় ও সুবিচার পেত। তাঁর বিচারব্যবস্থা ছিল নিখুঁত ও নিরপেক্ষ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী। জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি ছদ্মবেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। ওলিতে গলিতে ও বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে

দেখতেন। তিনি রাজকোষ থেকে কোনো অর্থসম্পদ গ্রহণ করতেন না। তিনি আল্লাহর কুদরতে স্বহস্তে ইস্পাতের যেরা বা বর্ম বানাতেন। আর তা বিক্রি করে যা উপার্জন হতো তা দিয়ে নিজের সংসার চালাতেন। তিনি সত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

আমরা হযরত দাউদ (আ) এর ন্যায় আল্লাহর ইবাদত করব। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করব। সুশাসক হব, জনগণের দুঃখ দুর্দশা মোচন করব। কারো কোনো ক্ষতি করব না। শুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তেলাওয়াত করব। সালাত আদায় করব। সাওম পালন করব। আল্লাহকে খুশি রাখব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত দাউদ (আ) এর ন্যায়বিচার ও সুশাসনের বর্ণনা খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

হযরত সুলায়মান (আ)

হযরত সুলায়মান (আ) ছিলেন হযরত দাউদ (আ)–এর পুত্র। তিনি নবি ও বাদশাহ ছিলেন। প্যালেস্টাইনে তাঁর রাজত্ব ছিল। ইসরাইলি বাদশাহগণের মধ্যে ক্ষমতায় ও শান শওকতে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

তিনি জিন–পরী, পশু–পাখি, গাছপালার ভাষা বুঝতে পারতেন। আল্লাহর আদেশে এসব তাঁর অধীনে ছিল। এমনকি বাতাসও তাঁর অধীনে ছিল। আর আল্লাহর হুকুমে এসব কিছুই তাঁর নির্দেশ মেনে চলত। আল্লাহর রহমতে যাকে যা নির্দেশ দিতেন সে তা পালন করত। এত বড় বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোনো অহংকার ছিল না।

তিনি আল্লাহর ইবাদত করতেন। তিনি অনেক ক্ষমতা ও শান–শওকতের মধ্যে থেকেও আল্লাহকে ভুলে যাননি। তিনি বলতেন: "আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরিক নেই। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। কারো ওপর অন্যায়–অত্যাচার করো না। আল্লাহর শাস্তির ভয় করো।" তিনি সুশাসক ও সুবিচার ছিলেন।

একটি ঘটনা

একদা দুইজন স্ত্রীলোকের প্রত্যেকেই একটি শিশুকে তার নিজের বলে দাবি করেন। তারা দুইজনে ঝগড়া করতে করতে মীমাংসা করার জন্য হযরত দাউদ (আ)–এর দরবারে

উপস্থিত হন। হযরত দাউদ (আ) তাদের দুইজনের বক্তব্য শুনলেন। অতঃপর স্বীয় পুত্র হযরত সুলায়মান (আ) কে এর সুবিচার করে দিতে বললেন। হযরত সুলায়মান (আ) সব কথা শুনে বললেন যে, দুইজনই যখন শিশুটিকে তার নিজের বলে দাবি করছে, তখন এই শিশুটিকে দুখণ্ড করে উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া উচিৎ। অতঃপর তিনি শিশুটিকে মাটিতে শোয়ায়ে তলোয়ার দিয়ে দুখণ্ড করার জন্য তলোয়ারটি উঁচু করলেন। এমন সময় একজন মহিলা চিৎকার দিয়ে বললেন, "আমি শিশুটির মা নই। ঐ মহিলাটি শিশুর মা। আপনি তাকেই শিশুটি দিয়ে দিন। দয়া করে শিশুটিকে কাটবেন না।" তখন সুলায়মান (আ) বিচারের রায়ে বললেন: যে মহিলাটি আমাকে হত্যা করতে বাধা দিয়েছেন, তিনিই সত্যিকারের মা। সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি শিশুটিকে তার আসল মাকে দিয়ে দিলেন। আর নকল মাকে শাস্তি দেওয়া হলো। এটি সুবিচারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহর হুকুমে বৃদ্ধ বয়সে বায়তুল মাকদাস নির্মাণ করেন। তিনি লাঠিতে ভর করে বায়তুল মাকদাস নির্মাণ কাজ তদারকি করেন। এ অবস্থায় তাঁর ইন্তেকাল হয়। বায়তুল মাকদাসে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহটি জীবিত অবস্থায় যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে তাঁর হাতের লাঠিটা ভেঙে যায়। আর তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখন সকলে অবাক হয়। এভাবে আল্লাহর হুকুমে তিনি ইন্তেকাল করেন। আমরা আল্লাহর ইবাদত করব। ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হব। আমরা অহংকারী হব না।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত সুলায়মান (আ)–এর সুবিচারের কাহিনীটি খাতায় লিখবে।

হযরত ঈসা (আ)

হযরত ঈসা (আ) ফিলিস্তিনের 'বায়তুল লাহাম' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 'বায়তুল লাহাম' স্থানটি বর্তমানে বেথেলহাম নামে পরিচিত। তাঁর আম্মার নাম হযরত মরিয়ম (আ)। আল্লাহর অসীম কুদরতে পিতা ছাড়াই হযরত মরিয়ম (আ)–এর গর্ভে হযরত ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন।

দয়াময় আল্লাহর বিশেষ কুদরতে তিনি দোলনায় থাকাকালেই শিশু অবস্থায় কথাবার্তা বলার অলৌকিক শক্তি লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কিছু মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। যেমন– তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন। জন্মান্ধকে চোখের দৃষ্টিশক্তি দান করতেন। ধবল, শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগীদের তিনি আল্লাহর রহমতে রোগমুক্ত করে দিতেন।

হযরত ঈসা (আ) ছিলেন আসমানি কিতাব প্রাপ্ত একজন নবি ও রসুল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর 'ইনজিল' কিতাব নাজেল করেন। সে সময়ে সেখানকার লোকেরা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নানা দেব–দেবীর পূজা করত। হযরত ঈসা (আ) তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানালেন। শিরক থেকে বিরত থাকতে বললেন। সকল দুর্নীতি ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে বললেন।

সেখানকার লোকজন হযরত ঈসা (আ) এর কথা মানল না। তারা আল্লাহর ইবাদত করল না। তারা তাঁর ঘোর শত্রুতে পরিণত হলো। তারা তাঁকে আরো নিষ্ঠুর কষ্ট দিতে থাকল। এমনকি তারা তাঁকে হত্যা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করল। একদিন তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য এক ব্যক্তিকে ঘরের মধ্যে পাঠাল। কিন্তু রাখে আল্লাহ, মারে কে। দয়াময় আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতে তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নিলেন। আর ঘরের মধ্যে যে লোকটি তাঁকে হত্যা করার জন্য প্রবেশ করেছিল, তার আকৃতি হযরত ঈসা (আ)–এর আকৃতির মতো হয়ে গেল। সে ঘর থেকে বের হতেই তার সাথীরা তাকে ঈসা (আ) ভেবে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করল।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসুল ও বান্দা হযরত ঈসা (আ) কে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে আসমানে নিরাপদে রাখলেন। শেষ জামানায় কিয়ামতের পূর্বে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন। মিথ্যাবাদী দাজ্জালকে তিনি হত্যা করবেন। ৪০ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। তিনি পৃথিবীতে এসে আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর উম্মত হিসেবে দীন প্রচার করবেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করবেন। আমাদের মহানবি (স)–এর রওজা মুবারকের পাশে তাঁকে দাফন করা হবে।

আমরা হযরত ঈসা (আ) কে নবি–রসুল বলে স্বীকার করব। আল্লাহর ইবাদত করব। হযরত ঈসা (আ) এর মোজেজাসমূহ বিশ্বাস করব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত ঈসা (আ)–এর মোজেজাগুলো খাতায় লিখবে।

অনুশীলনী

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও

১. মহানবি (স) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ?

ক. ৫২২ খ্রি: খ. ৫৭০ খ্রি:

গ. ৬১০ খ্রি: ঘ. ৬২২ খ্রি:

২. হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রথম দুধমাতা কে ছিলেন?

ক. সোযেরা খ. হালিমা

গ. আম্বিয়া ঘ. সালেহা

৩. কত বছর বয়সে মুহম্মদ (স) এর দাদা মারা যান?

ক. ৩ বছর খ. ৫ বছর

গ. ৭ বছর ঘ. ৮ বছর।

৪. নবুয়তের কত সনে মহানবি (স) এর মিরাজ হয়েছিল?

ক. দশম খ. একাদশ

গ. দ্বাদশ ঘ. চতুর্দশ

৫. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন ?

ক. ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে খ. ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে

গ. ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ঘ. ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে

৬. হযরত আদম (আ) কিসের তৈরি?

ক. আগুন খ. পাথর

গ. মাটি ঘ. পানি

৭. হযরত নুহ (আ) কত বছর আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন?

ক. সাড়ে ছয় শ বছর খ. সাড়ে নয় শ বছর

গ. সাড়ে আট শ বছর ঘ. সাড়ে সাত শ বছর

৮. হযরত ইবরাহীম (আ)–এর পিতার নাম কী?

ক. আযম খ. হাতেম

গ. আযর ঘ. আমর

৯. হযরত দাউদ (আ) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. বানু ইসরাইল খ. বানু তামীম

গ. বানু পায়েস ঘ. বানু গালিব

১০. আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ)–এর ওপর কোন কিতাব নাজেল করেন?

ক. কুরআন খ. তাওরাত

গ. ইনজিল ঘ. যাবুর

১১. হযরত সুলায়মান (আ)–এর পিতার নাম কী?

ক. হযরত ঈসা (আ) খ. হযরত দাউদ (আ)

গ. হযরত মূসা (আ) ঘ. হযরত ইবরাহীম (আ)

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. হযরত মুহাম্মদ (স) —— বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

২. ফিকার —— গোত্র কুরাইশদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল।

৩. ——— পর্বতের গুহায় হযরত মুহাম্মদ (স) ধ্যান মগ্ন থাকতেন।

৪. হিজরতের সময় মহানবি (স) ——— পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন।

৫. মদিনা সনদে —— টি ধারা ছিল।

৬. আল্লাহর কোন ——— নেই।

৭. হযরত নূহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে এর বিরাট —— তৈরি করলেন।

৮. হযরত ইবরাহীম (আ) এর আমলে সেখানকার বাদশাহ ছিলেন ——।

৯. হযরত দাউদ (আ) শৈশবে ——— চরাতেন।

১০ হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিকে —— করতেন।

গ. বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে ডান পাশের শব্দগুলো মিলাও

বাম পাশ	ডান পাশ
মহানবি (স)–এর পিতা	আব্দুল মুত্তালিব
মহানবি (স)– এর মাতা	হালিমা
মহানবি (স) –এর দাদা	আবু তালিব
মহানবি (স) –এর চাচা	আব্দুল্লাহ
মহানবি (স)–এর দুধমা	আমিনা
হযরত আদম (আ)–এর সঙ্গীর নাম	থামল
নৌকা জুদি পাহাড়ে এসে	হযরত মরিয়ম (আ)
হযরত দাউদ (আ) বাদশাহ তালুতের	হযরত হাওয়া (আ)
হযরত ঈশা (আ) এর আম্মার নাম	সেনাপতি ছিলেন

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. পাদ্রী বহিরা হযরত মুহাম্মদ (স) সম্বন্ধে কী মন্তব্য করেছিলেন?
২. হযরত মুহাম্মদ (স)–এর গঠিত সংঘের নাম কী?
৩. হাজারে আসওয়াদ কোথায় স্থাপন করা হয়েছিল?
৪. মহানবি (স) প্রথমে কাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন?
৫. আনসার কারা?
৬. মুহাজির কাদের বলে?
৭. বদর যুদ্ধের কারণ কী?
৮. মদিনার সনদ কী?
৯. হুদাইবিয়ার সন্ধি কী?
১০. বিদায় হজ কাকে বলে?
১১. পৃথিবীর আদি মানব কে ছিলেন?
১২. হযরত নূহ (আ)–এর সময় কী আজাব এসেছিল?
১৩. ইবরাহীম (আ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
১৪. হযরত দাউদ (আ)–এর ওপর কোন কিতাব নাজিল হয়?
১৫. হযরত দাউদ (আ)–এর বীরত্বের উদাহরণ দাও।

১৬. হযরত ঈসা (আ) এর মোজেজা উল্লেখ কর।
১৭. হযরত ঈসা (আ) বর্তমানে কোথায় জীবিত আছেন?
১৮. আল্লাহ হুকুমে হযরত সুলায়মান (আ)–এর অধীনে কী কী ছিল?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১. হযরত মুহাম্মদ (স)–এর জন্ম ও বংশ পরিচয় দাও।
২. হযরত মুহাম্মদ (স)–এর জন্মের সময় আরবের অবস্থা কেমন ছিল?
৩. শান্তি সংঘের উদ্দেশ্যগুলো কী কী?
৪. হযরত মুহাম্মদ (স) এর নবুয়ত লাভের ঘটনা সংক্ষেপে লিখ।
৫. নবুয়ত লাভের পর মহানবি (স) কী কী শিক্ষা দিলেন?
৬. মদিনার সনদ কী? এর কয়েকটি ধারা উল্লেখ কর।
৭. বদর যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।
৮. মক্কা বিজয় ও রসুল (স)–এর অপূর্ব ক্ষমার দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর।
৯. বিদায় হজে মহানবি (স) যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা সংক্ষেপে লিখ।
১০. কুরআন মজিদে উল্লিখিত ১০ জন নবির নাম লিখ।
১১. আল্লাহ ফেরেশতাদের কী আদেশ দিলেন?
১২. হযরত নূহ (আ) মানুষকে কী কী বললেন?
১৩. হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিকুণ্ডে কীভাবে অক্ষত থাকেন?
১৪. হযরত দাউদ (আ)–এর ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসন সম্পর্কে লেখ।
১৫. হযরত ঈসা (আ) সেখানকার লোকদের কী কী উপদেশ দিলেন?

পঞ্চম অধ্যায়

নবি-রাসুলের পরিচয় ও জীবনাদর্শ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ মহানবি (স) পরিচয় জানা ও তাঁরা জীবনাদর্শ অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়া ।
৫.২ কোরান মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগণের নাম জানা ।
৫.৩ হযরত আদম (আ) এর জীবনী জানা এবং তাঁর আদর্শ জীবনে বাস্তবায়িত করা ।
৫.৪ হযরত নূহ (আ) এর জীবনী জানা এবং তাঁর আদর্শ জীবনে বাস্তবায়িত করা ।
৫.৫ হযরত ইবরাহিম (আ) এর জীবনী জানা এবং তাঁর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ।
৫.৬ হযরত দাউদ (আ) এর জীবন কাহিনী জানা এবং তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ।
৫.৭ হযরত সুলায়মান (আ) এর পরিচয় ও জীবনাদর্শ জানা ।
৫.৮ হযরত ঈসা(আ) এর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ।

শিখনফল

৫.১.১ শিক্ষার্থীরা মহানবি (স) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে ।
৫.১.২ মহানবি (স) এর আদর্শ নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে পারবে ।
৫.২.১ কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগণের নাম বলতে পারবে ।
৫.৩.১ হযরত আদম (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবে ।
৫.৩.২ তাঁর আদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারবে ।
৫.৪.১ হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে বলতে পারবে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস করবে ।
৫.৪.২ তাঁর জীবনাদর্শে নিজেদের গড়ে তুলবে ।
৫.৫ .১ হযরত ইবরাহিম (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে ।
৫.৫.২ তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারবে ।
৫.৬.১ হযরত দাউদ (আ) এর জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে পারবে ।
৫.৭.১ হযরত সুলায়মান (আ) এবং পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে ।
৫.৮.১ হযরত ঈসা(আ) সম্পর্কে বলতে পারবে ।
৫.৮.২ হযরত ঈসা (আ) এর ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করতে পারবে ।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়টি ৭টি পাঠে বিভক্ত ।

পাঠঃ ১

মহানবি(স) এর জীবনাদর্শ

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা:১০৯-১১১) আমরা আগেই জেনেছি ..... আমানত রাখতে লাগলো ।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.১.১ মহানবি (স) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারাবে ।

৫.১.২ মহানবি (স) এর আদর্শ নিজেদের জীবনে গ্রহণ করাতে পারবে ।

৫.১.৩ কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি ও রাসুলগণের নাম বলতে পারবে ।

উপকরণ

মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ সম্পর্কিত সিডি/ পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ' । চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন ।

খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন । ১/২ জন শিক্ষার্থীর পারিবারিক খোঁজ খবর নিন ।

গ. মহানবি (স)এর জীবনাদর্শ-এর সিডি/পেনড্রাইভ/রঙিন অক্ষরে লেখা "মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ যথাস্থানে ব্যবহার করুন ।

ঘ. এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করুন -

১. নবি-রাসুলগণ কেমন ছিলেন?
২. তোমাদের নবির নাম কী?
৩. তিনি কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ঙ. এসো তাহলে আমরা মহানবি (স) সম্পর্কে আলোচনা করি । এই বলে পাঠ শিরোনাম ' মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ ' বোর্ডে লিখুন । শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন ।

খ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন ।

১. আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে কাদের পাঠিয়েছেন?
২. নবি-রাসুলগণ কী করতেন?
৩. সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবির নাম কী?
৪. কুরআন মজিদে কতজন নবির নাম উল্লেখ আছে?

৫. আমাদের মহানবি (স) কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

৬. তাঁর পিতা-মাতা ও দাদার নাম কী?

৭. মহানবি (স)এর জন্মের সময় আরবের লোকেরা কেমন ছিল?

৮. মহানবি (স)এর জন্মের সময় আরবের অবস্থা কেমন ছিল?

৯. মহানবি (স)এর জন্মের সময় আরবের নারীদের অবস্থা কেমন ছিল?

১০. বিবি হালিমা কত বছর পর্যন্ত মহানবি (স)কে লালন পালন করেন?

১১. শিশু মুহাম্মদ (স)এর আদর্শে ইনসাফ ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর।

১২. হারবুল ফিজার কী?

১৩. হিলফুল ফুযুল কী? কে কখন কেন প্রতিষ্ঠা করেন?

ঙ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিবে। তারা না পারলে আপনি তাদের সঠিক উত্তরে সহযোগিতা করুন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

বই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও হযরত মুহাম্মদ সালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম খাতায় লিখে রং করতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. কাবা প্রঙ্গণে কতটি মুর্তি স্থাপন করেছিল?

(১) ৩৫০টি (২) ৩৬০টি

(৩) ৩৭০ টি (৪) ৪৬০টি

খ. সর্বশেষ রাসুলের নাম কী?

(ক) আদম (আ) (গ) নূহ (আ)

(খ) মুহাম্মাদ (স) (ঘ) মূসা (আ)

গ. মাতার ইন্তিকালের সময় রাসুল (স)এর বয়স ছিল-

(ক) ৪ বছর (গ) ৫ বছর

(গ) ৬ বছর (ঘ) ৭ বছর

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন:

ক. নবি-রাসুলগণ ছিলেন উত্তম------অধিকারী ।

খ. মহানবি (স) এর পিতার নাম---------- ।

গ. তখন বাজারে পণ্যের মতো মানুষ --------- হতো ।

ঘ. ----------বছর বয়সে মহানবি (স) মা আমিনার কোলে ফিরে আসেন ।

ঙ. রাখাল বালকদের জন্য মহানবি (স) ছিলেন ..... ।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

ক. আট বছর বয়সে তাঁর	তিনি ছিলেন আদর্শ ।
খ. রাখাল বালকদের জন্য	পাদ্রির সাথে তার দেখা হয় ।
গ. এ সময় বহিরা নামক এক	রাখতে লাগল ।
ঘ. তাঁর কাছে ধন সম্পদ আমানত	দাদাও মারা যান ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. পৃথিবীতে কতজন নবি-রাসূল এসেছেন?

খ. কুরআনে উল্লিখিত ৩জন নবির নাম বল?

গ. আমাদের শিক্ষক কারা?

ঘ. কুরআন মজিদে কতজন নবি-রাসূলের নাম উলেখ আছে?

ঙ. পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ ও নবি কে?

চ. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের গঠিত সংঘের নাম কী?

ছ. হযরত মুহাম্মদ(স) এর সময় আরবের অবস্থা কেমন ছিল?

পাঠঃ ২

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শ

(হাজরে আসওয়াদ স্থাপন এবং হযরত খাদিজার ব্যবসার দায়িত্বগ্রহণ ও বিবাহ)

বিষয়বস্তু : (পুষ্ঠা:১১১-১১২) বহুদিন পূর্বের .....অকাতরে ব্যয় করেন।

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.১.১ মহানবি (স) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে।

৫.১.২ মহানবি (স) এর আদর্শ নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে পারবে।

৫.১.৩ কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি রাসুলগণের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ :

মহানবি(স)-এর জীবনাদর্শ সম্পর্কিত সিডি/ পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শ ' চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড,নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শ লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

অতপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের নাম কী?
২. আমাদের রাসুলের নাম কী?
৩. মহানবি (স) এর প্রথম স্ত্রীর নাম কী?

চ. এবার পাঠ শিরোনাম ***'মহানবি হযরত মুহাম্মদ(স)এর জীবনাদর্শ'*** বোর্ডে লিখুন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

ছ. এরপর ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন-

১. হাজারে আসওয়াদ নিয়ে কী সমস্যা হয়েছিল?
২. হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত হয়েছিল?
৩. হযরত মুহাম্মদ(স) কীভাবে এ সমস্যার সমাধান করলেন? এর ফল কী হলো?
৪. খাদিজার অবস্থা কেমন ছিল?
৫. খাদিজার চরিত্র কেমন ছিল?
৬. মহানবি (স)এর সাথে খাদিজা(রা)এর বিবাহের বিবরণ দাও।
৭. মহানবি (স) খাদিজার সম্পদ কী করেছিলেন?
৮. খাদিজা (রা)মহানবি (স)কে বিবাহ করেছিলেন কেন?
৯. মহানবি (স) খাদিজার ব্যবসার দায়িত্ব নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

জ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিবে। তারা না পারলে আপনি তাদের সঠিক উত্তরে সহযোগিতা করুন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

বই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের হিলফুল ফুযুলের নীতিগুলো খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. হাজারে আসওয়াদ অর্থ কী ?

(১) সাদা পাথর (২) কালো পাথর
(৩) নীল পাথর (৪) সবুজ পাথর

খ. আল-আমিন অর্থ-

(১) সঠিক (১) সফলতা
(৩) কৃতিত্ব (৪) বিশ্বাসী

গ. মহানবি (স) ও খাদিজার বিবাহের সময় মহানবি (স) এর বয়স কত ছিল ?

(১) ২০ বছর (১) ৩০ বছর
(৩) ২৫ বছর (৪) ৪০ বছর

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন:

ক. পুরাতন কাবাঘর .....কাজ হাতে নিল কুরাইশরা।
খ. পাথর উঠাবার .....পেয়ে সবাই খুশি হলো ।
গ. মহানবি (স) খাদিজার ব্যবসার দায়িত্ব নিয়ে .....যান ।
ঘ. ব্যবসায় আশাতীত লাভ করে তিনি মক্কায় ফিরে---------- ।
ঙ. হযরত খাদিজা (র)জীবিত থাকতে তিনি অন্য কোন বিয়ে -------- ।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

ক. যথারীতি কাবাঘর পুনর্নির্মাণও	মক্কায় ফিরে আসেন।
খ. মহানবি (স) খাদিজার ব্যবসার দায়িত্ব	প্রস্তাব দেন।
গ. ব্যবসায় আশাতীত লাভ করে তিনি	নিয়ে সিরিয়া যান।
ঘ. হিযরত খাদিজা(র) তাঁর সঙ্গে নিজের বিয়ের	৪০বছর।
ঙ. আর খাদিজার বয়স ছিল	করল তারা।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন -

ক. হাজারে আসওয়াদ কোথায় স্থাপন করা হয়েছিল?

খ. শান্তি সংঘের উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

গ. বিয়ের সময় মহানবি (স) ও খাদিজার বয়স কত ছিল?

ঘ. হাজারে আসওয়াদ স্থাপনের বিবরণ দাও ।

ঙ. মহানবি(স) কর্তৃক হযরত খাদিজা (র)এর ব্যবসা পরিচালনার বিবরণ দাও ।

চ. বিয়ের সময় মহানবি (স) ও খাদিজার বিবাহের বর্ণনা দাও ।

পাঠঃ ৩

মহানবি (স) এর নবুয়ত লাভ ও ইমানের দাওয়াত

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠাঃ ১১৩-১১৫) হযরত মুহাম্মদ.....জাহান্নামে লিপ্ত হবে ।

শিখনফলঃ এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.১.১ মহানবি (স) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে ।

৫.১.২ মহানবি (স) এর আদর্শ নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে পারবে ।

৫.২.১ কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগণের নাম বলতে পারবে ।

উপকরণ

মহানবি (স) এর নবুয়ত লাভ ও ইমানের দাওয়াত সম্পর্কিত সিডি/পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'মহানবি (স)র নবুয়ত লাভ ও ইমানের দাওয়াত' চক/মার্কার পেন, ডাস্টার,স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কার্ড/পয়েন্টার ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করুন ।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন । ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন ।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'মহানবি (স) এর নবুয়ত লাভ ও ইমানের দাওয়াত' লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন ।

ঘ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন ।

১. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের নাম কী?

২. আমাদের রাসূলের নাম কী?

৩. মহানবি (স) কোথায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম 'মহানবি (স)র নবুয়ত লাভ ও ইমানের দাওয়াত' ঘোষণা করুন এবং তা বোর্ডে লিখুন । পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন ।

চ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন।

১. মহানবি (স) সমাজের দুরবস্থা দেখে কী ভাবতেন?
২. তিনি কোথায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন?
৩. কখন, কোথায়, কার ওপর কুরআন মজিদ অবতীর্ণ হয়?
৪. মহানবি (স) এর ওপর সর্বপ্রথম সূরা-আলাকের কয়টি আয়াত নাযিল হয়েছিল?
৫. মহানবি (স) এর ওপর সর্বপ্রথম সূরা-আলাকের নাযিলকৃত ৫টি আয়াত বল ।
৬. মহানবি (স) নবুয়ত লাভের ঘটনাটি বর্ণনা কর।
৭. হযরত খাদিজার উক্তি দ্বারা কী প্রমাণিত হয়?
৮. মহানবি (স) প্রথম তিন বছর কীভাবে ইসলাম প্রচার করেন?
৯. মহানবি (স) এর দাওয়াতে কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন?
১০. পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে ইসলাম কবুল করেন?
১১. মূর্তি পূজারিরা তখন মহানবি (স) এর সাথে কী আচরণ করেছিল?
১২. কাফিরদের বিরোধীতায় মহানবি (স) এর বক্তব্য কী ছিল?
১৩. মহানবি (স) কী বলে দাওয়াত দিতেন?
১৪. মহানবি (স) দাওয়াতি কাজে লোকদেরকে কী বুঝাতেন?

ছ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

বই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

ক. শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত বাংলায় সুন্দরভাবে খাতায় লিখতে বলুন।

খ. ইসলাম প্রচারে মহানবি যেসব বাধার সম্মুখিন হয়েছেন শিক্ষার্থীদের এর একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনর্শিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. মহানবি (স) কত বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন?

(১) ২০ বছর (২) ৩০ বছর
(৩) ৪০ বছর (৪) ৫০ বছর

খ. হেরা গুহায় মহানবি(স) এর নিকট কয়টি আয়াত নাযিল হয়?

(১) ৩টি (২) ৭ টি

(৩) ৫টি (৪) ৯টি

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূণ্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন-

ক. ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি---------- ।

খ. খালাকাল ইনসানা মিন ---------- ।

গ. ইশরা ওয় রাব্বুকাল ---------- ।

ঘ. হযরত আবু বকর (র) ছিলেন রাসুলে (স) এর ঘনিষ্ট ---------- ।

ঙ. তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা ---------- ইসলাম গ্রহণ করেন ।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

ক. পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের	কলমের সাহায্যে ।
খ. পাঠ তরুন, আপনার প্রতিপালক	তো মহিমান্বিত ।
গ. শিক্ষা দিয়েছেন	যা সে জানত না ।
ঘ. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে	নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. আল্লাহ কার মাধ্যমে মহানবি (স) এর ওপর কুরআন মজিদ নাযিল করেন?

খ. মহানবি (স)র নবুয়ত লাভের ঘটনাটি উলেখ কর ।

গ. নাযিলকৃত প্রথম একটি আয়াত মুখস্ত বল ।

ঘ. মহানবি(স)কে খাদিজা কী বলে শান্তনা দিয়েছিলেন ? বর্ণনা দাও ।

পাঠঃ ৪

মহানবি (স) ইসলাম প্রচারে তায়েফ গমন ও মিরাজ গমন

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা:১১৫-১১৭) নবুয়্যাতের দশম বছরে.....অভিজ্ঞতা লাভ করেন ।

শিখনফলঃ এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.১.১ মহানবি (স) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে ।

৫.১.২ তাঁরা মহানবি (স) এর আদর্শ নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে পারবে ।

৫.২.১ কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগণের নাম বলতে পারবে ।

উপকরণ

মহানবি (স) এর ইসলাম প্রচার সম্পর্কে তায়েফগমন ও মিরাজ গমন সম্পর্কিত সিডি/পেনড্রাইভ/ মাল্টি মিডিয়া/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'মহানবি (স) এর ইসলাম প্রচারে তায়েফ গমন ও মিরাজ গমন' চক/মার্কার পেন, ডাস্টার,স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে ' মহানবি (স) এর ইসলাম প্রচারে তায়েফগমন ও মিরাজ গমন' লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

ঘ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের নাম কী?

২. আমাদের রাসূলের নাম কী?

৩. মহানবি (স) এর চাচার নাম কী?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম 'মহানবি (স) এর ইসলাম প্রচারে তায়েফগমন ও মিরাজ গমন' ঘোষণা করুন এবং তা বোর্ডে লিখুন। পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

চ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন।

১. নবুয়তের দশম বছরে মহানবি (স) এর কে কে ইন্তেকাল করেন?

২. তিনি তয়েফ গমন করেছিলেন কেন?

৩. তায়েফবাসী তাঁর সাথে কেমন আচরণ করেছিল?

৪. মহানবি (স) এর তাদের জন্য কী দোয়া করেছিলেন?

৫. কখন মহানবি (স) এর মিরাজ সংঘটিত হয়?

৬. মিরাজের পূর্বে মহানবি (স) এর এর অবস্থা কেমন ছিল?

৭. মিরাজ বলতে কী বুঝ?

৮. বাইতুল মুকাদ্দাসে তিনি কী করেছিলেন?

৯. মিরাজে তিনি কিসের নির্দেশ পান?

১০. মিরাজে তিনি কী কী দেখেন ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন?

ছ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

বই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

ক. শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে মিরাজের ঘটনা সুন্দরভাবে খাতায় লিখতে বলুন।

খ. ইসলাম প্রচারে মহানবি যেসব বাধার সম্মুখিন হয়েছেন শিক্ষার্থীদের এর একটি তালিকা তৈরি করতে

বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিখন অর্জন মান পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. খাদিজা ও আবু তালিব ইন্তিকাল করেন নবুয়তের--

(১) ১০ম বছর (২) ৫ম বছর

(৩) ৭ম বছর (৪) ১৫শ বছর

খ. মিরাজ সংঘঠিত হয় নবুয়্যাতের-

(১) ১০ম বছর (২) ৯ম বছর

(৩) ৮ম বছর (৪) ১১শ বছর

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন-

ক. মহানবি (স) আল্লাহ পাকের ----------ধন্য হলেন।

খ. মহানবি (স) আল্লাহর নিকট থেকে ----------সালাতের নির্দেশ পান।

গ. মিরাজ মহানবি (স) এর জীবনে একটি----------ঘটনা।

ঘ. মিরাজের মাধ্যমে মহানবি (স) ----------দর্শন করেন।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

ক. ইতিহাসে এমন ক্ষার	ধন্য হলেন।
খ. তিনি আল্লাহ পাকের দিদারে	ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ পান।
গ. তিনি আল্লাহর নিকট থেকে পাঁচ	তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।
ঘ. মিরাজ মহানবি (স) এর জীবনে একটি	দৃষ্টান্ত বিরল।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. মহানবি (স) এর তায়েফ গমনের কারণ বর্ণনা কর।

খ. তায়েফবাসীরা তাঁর সাথে কেমন আচরণ করেছিল?

গ. মহানবি (স) এর মিরাজের ঘটনাটি উলেখ কর।

ঘ. মিরাজে তিনি কিসের নির্দেশ পান?

ঙ. মহানবি (স) এর তায়েফ গমনের ঘটনা বর্ণনা কর।

চ. মিরাজে তিনি কী কী দেখেন ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন? বর্ণনা দাও।

পাঠঃ ৫

মদীনায় হিজরত ও মদীনার সনদ

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা: ১১৭-১১৯) ৬২১ খ্রিষ্টাব্দ.....অধিকার নিশ্চিত হয়।

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.১.১ মহানবি (স) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে।

৫.১.২ মহানবি (স) এর আদর্শ নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে পারবে।

৫.২.১ কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগণের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ

মদীনায় হিজরত ও মদীনার সনদ সম্পর্কিত সিডি/পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'মদীনায় হিজরত ও মদীনার সনদ' চক/মার্কার পেন, ডাস্টার,স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'মদীনায় হিজরত ও মদীনার সনদ' লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

ঘ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের নাম কী?
২. হিজরত কী?
৩. মহানবি (স) কোথায় হিজরত করেছিলেন?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম 'মদীনায় হিজরত ও মদীনার সনদ' ঘোষণা করুন এবং তা বোর্ডে লিখুন। পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

চ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন।

১. ৬২১ খ্রিষ্টাব্দে কতজন লোক মদীনা থেকে মক্কায় এসেছিল মহানবির (স) সাথে সাক্ষাতের জন্য?
২. পরবর্তী বছর কতজন লোক এসেছিল মহানবির সাথে সাক্ষাতের জন্য?
৩. তাঁরা কিসের আহ্বান ও অঙ্গীকার করেছিলেন?
৪. মহানবি (স)র কোন অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের আদেশ হলো?
৫. সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মহানবি (স) এর সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নিল?
৬. আল্লাহ মহানবি (স কে কী জানিয়ে দিলেন।
৭. মহানবি (স) কাকে তাঁর ঘরে রেখে গেলেন?

৮. হিজরতের সময় মহানবি (স) কাকে সাথে নিলেন?
৯. বিপদের সময় গুহায় মহানবি (স) আবুবকর (র) কে কী বলেছিলেন?
১০. মুহাজির ও আনসার কাদের বলে?
১১. মদীনার সনদ কাকে বরে?
১২. কাফিরদের বিরোধীতায় মহানবি (স) এর বক্তব্য কী ছিল?
১৩. মহানবি (স) কী বলে দাওয়াত দিতেন?
১৪. মহানবি (স) দাওয়াতি কাজে লোকদেরকে কী বুঝাতেন?
১৫. মদীনার সনদের ৩টি ধারা উলেখ কর।

ছ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

বই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

ক. শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত বাংলায় সুন্দরভাবে খাতায় লিখতে বলুন।

খ. ইসলাম প্রচারে মহানবি যেসব বাধার সম্মুখিন হয়েছেন শিক্ষার্থীদের এর একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. হিজরত অর্থ কী?
(১) দেশে আগমন (২) দেশ ত্যাগ
(৩) বিদেশে যাওয়া (৪) ধর্ম প্রচার করা

খ. কত খ্রিষ্টাব্দে তিনি মদীনায় পৌঁছান?
(১) ৬২৩ খ্রী: (২) ৬২২ খ্রী:
(৩) ৬২০ খ্রী: (৪) ৬২১ খ্রী:

গ. মদীনার সনদে কতটি ধারা ছিল?
(১) ৪৫টি (২) ৪৭টি
(৩) ৫৫টি (৪) ৫৭টি

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন-

ক. মদীনার সনদে----------টি ধারা ছিল ।

খ. সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ----------পালন করবে ।

গ. ধর্মীয়ব্যাপারে কেউ অপরাধ করলে তা তার ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে-------হবে ।

ঘ. সকলে সমান ..... সুবিধা ভোগ করবে ।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

ক. সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা	ঘোষণা করা হলো ।
খ. মদীনার শহরকে পবিত্র বলে	ব্যতীত কেই যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না ।
গ. হযরত মুহাম্ম (স) এর পূর্ব অনুমতি	দিলে হযরত মুহাম্মদ তা মীমাংসা করবে ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. মহানবির সাথে সাক্ষাতের জন্য ৬২১ খ্রিষ্টাব্দে কতজন লোক মদীনা থেকে মক্কায় এসেছিল?

খ. সব গোত্র সম্মিলিতভাবে মহানবি (স) এর সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নিল এবং কেন?

গ. বিপদের সময় গুহায় মহানবি (স) আবুবকর (র)কে কী বলেছিলেন?

ঘ. মহানবি (স) দাওয়াতি কাজে লোকদের কী কী বুঝাতেন?

ঙ. মদীনার সনদের ৫টি ধারা উল্লেখ কর ।

চ. মদীনায় হিজরতের ঘটনা বর্ণনা কর ।

পাঠঃ ৬

বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা: ১১৯-১২১) মক্কার কাফির মুশরিকরা----------প্রকাশ্য বিজয় বলা হয়েছে ।

শিখনফল : শিক্ষার্থীরা এ পাঠ শেষে-

৫.১.১ মহানবি (স) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে ।

৫.১.২ মহানবি (স) এর আদর্শ নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে পারবে ।

৫.২.১ কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগনের নাম বলতে পারবে ।

উপকরণ

বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ সম্পর্কিত সিডি/পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ' চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/ পয়েন্টার ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আপনি আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ' লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

ঘ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।
   ১. ইসলামের প্রথম যুদ্ধের নাম কী?
   ২. সন্ধী কাকে বলে?
   ৩. হোদায়বিয়ার সন্ধি কত সালে হয়েছিল?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম 'বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ' বোর্ডে লিখুন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

চ অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন।
   ১. মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত করলে কাফেররা কী করল?
   ২. মহানবি (স) যুদ্ধের জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন?
   ৩. বদর যুদ্ধের কারণ কী ছিল?
   ৪. বদর যুদ্ধের ফলাফর কী হলো?
   ৫. বদর যুদ্ধের শিক্ষা কী ছিল?
   ৬. বদর যুদ্ধের পর ২টি যুদ্ধের নাম ও ফলাফল লিখ?
   ৭. হুদাইবিয়ার সন্ধির কারণ কী ছিল?
   ৮. হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলাফল কী ছিল?
   ৯. হুদাইবিয়ার সন্ধির ২টি শর্ত উল্লেখ কর ।
   ১০. হুদাইবিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলা হয় কেন?

ঝ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

বই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের হুদাইবিয়ার সন্ধির কারণ ও ফলাফলের একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. বদর মদীনা থেকে কত মাইল দূরে?

(১) ৭০ মাইল (২) ৮০ মাইল

(৩) ৯০ মাইল (৪) ১০০ মাইল

খ. বদরযুদ্ধে মুসলমনদের সংখ্যা কত ছিল?

(১) ৩১১ জন (২) ৩১৩ জন

(৩) ৩১৫ জন (৪) ৩২৩ জন

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন-

ক. বদরযুদ্ধে কুরাইদের ---------- জন মারা যায় ।

খ. বদরযুদ্ধে মুসলিম সংখ্যা ছিল ----------জন ।

গ. মুসলিম পক্ষে ----------জন শহীদ হন ।

ঘ. মহানবি (স)এর পবিত্র --- ভেঙে যায় ।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

ক. মহানবি (স) ১৪০০ সাহাবী সহ	সুযোগ হয় ।
খ. দশ বছরের জন্য	করতে থাকে ।
গ. দেশ বিদেশে ইসলাম প্রচারের	সন্ধি হয় ।
ঘ. দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ	মক্কা যাত্রা করেন ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. মহানবি (স) বদর যুদ্ধের জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন?

খ. বদর যুদ্ধের কারণ কী ছিল?

গ. বদর যুদ্ধের পর ২টি যুদ্ধের নাম ও ফলাফল লিখ?

ঘ. হুদাইবিয়ার সন্ধির ২টি শর্ত উলেখ কর ।

ঙ. বদর যুদ্ধের ফলাফল কী হলো?

চ. হুদাইবিয়ার সন্ধির কারণ কী ছিল?

ছ. হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলাফল কী ছিল?

জ. হুদাইবিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলা হয় কেন?

পাঠ - ৭

মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ

বিষয়বস্তু : (পৃষ্ঠা: ১২২-১২৪) কুরাইশ ও তাদের মিত্র----------জীবনাদর্শ মেনে চলব।

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.১.১ মহানবি (স) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে।

৫.১.২ মহানবি(স) এর আদর্শ নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে পারবে।

৫.২.১ কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগণের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ

মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ্জ সম্পর্কিত সিডি/পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ***'মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ'*** চক/মার্কার পেন, ডাস্টার,স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আপনি আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা ***'মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ'*** লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

ঘ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. কত হিজরিতে মক্কা বিজয় হয়?
২. কত হিজরিতে বিদায় হজ সম্পন্ন হয়?
৩. বিদায় হজের একটি বাণী বল ।

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম ***'মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ'*** বোর্ডে লিখুন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

চ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন।

১. কুরাইশরা কীভাবে সন্ধিচুক্তি বাতিল করেছিল?
২. কত হিজরিতে মহানবি(স) মক্কা বিজয়ের জন্য রওয়ানা হলেন?
৩. মহানবি (স) কিভাবে মক্কা বিজয় করেন?
৪. মহানবি (স) মক্কাবাসীদের লক্ষ্য করে কী বলেছিলেন?
৫. মহানবি (স) কাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন?
৬. বিদায় হজ কাকে বলে?
৭. বিদায় হজের ভাষণ কাকে বলে?
৮. বিদায় হজের ভাষণের ৩টি উদ্ধৃতি উল্লেখ কর।
৯. মহানবি (স) আকাশের দিকে তাকিয়ে কী বলেছিলেন?
১০. রাসুল (স) কখন ইন্তিকাল করেন?

১১. মুসলমানদের জন্য উত্তম আদর্শ কোথায় আছে ?

১২. উত্তম আদর্শ সম্পর্কে আল্লাহর বাণীটি উল্লেখ কী? উলেখ কর।

ঝ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

বই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্য বইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের মহানবি (স) এর বিদায় হজের ভাষণের ৫টি বাণী খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. মক্কাবিজয় কত হিজরিতে হয়েছিল?

(১) ৫ম (২) ৭ম

(৩) ৮ম (৪) ১০ম

খ. বিদায় হজ্জ কত হিজরিতে হয়েছিল?-

(১) ৫ম (২) ৭ম

(৩) ৮ম ৪) ১০ম

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন-

ক. মুসলমানগণ পরস্পর ---------- ।

খ. অধীনস্তদের সাথে ----------ব্যবহার করবে।

গ. একের অপরাধে অন্যকে ----------দিবে না।

ঘ. মুসলিম বাহিনী দেখে ----------ভয় পেয়ে গেল।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

ক. আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার	স্বাধীন।
খ. যাও তোমরা মুক্ত,	ভাই ভাই।
গ. মুসলমানগণ পরস্পর	তাদেরও তাই খাওয়াবে।
ঘ. তোমরা যা খাবে	করবে না।
ঙ. আমানতের খিয়ানত	কোন অভিযোগ নাই।
	ব্যবহার করবে।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন

ক. কুরাইশরা কীভাবে সন্ধিচুক্তি বাতিল করেছিল?

খ. হিজরি কত সনে মহানবি (স) মক্কা বিজয়ের জন্য রওয়ানা হলেন?

গ. মহানবি (স) মক্কাবাসীদের লক্ষ্য করে কী বলেছিলেন?

ঘ. বিদায় হজ কাকে বলে?

ঙ. রাসুল (স) কখন ইন্তিকাল করেন?

চ. মুসলমানদের জন্য উত্তম আদর্শ কোথায় আছে?

ছ. মহানবি (স) কিভাবে মক্কা বিজয় করেন?

জ. মহানবি (স) কাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন?

ঞ. বিদায় হজের ভাষণের ৫টি উদ্ধৃতি উল্লেখ কর ।

ট. মহানবি (স) আকাশের দিকে তাকিয়ে কী বলেছিলেন?

ঠ. উত্তম আদর্শ সম্পর্কে আল্লাহর বাণীটি উলেখ কর ।

পাঠ- ৮

কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগণের নাম হযরত আদম (আ)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১২৫-১২৭) ' হযরত আদম (আ) ---------- মুক্তি পাব' ।

শিখনফল:

৫.৩.১ হযরত আদম (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবে ।

৫.৩.২ নবি-রাসুলদের আদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারবে ।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, মানচিত্র, পুস্তক ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুন:

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য অনেক নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। তোমরা কয়েকজন নবি-রাসুলের নাম বল? শিক্ষর্থীরা উত্তরে বলবে: হযরত আদম (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ঈসা (আ) ইত্যাদি। তারপর বলুন, তোমরা ঠিকই বলেছ। এ ছাড়া আরও অনেক নবি-রাসূল আছেন ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ' কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসূলগণের নাম ও হযরত আদম (আ) ' নিয়ে আলোচনা করব । চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ' কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগণের নাম, হযরত আদম (আ)' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. প্রথম পাঁচ জন নবির নাম বল/লিখ ।

২. শেষ পাঁচ জন নবির নাম বল/লিখ ।

৩. আল্লাহ তায়ালা মানব দেহ কী দিয়ে তৈরি করেছেন?

৪. আল্লাহ তায়ালা মাটি দিয়ে মানবদেহ তৈরি করার পর তাতে কী দিলেন?

৫. আযাযিল কাকে সিজদা করল না?

৬. আযাযিল কীসের তৈরি?

৭. আযাযিলের নাম কী হয়ে গেল?

৮. আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ) কে কোথায় থাকতে দিলেন?

৯. ইবলিস জান্নাতে প্রবেশ করে কী ফন্দি আঁটল?

১০. হযরত আদম (আ) কীসে বিশ্বাস করতেন?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা /শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত নবি-রাসুলদের নামের তালিকাটি দেখান।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

কুরআন মাজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগণের নামের তালিকা প্রস্তুত করবে এবং হযরত আদম (আ) তাঁর সন্তানদের যে উপদেশ বাণী দিয়েছিলেন তা খাতায় লিখবে/বলবে।

মূল্যায়নঃ

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুনঃ

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. হযরত আদম (আ) কীসের তৈরি?

১. আগুন ২. পাথর

৩. মাটি ৪. পানি

খ. আযাযিল এর নাম কী হলো?

১. ইবলিস ২. নমরুদ

৩. ফেরআউন ৪. আবু লাহাব

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. আল্লাহর কোন ---------- নেই।

খ. আল্লাহ আযাযিলের ওপর ---------- হলেন।

গ. আল্লাহ হযরত আদম (আ) কে --------- মধ্যে থাকতে দিলেন।

ঘ. আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দোয়া ---------- করবেন।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. হযরত আদম (আ) এর সঙ্গির নাম	ভালোবাসেন না ।
খ. আল্লাহ অহংকারীকে	শয়তান ।
গ. আযাযিল হয়ে গেল	হযরত হাওয়া (আ) ।

৪. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. পৃথিবীর আদি মানব কে ছিলেন?

খ. হযরত আদম (আ) কে সেজদা করল না কে?

গ. আযাযিল কীহয়ে গেল?

ঘ. আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতের মধ্যে গাছটির কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কী বললেন?

ঙ. কুরআন মজিদে উল্লিখিত দশজন নবির নাম লিখ ।

চ. আল্লাহ ফেরেশতাদের কী আদেশ দিলেন?

পাঠ-৯

হযরত নূহ (আ)

বিষয়বস্তু: (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১২৭-১৩০) ' হযরত আদম (আ) ইন্তেকালের পর ---------- বঞ্চিত হব' ।

শিখনফল:

৫.৪.১ হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে বলতে পারবে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস করবে ।

৫.৪.২ তাঁর জীবনাদর্শে নিজেদের গড়ে তুলবে ।

উপকরণ:

চক, চকবোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, মানচিত্র, পাঠ্যপুস্তকের ছবি, শিক্ষক সংস্করণ পুস্তক ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুন:

তোমরা বন্যা ও প্লাবনের কথা জান এবং অনেকে দেখেছ । এখন বল তো, কোন নবির আমলে মহাপ্লাবন হয়েছিল । ফুয়াদ উত্তরে বলল, হযরত নূহ (আ) এর আমলে মহাপ্লাবন হয়েছিল । তখন বলুন, তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে । হযরত নূহ (আ) এর আমলে মহাপ্লাবন হয়েছিল ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ' হযরত নূহ (আ) ' নিয়ে আলোচনা করব । চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'হযরত নূহ (আ)' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন । উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ (আ) কে পৃথিবীতে কেন পাঠিয়েছিলেন?
২. হযরত নূহ (আ) কত বছর আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন?
৩. হযরত নূহ (আ) এর দাওয়াতে কত জন নারী-পুরুষ ইমান এনেছিল?
৪. কোন নবির আমলে মহাপ্লাবন হয়েছিল?
৫. হযরত নূহ (আ) এর আমলে কী কী তুফানের আলামত দেখা দিয়েছিল?
৬. হযরত নূহ (আ) এর আমলে কত দিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল?
৭. কাফিররা পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয়ে কীসের ওপর আরোহণ করেছিল?
৮. হযরত নূহ (আ) এর ছেলের নাম কী?
৯. কোথায় থেকে পানি প্রবল বেগে উঠতে থাকল?
১০. নৌকা ছাড়ার আগে হযরত নূহ (আ) কী দোয়া পাঠ করেছিলেন?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে । উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন । উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা /শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন ।

এরপর আরব দেশের মানচিত্র ও হযরত নূহ (আ) এর তৈরি নৌকার ছবিটি দেখান ।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন । প্রয়োজনে সহায়তা করুন ।

পরিকল্পিত কাজ : হযরত নূহ (আ) এর জীবনাদর্শ শিক্ষার্থীরা খাতায় সুন্দর করে লিখবে ।

মূল্যায়ন:

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. হযরত নূহ (আ) কত বছর আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন?

১. সাড়ে ছয় শ বছর ২. সাড়ে নয় শ বছর
৩. সাড়ে আট শ বছর ৪. সাড়ে সাত শ বছর

খ. হযরত নূহ (আ) মানুষকে কীসের প্রতি ইমান আনতে বললেন?

১. আল্লাহর প্রতি ২. মানুষের প্রতি
৩. ফেরেশতার প্রতি ৪. জিনের প্রতি

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. হযরত নূহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে এক বিরাট ---------- তৈরি করলেন।

খ. হযরত নূহ (আ) মানুষকে ---------- পথে ডাকলেন।

গ. মাটি ফুঁড়ে ---------- বের হলো।

ঘ. হযরত নূহ (আ) তাঁর দলবলসহ ---------- আরোহণ করলেন।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. নৌকা জুদি পাহাড়ে এসে	করতে বললেন।
খ. হযরত নূহ (আ) মানুষকে ভালো কাজ	তৈরি করতে বললেন।
গ. আল্লাহ নূহ (আ) কে একটি নৌকা	থামল।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. হযরত নূহ (আ) এর সময় কী আযাব এসেছিল?

খ. হযরত নূহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে কী তৈরি করলেন?

গ. আমরা হযরত নূহ (আ) এর জীবনাদর্শ কী করব?

ঙ. হযরত নূহ (আ) মানুষকে দীনের দাওয়াতে কী কী বলেছিলেন?

চ. তুফনের আলামত দেখা দিলে হযরত নূহ (আ) কী করলেন?

পাঠ-১০

হযরত ইবরাহীম (আ)

বিষয়বস্তুঃ (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ১৩০-১৩৩) 'প্রায় চার হাজার বছর ---------- বাস্তবায়িত করব'।

শিখনফলঃ

৫.৫.১ হযরত ইবরাহীম (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে।

৫.৫.২ তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, পাঠ্য পুস্তকের ছবি, মানচিত্র, শিক্ষক সংস্করণ পুস্তক ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলিঃ

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুন:

তোমরা বল তো, কোন নবিকে মেরে ফেলার জন্য বেধর্মীগণ তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল?

জাওয়াদ উত্তরে বলল, হযরত ইবরাহীম (আ)কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শিক্ষক খুশি হয়ে বলবেন, তুমি ঠিকই বলেছ। হযরত ইবরাহীম (আ)কে নমরুদ অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ' হযরত ইবরাহীম (আ)' নিয়ে আলোচনা করব। চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ' হযরত ইবরাহীম (আ) ' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. হযরত ইবরাহীম (আ) কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন?
২. হযরত ইবরাহীম (আ) এর আমলে সেখানকার লোকেরা কী পূজা করত?
৩. হযরত ইবরাহীম (আ) বাল্যকাল থেকে কীসের ঘোরবিরোধী ছিলেন?
৪. আমাদের 'রব' কে?
৫. নমরুদ কীরূপ বাদশাহ ছিল?
৬. আল্লাহর আদেশে আগুন কী হয়ে গেল?
৭. 'আজর' কীসের উপাসনা করত?
৮. আল্লাহ আগুনকে কী নির্দেশ দিলেন?
৯. হযরত ইবরাহীম (আ) কে মেরে ফেলার জন্য কী তৈরি করল?
১০. হযরত ইসমাইল (আ) এর পরিবর্তে কী কুরবানি হয়েছিল?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা /শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর মানচিত্র ও পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কাবাশরিফের ছবিটি দেখান।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ:

হযরত ইবরাহীম (আ) এর সময়ে লোকদের কার্যকলাপ কীরূপ ছিল, তা খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

মূল্যায়নঃ

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুনঃ

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. হযরত ইবরাহীম (আ) এর পিতার নাম কী?

১. আযম ২. হাতেম

৩. আযর ৪. আমর

খ. হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাক দেশের কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন?

১. বাবেল ২. মদিনা

৩. মক্কা ৪. ইরান

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. হযরত ইবরাহীম (আ) এর আমলে সেখানকার বাদশা ছিলেন ---------- ।

খ. 'হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য তুমি ---------- হয়ে যাও' ।

গ. জনমানবহীন ---------- ঘেরা মরু উপত্যকা মক্কা ।

ঘ. তোমার প্রিয় বস্তুকে আমার নামে ---------- দাও ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. নমরুদ ছিল নির্মম অত্যাচারী	মূর্তি উপাসক ।
খ. আযর ছিলেন	বিশ্বাস ছিল ।
গ. আল্লাহর ওপর তাঁর অগাধ	বাদশাহ ।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. হযরত ইবরাহীম (আ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

খ. সেখানকার লোকেরা কী পূজা করত?

গ. হযরত ইবরাহীম (আ) এর আমলে সেখানকার বাদশা কে ছিল?

ঙ. হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিকুন্ডে কীভাবে অক্ষত থাকেন?

চ. হযরত ইবরাহীম (আ) মূর্তি পূজার ঘোরবিরোধী ছিলেন কেন?

পাঠ-১১

হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১৩৩-১৩৫) ' হযরত দাউদ (আ) ---------- অহংকারী হবো না' ।

শিখনফল :

৫.৬.১ হযরত দাউদ (আ) এর জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে পারবে ।

৫.৭.১ হযরত সুলায়মান (আ) এর পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে ।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, মানচিত্র, ছবি, শিক্ষক সংস্করণ পুস্তক ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুন:

১. তাওরাত কিতাব কোন নবির ওপর নাযিল হয়েছিল?

২. জিন-পরী, পশু-পাখি ও গাছপালার ভাষা বুঝতেন কোন নবি?

শিক্ষার্থীরা উত্তরে বলল, তাওরাত কিতাব হযরত দাউদ (আ) এর ওপর নাযিল হয়েছিল । আর জিন-পরী, পশু-পাখি ও গাছপালার ভাষা বুঝতেন হযরত সুলায়মান (আ) । শিক্ষক তাদের উত্তর শুনে খুশি হয়ে বলবেন, তোমরা সঠিক বলেছ । এই হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) নবি ছিলেন ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে' হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)' নিয়ে আলোচনা করব । চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ' হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন । উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. হযরত দাউদ (আ) শৈশবে কী চরাতেন?

২. হযরত দাউদ (আ) কার কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন?

৩. জালুত কীরূপ শাসক ছিলেন?

৪. হযরত দাউদ (আ) কীভাবে সাওম পালন করতেন?

৫. হযরত দাউদ (আ) নিজ হাতে ইসপাতের কী বানাতেন?

৬. হযরত সুলায়মান (আ) এর রাজত্ব কোথায় ছিল?

৭. বাতাস কোন নবির অধীনে ছিল?

৮. দুইজন স্ত্রীলোকের প্রত্যেকেই একটি শিশুকে নিয়ে কী বলে দাবি করল?

৯. হযরত দাউদ (আ) এর পুত্রের নাম কী?

১০. লাঠিতে ভর দিয়ে 'বায়তুল মাকদাস' নির্মাণ কাজ তদারকি করেন কোন নবি?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা /শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর মানচিত্র ও বাইতুল মাকদাসের ছবি দেখান।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজঃ

ক. হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলায়মান (আ) এর ন্যায়বিচার ও সুশাসনের বর্ণনা খাতায় সুন্দর করে লিখবে/বলবে।

মূল্যায়নঃ

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুনঃ

পাঠ-১২

হযরত ঈসা (আ)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ১৩৫-১৩৬) ' হযরত ঈসা (আ) ---------- বিশ্বাস করব'।

শিখনফল :

৫.৮.১ হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বলতে পারবে।

৫.৮.২ হযরত ঈসা (আ) এর ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড, ডাস্টার, চার্ট, ছবি, মানচিত্র, শিক্ষক সংস্করণ পুস্তক ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুনঃ

চারটি বড় কিতাবের মধ্যে ইনজিল একটি কিতাব। তোমরা বল তো, ইনজিল কিতাব কোন নবির ওপর নাজিল হয়েছিল?

মুজাহিদুল ইসলাম উত্তরে বলল, ইনজিল কিতাব হযরত ঈসা (আ) এর ওপর নাজিল হয়েছিল। শিক্ষক বললেন, তুমি সঠিক বলেছ। হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর নবি ও রাসুল ছিলেন। তাঁর ওপর ইনজিল কিতাব নাজিল হয়েছিল।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ' হযরত ঈসা (আ) ' নিয়ে আলোচনা করব। চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ' হযরত ঈসা (আ) ' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. হযরত ঈসা (আ) ফিলিস্তিনের কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২. পিতা ছাড়াই হযরত মরিয়ম (আ) এর গর্ভে কোন নবি জন্মগ্রহণ করেন?
৩. সে সময় সেখানকার লোকেরা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে কীসের পূজা করতো?
৪. কোন নবি আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন?
৫. আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতে হযরত ঈসা (আ) কে জীবিত অবস্থায় কোথায় তুলে নিলেন?
৬. হযরত ঈসা (আ) পুনরায় কখন পৃথিবীতে আসবেন?
৭. হযরত ঈসা (আ) পুনরায় দুনিয়াতে এসে কীভাবে দীন প্রচার করবেন?
৮. হযরত ঈসা (আ) পুনরায় পৃথিবীতে এসে কত বছর অবস্থান করবেন?
৯. মিথ্যাবাদী দাজ্জালকে কে হত্যা করবেন?
১০. হযরত ঈসা (আ) এর দাফন কোথায় করা হবে?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর মানচিত্র ও বাইতুল মাকদাসের ছবি দেখান।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ: হযরত ঈসা (আ) এর মোজেজাগুলো খাতায় সুন্দর করে লিখ/বল।

মূল্যায়ন:

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কী না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ) এর ওপর কোন কিতাব নাজিল করেন?

১. কুরআন ২. তাওরাত
৩. ইনজিল ৪. যাবুর

খ. বায়তুল লাহাম স্থানটি বর্তমানে কী নামে পরিচিত?

১. বেথেলহাম ২. ইয়াছরিব
৩. তায়েফ ৪. তেহরান

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিকে ---------- করতেন।

খ. হযরত ঈসা (আ) ছিলেন আসমানি কিতাবপ্রাপ্ত একজন ---------- ও রাসুল।

গ. সে সময়ে সেখানকার লোকেরা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নানা ---------- পূজা করত।

ঘ. আমরা হযরত ঈসা (আ) এর মুজিযাসমূহ ---------- করব।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. হযরত ঈসা (আ) এর আম্মার নাম	দৃষ্টিশক্তি দান করেন।
খ. তিনি জন্মান্ধকে চোখে	মানল না।
গ. সেখানকার লোকজন হযরত ঈসা (আ) এর কথা	হযরত মরিয়ম (আ)।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. বেথেলহাম' এর প্রাচীন নাম কী ছিল?

খ. হযরত ঈসা (আ) বর্তমানে কোথায় জীবিত আছেন?

গ. কোন নবি দোলনায় থাকাকালেই শিশু অবস্থায় কথা বলার অলৌকিক শক্তি লাভ করেন?

ঘ. হযরত ঈসা (আ) সেখানকার লোকদের কী কী উপদেশ দিলেন?

ঙ. হযরত ঈসা (আ) এর মুজিযাগুলো উল্লেখ কর।

সমাপ্ত